১৯১৩-২০১৩ 1913–2013

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

Love for all
Hatred for none

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

The Ahmadi Fortnightly

নব পর্যায় ৭৬ বর্ষ | ২০তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৭ বৈশাখ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ | ২৯ জমাঃ সানিঃ, ১৪৩৫ হিজরি | ৩০ শাহাদাত, ১৩৯৩ হি. শা. | ৩০ এপ্রিল, ২০১৪ ঈসাব্দ

আর্ত মানবতার সেবায় হিউম্যানিটি ফার্স্ট

SERVING MANKIND

Humanity First

হুযূর (আই.)-এর ১৮ এপ্রিল ও ২৫ এপ্রিল প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারমর্ম পড়ুন ৪২ পৃষ্ঠায়

চলে গেলেন 'মাহমুদ বাঙ্গালী' পড়ুন ১৬ পৃষ্ঠায়

হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) বিশ্ব সংকট নিরসন ও শান্তির জন্য বিশ্বের নেতৃবৃন্দের নিকট যে সব পত্রাবলী প্রেরণ করেছেন তার বাংলা অনুবাদ **'বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ'** পুস্তক আকারে বের হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **ড. আবদুল্লাহ শামস বিন তারেক**। **বইটির মূল্য ৬০/- (ষাট টাকা)**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে। **আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন**।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৬১৮-৩০০১০০

"Love For All, Hatred For None."

Hakim Watertechnology

"Best Water, Best Life"

House hold/Official

Commercial/Industrial

Pet Bottling

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

LOVE FOR ALL, HATRED FOR NONE

veronica
tours & travels

Muhammad Belal Ahmad (Tushar)
ceo

Travel Agent & Tour Operator

VERONICA TOURS & TRAVELS
207/2, West Kafrul, Begum Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207
Phone: 88 02 9113176, Cell: 01733 004412, 01552 403395, E-mail: veronica@ithbd.com, tusharith@gmail.com
Our Sister Concern:
International Trading House (Garments Accessories Supplier),Hafsa Fashion Ltd. (Readymade Garments Manufacturer)
Awl Fashion (Buying Office), Color Clouds (Arts & Craft House), Bakers Bay (Bakery & Sweets)

Amecon
Since 1983
www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

খুতবা ইলহামিয়া হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার এক মহা নিদর্শন

প্রতিশ্রুত মসীহ হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতার অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে এর মধ্যে আল্লাহ তা'লা খুতবা ইলহামিয়ার মত এক মহা নিদর্শন প্রদর্শন করে জগদ্বাসীকে এটাই স্পষ্ট করেছেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহ আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত। নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১১ই এপ্রিল ২০১৪ লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে জুমুআর খুতবা প্রদান কালে এ বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করেন, তিনি বলেন,

আজ আমি আপনাদের সম্মুখে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি মহান নিদর্শন তুলে ধরবো। ১৯০০ সালের ১১ই এপ্রিল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) খোদার নির্দেশে আরবীতে একটি খুতবা প্রদান করেন, যেহেতু ইলহামের মাধ্যমে তাঁকে এই বক্তৃতা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তাই এর নাম খুতবা ইলহামীয়া রাখা হয়েছে।

জামা'তের অনেকেই হয়তো এই খুতবার প্রেক্ষাপট ও বিশেষত্ব সম্পর্কে জানে না আর আজও যেহেতু ১১ই এপ্রিল তাই একজন বন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণের ফলে আমি এ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করছি।

১৯০০ সালের ঈদুল আযহার আগের দিন অর্থাৎ আরাফতের দিন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) খোদার নির্দেশে দিন ও রাতের বেশির ভাগ সময় দোয়াতে কাটনোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন আর তিনি এদিন সকালে মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব (রা.)-কে বন্ধুদের নাম ও ঠিকানা ইত্যাদির একটি তালিকা প্রস্তুত করে দিতে বলেন যাতে দোয়ায় তাদের স্মরণ রাখা যায়।

পরের দিন অর্থাৎ ১১ই এপ্রিল সকালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি ইলহাম হয় যে, ***'তুমি আরবী বক্তৃতা করো, তোমাকে শক্তি দেয়া হবে আর এই বক্তৃতায় আরবী ভাষার বাগ্মীতা প্রকাশ পাবে।'***

খোদার নির্দেশে তিনি কাদিয়ানে উপস্থিত সবাইকে মসজিদে আসতে বলেন এবং মৌলভী আব্দুল কলীম সিয়ালকোটি সাহেব এবং মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব (রা.)-কে সঙ্গে সঙ্গে এই বক্তৃতা লিখে নিতে নির্দেশ দেন। তিনি আরো বলেন, কোনো শব্দ বুঝতে না পারলে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করে নিবে, কেননা পরে আমার মনে নাও থাকতে পারে।

এরপর প্রায় দুই'শ নিষ্ঠাবান অনুসারীর উপস্থিতিতে তিনি আরবী ভাষায় এমন এক বাগ্মীতাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন, উপস্থিত সবাই অবাক হয়ে যান যে, কীভাবে একজন মানুষ খোদার বিশেষ সাহায্যে প্রকাশ্য দিবালোকে ইলহামী ভাষায় এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি প্রতিটি বাক্য তিনবার করে উচ্চারণ করেন, এ সময় তাঁর চেহারা অন্য রকম ছিল এবং তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল গুরুগম্ভীর। এছাড়া পুরো পরিবেশটাই তখন ছিল ভাবগম্ভীর।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন, সে সময় আমি নিজের থেকে কিছুই বলছিলাম না বরং আমার মুখ দিয়ে খোদার ফিরিশতা কথা বলছিল। কোনো পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই অনর্গল তিনি চমৎকার আরবী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন, একটি বাক্য বলার পর পরের বাক্য কি হবে তা আমি জানতাম না কিন্তু আমার সামনে লাল কালিতে লেখা শব্দগুচ্ছ ভেসে উঠতো আর নির্দ্বিধায় আমি তাই বলতাম।

খুতবার শেষে হুযূর মৌলভী সিয়ালকোটি সাহেবকে এর উর্দূ অনুবাদ পাঠ করে শোনাতে বলেন। এরপর হুযূর (আ.) আল্লাহ্‌র দরবারে কৃতজ্ঞতার সিজদা করেন আর উপস্থিত সবাই তাঁর সঙ্গে সিজদা করেন। সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে হুযূর (আ.) বলেন, সিজদার সময় আমাকে একটি কাগজে লাল অক্ষরে 'মোবারক' লেখা শব্দ দেখানো হয়েছে। এর অর্থ আমার দোয়া আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হয়েছে।

১৯০১ সালে এই খুতবা বই আকারে ছাপানো হয়, হুযূর (আ.) স্বয়ং এর উর্দূ ও ফার্সী অনুবাদ করেন আর এই বইয়ের নাম দেয়া হয় খুতবা ইলহামীয়া।

এই খুতবার ভাষা দেখে আরবের শিক্ষিত এবং আলেম সমাজও অভিভূত হয়েছে। এবং তারা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে খোদার বিশেষ সাহায্য ছাড়া কোন মানুষ অনর্গল এরূপ বক্তৃতা করতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এসব মূল্যবান নিদর্শনাবলীর মর্ম বুঝার এবং সে অনুযায়ী নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের তৌফিক দিন।

সূচিপত্র

৩০ এপ্রিল, ২০১৪

কুরআন শরীফ	৩
হাদীস শরীফ	৪
অমৃত বাণী	৫
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ২৭ মার্চ, ২০০৯-এর **জুমুআর খুতবা।**	৬
অস্ট্রেলিয়ার আমীর মওলানা মাহমুদ আহমদ বাঙ্গালী সাহেবের ইন্তেকাল	১৬
কলমের জিহাদ মুহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৭
হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের কিছু ঘটনা মওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান	২৩
বৃষ্টিপাত আল্লাহ্‌পাকের মহা নেয়ামত মাহমুদ আহমদ সুমন	২৭
জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশে ছাত্র ভর্তি বিজ্ঞপ্তি	২৯
প্রচ্ছদ কাহিনী- **আর্তমানবতার সেবায় হিউম্যানিটি ফাষ্ট**	৩০
নবীনদের পাতা- **নামাযের প্রথম শর্ত–সময়** অনুবাদ: আসিফ আহমদ	৩১
সংবাদ	৩৪
আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ	৪২
বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী	৪৬
বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত	৪৭
ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার প্রতি হুযূর (আই.)-এর বিশেষ উপদেশ	৪৮

'পাক্ষিক আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হউন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন 'পাক্ষিক আহমদী'র সাথেই থাকুন। ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে 'পাক্ষিক আহমদী' পড়তে Log in করুন
www.ahmadiyyabangla.org

অনুগ্রহ পূর্বক ভিজিট করুন আমাদের সত্যের সন্ধানের ইউটিউব চ্যানেল:

www.youtub.com/shottershondhane

Please visit

কুরআন শরীফ

সূরা আল হিজ্‌র-১৫

وَاَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ
السَّمَآءِ مَآءً فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ ۚ وَمَآ اَنْتُمْ لَهٗ
بِخٰزِنِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৩। আর আমরা (জলীয়) বাষ্পে ভরা বায়ু সঞ্চালিত করেছি। এরপর আমরা আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ[১৪৯১] করেছি এবং তা দিয়ে তোমাদেরকে সিঞ্চিত করেছি, অথচ তোমরা নিজেরা তা জমা করে রাখতে পারতে না।

وَاِنَّا لَنَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَنَحْنُ
الْوٰرِثُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪। আর নিশ্চয় আমরাই জীবিত করি এবং আমরাই মৃত্যু দেই এবং সবকিছুর একমাত্র উত্তরাধিকারী আমরাই[১৪৯২]।

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ
عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৫। আর তোমাদের মাঝ থেকে যারা এগিয়ে যায়, আমরা অবশ্যই তাদেরকে জানি এবং যারা পিছিয়ে পড়ে তাদেরকেও আমরা জানি।

وَاِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ؕ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ
عَلِيْمٌ ﴿٢٦﴾ ع ٢ ١٠ ٢

২৬। আর নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকই তাদের সবাইকে সমবেত করবেন। নিশ্চয় তিনি পরম প্রজ্ঞাময় (ও) সর্বজ্ঞ।

১৪৯১। এর অর্থ 'বোঝাবহন ও সংযোজনকারী'। 'লাওয়াকিহা' এমন এক বাতাস যা পুরুষ-বৃক্ষ থেকে পুষ্পরেণু বা পরাগ বহন করে স্ত্রী-বৃক্ষে নিয়ে যায় যাতে তা ফলোৎপাদনকারী বৃক্ষে পরিণত হয়। এই শব্দ দ্বারা এইরূপ বাতাসও বুঝায় যা ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উত্থিত বাষ্পকে বহন করে ওপরে বায়ু মন্ডলে নিয়ে যায়, যেখানে তা মেঘমালার আকার ধারণ করে।

১৪৯২। কুরআনের শিক্ষা দ্বারা এক মহান বিপ্লব সংঘটিত হবে, যার মাধ্যমে পুরনো ব্যবস্থা মিটিয়ে দেয়া হবে এবং অকৃত্রিম বিশ্বাসীরা ভূপৃষ্ঠের উত্তরাধিকারী হয়ে বসবাস করবে।

হাদীস শরীফ

আনুগত্য ব্যাতিত কোন জাতি উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছতে পারে না

কুরআন ঃ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর এবং তাদেরও আনুগত্য কর, যারা তোমাদের মধ্যে আদেশ দেয়ার অধিকারী।" (নেসা :৬০)

হাদীস ঃ

হযরত ইবাদা ইব্‌নে সামেত (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা হযরত রসূল করীম (সা.) এর হাতে এই বলে বয়আত করেছি যে, আমরা প্রত্যেক অবস্থায় আপনার আনুগত্য করব যদিও আমরা কষ্টে থাকি অথবা ভাল অবস্থায় থাকি, যদিও কোন আদেশ আমাদের ভালো মনে হয় অথবা মন্দ, যদিও আমাদের প্রাধান্য দেয়া হয় অথবা বঞ্চিত রাখা হয়। যাদের হাতে আমাদের নেতৃত্ব দেয়া হয়েছে, আমরা তাদের সাথে ঝগড়া করব না। (বুখারী)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর এবং তাদেরও আনুগত্য কর, যারা তোমাদের মধ্যে আদেশ দেয়ার অধিকারী।"

ব্যাখ্যা ঃ

জাতির উন্নতিতে আনুগত্য গুরুত্বপূর্ণ এক ভূমিকা পালন করে থাকে। ইহা ব্যতিরেকে কোন জাতি উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছতে পারে না। কথায় কথায় নেতার বিরোধিতা জাতির প্রগতির ধারাকে শিথিল করে দেয়। নেতার ওপর ভরসা ও তাঁর আদেশ পালনের মধ্যে উন্নতির চাবি-কাঠি নিহিত। এই দুনিয়াতে যতগুলি জাতির উত্থান হয়েছে তার রহস্য হলো আনুগত্য। সুতরাং এই আনুগত্য যেভাবে জাগতিক ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয়, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত যতদিন নিজেদের মধ্যে আনুগত্যকে প্রাধান্য দিয়েছে ও ইহাকে প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবায়িত করেছে, ততদিন বিজয় তাদের পদ চুম্বন করেছে, দুনিয়ার বড় বড় শক্তিগুলি তাদের কাছে পরাভূত হয়েছে। কিন্তু যেদিন মুসলমানগণ ছিন্ন ভিন্ন হলো এবং আনুগত্য করা ভুলে গেল, সেদিন থেকে তারা পরাস্ত হতে লাগলো।

আজ দুনিয়াতে কোটি কোটি মুসলমান আছে কিন্তু সবাই এক কান্ডারিহীন নৌকার মতন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঠিক এমনি অবস্থায় হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর সুসংবাদ দিয়েছেন এবং তাঁর আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য হবে মুসলমানদের এক রজ্জুতে একত্রিকরণের বলে বর্ণনা করেছেন।

আজ খোদা তা'লার ফযলে পৃথিবীর ২০৪টি দেশের আহমদীগণ এক নেতার নেতৃত্বে ইসলামের বিজয়ের পথকে সুগম করেছে। এই বিজয়ও একমাত্র আনুগত্যের ওপর নির্ভরশীল।

আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদের সকলকে আনুগত্যের মধ্যে জীবন যাপন করার তৌফিক দান করেন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ

মুরুব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

কুরআনের মহিমা সকল মহিমার উর্ধ্বে

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

পবিত্র কুরআন এক অদ্বিতীয় ধন-ভান্ডার, কিন্তু স্বল্প সংখ্যক লোক এ সম্বন্ধে জ্ঞাত রয়েছে। (রূহানী খাযায়েন, দ্বিতীয় খন্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা)

কুরআনের মহিমা সকল মহিমার ঊর্ধ্বে। এটা বিচারক ও সকল হেদায়াতের সমষ্টি। এটা সকল প্রমাণকে একত্রিত করে দিয়েছে এবং শত্রুর দলকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে। এ পুস্তকে সকল বিষয়ের বিবরণ আছে এবং পূর্বের ও ভবিষ্যতের সংবাদও রয়েছে। এ মহাগ্রন্থের সামনে দাঁড়ানোর সাহস নেই, আর আড়াল থেকেও কেউ একে আক্রমণ কারো করতে পারে না। বরং এটা তো আমাদের প্রভুর জ্যোতি। (রূহানী খাযায়েন, ১৬ খন্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা)

জানা আবশ্যক যে, কুরআন শরীফের উজ্জ্বল অলৌকিক-নিদর্শন, যা প্রত্যেক জাতি ও ভিন্ন ভাষাভাষীর জন্য প্রকাশ করতে পারে, যা পেশ করে আমরা সকল দেশের অধিবাসীদের- যদিও বা তারা হিন্দু, পারসি, ইউরোপীয়ান, আমেরিকান অথবা অন্য কোন দেশেরই হোক না কেন- অপরাধী, স্তব্ধ ও নিরুত্তর করতে পারি। কুরআন করীমের তত্ত্ব, সত্যতা ও সত্য তথ্যাদির জ্ঞান এত অসীম, যা প্রত্যেক যুগে এর প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকাশ হয়ে থাকে এবং এটা প্রত্যেক যুগের ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে অস্ত্র-সজ্জিত সৈনিকের ন্যায় দন্ডায়মান। যদি কুরআন শরীফ নিজ সত্য তথ্যাদি ও সুস্থতার এক সীমিত-বস্তু হত, তা হলে এটা কখনও পূর্ণ-নিদর্শন হতে পারত না। (রূহানী খাযায়েন, তৃতীয় খন্ড, ২৫৫ পৃষ্ঠা)

কুরআন শরীফ এমন এক নিদর্শন, যার দৃষ্টান্ত পূর্বেও ছিল না, পরেও হবে না। এর কল্যাণ ও বরকতের দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত। এটা প্রত্যেক যুগে অনুরূপভাবে সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল, যেভাবে হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর যুগে ছিল। এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রত্যেক ব্যক্তির বাণী তার প্রকৃতি অনুপাতে হবে, যেরূপ তার মনোবল, সংকল্প ও উদ্দেশ্য উচ্চ হবে। যে ব্যক্তির প্রতি তাঁর ঐশী বাণী অবতীর্ণ হয়, তার প্রকৃতি যত উৎকৃষ্ট হবে, ঐশী বাণীও সে সেই পর্যায়ের লাভ করবে। হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর প্রকৃতি, যোগ্যতা ও সংকল্পের পরিধি যেহেতু ব্যাপক ছিল, তাই তিনি যে বাণী পেয়েছেন সেটাও সেরূপ উচ্চ- মর্যাদা ও গুণাবলী সম্পন্ন যে, এরূপ বৈশিষ্ট্য বা মনোবলের অধিকারী ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি আর কখনও হবে না। (রূহানী খাযায়েন, তৃতীয় খন্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা)

আমি সত্য সত্যই বলছি এবং সত্য কথা বলা হতে বিরত থাকতে পারি না যে, যদি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম না আসতেন এবং কুরআন শরীফ অবতীর্ণ না হত- যে কুরআন শরীফের কার্যকারিতা আমাদের ইমামগণ ও সম্মানিত ব্যক্তিগণ আদি হতে দেখে আসছেন এবং আজ আমরাও দেখছি, তা হলে এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত দুষ্কর বিষয় হত যে, আমরা শুধু বাইবেলকে পড়ে আস্থার সাথে সনাক্ত করতে পারতাম যে, হযরত মূসা, হযরত মসীহ্ এবং অন্যান্য পূর্ববর্তী নবীরাও প্রকৃতপক্ষে সেই পাক ও পবিত্র জামা'তেরই অন্তর্ভুক্ত, যাদের খোদা তা'লা নিজের বিশেষ কৃপায় নিজ রেসালতের জন্য বেছে নিয়েছেন। 'ফুরকানে মজীদের' এই অনুগ্রহ স্বীকার করে নিতে হবে যে, প্রত্যেক যুগে এটা স্বীয় জ্যোতি নিজেই দেখিয়েছে এবং এই পূর্ণ জ্যোতি দ্বারা পূর্ববর্তী নবীদের সত্যতাও আমাদের ওপর প্রকাশ করেছে। এ অনুগ্রহ শুধু আমাদের ওপরই নয়, বরং আদম হতে মসীহ্ পর্যন্ত সে সব নবীদের উপরেও, যাঁরা কুরআন শরীফের পূর্বে গত হয়েছেন। (রূহানী খাযায়েন, প্রথম খন্ড, ২৯০ পৃষ্ঠা)

জুমুআর খুতবা

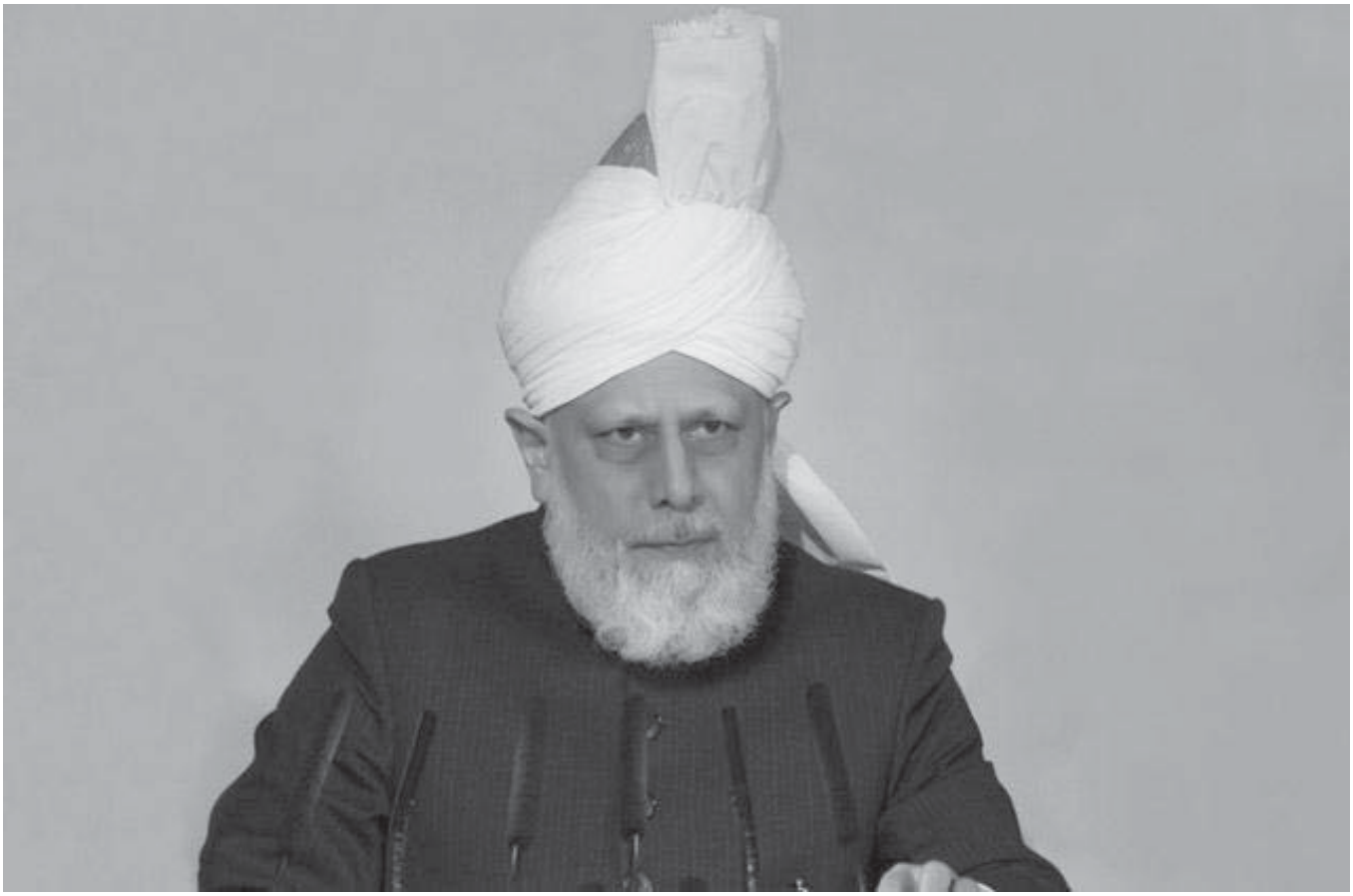

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ২৭ মার্চ, ২০০৯-এর জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

আল্লাহ্ তা'লার এক নাম সাত্তার। অভিধানে লেখা আছে– সাত্তার অর্থ সেই সত্তা, যিনি পর্দার আড়ালে আছেন বা যিনি লুকিয়ে আছেন। এছাড়াও আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে বলা হয় ***'ওয়াআল্লাহু সাত্তারুল উইয়ুব'*** অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তা'লাই সেই সত্তা, যিনি ভুল-ভ্রান্তি ও দুর্বলতাকে গোপন রাখেন। আল্লাহ্ তা'লা শুধু মানুষের ভুল-ভ্রান্তি ও দুর্বলতা গোপনই করেন না বরং হাদীসে এসেছে, আল্লাহ্ তা'লা ঢেকে রাখা (দুর্বলতা) ও গোপনীয়তা পছন্দ করেন। মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল এর একটি হাদীসে এসেছে, নবী করীম (সা.) বলেছেন:

'হযরত ইয়ালা বিন উমাইয়া বর্ণনা করেছেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, অবশ্যই আল্লাহ্ তা'লা লজ্জাবোধ ও গোপনীয়তা পছন্দ করেন।' (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল ৬ষ্ঠ খন্ড–পৃ:১৬৩)

এছাড়া আল্লাহ্ তা'লা নিজ বান্দার দুর্বলতা কীভাবে ঢেকে রাখেন সে সম্পর্কেও একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সাফওয়া বিন মোহরেয বর্ণনা করেন, 'এক ব্যক্তি হযরত ইবনে ওমর (রা.)-কে প্রশ্ন করলেন, আপনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে গোপনীয়তার বিষয়ে কি শুনেছেন? তিনি বললেন: মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমাদের কেউ নিজ প্রভু-প্রতিপালকের এতটা নিকটবর্তী হবে যে তিনি তার ওপর

‘ফিরিশ্‌তা বান্দার দোষ গোপন করার পর সে যদি তওবা করে, তবে আল্লাহ্ তা’লা তার তওবা গ্রহণ করেন এবং তার অপসারিত পর্দা ফিরিয়ে দেন, বরং প্রত্যেক পর্দার স্থলে তাকে আরো নয়টি পর্দা দান করেন, যাতে তার ক্ষমার উপকরণ তৈরি হতে থাকে এবং তার দুর্বলতা ঢাকা থাকে। কিন্তু বান্দা যদি তওবা না করে এবং পাপে লিপ্ত থাকে, তখন ফিরিশ্‌তা বলবে, আমরা তাকে কীভাবে ঢাকবো? এ ব্যক্তি এতো বাড় বেড়েছে যে আমাদেরকেও কলুষিত করছে। তখন আল্লাহ্ তা’লা বলবেন, একে নি:সঙ্গ ছেড়ে দাও।’

রহমতের ছায়া ফেলবেন এবং বলবেন তুমি অমুক অমুক কাজ করেছ? সে বলবে, হ্যাঁ আমার প্রভু; আবার বলবেন তুমি অমুক অমুক কাজ করেছ? সে বলবে হ্যাঁ। আল্লাহ্ তা’লা তার স্বীকারোক্তি নিয়ে বলবেন, আমি সেই জগতে তোমার দোষ গোপন করেছিলাম, আজও (কিয়ামত দিবসে) দোষত্রুটি গোপন করছি আর তুমি যে সব মন্দ কাজ করেছিলে সেগুলো ক্ষমা করছি।’ (বুখারী-কিতাবুল আদাব-সাতরুল মু’মিনে আলা নাফসিহী, হাদীস নাম্বার:৬০৭০)

ইনিই হচ্ছেন সেই প্রিয় খোদা, যিনি নিজ বান্দার দুর্বলতা ঢেকে রাখেন ও ক্ষমার আচরণ করে থাকেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক স্থানে বলেছেন, *‘আল্লাহ্ তা’লা যে অন্যের দুর্বলতা ঢেকে রাখেন, অপরাপর ধর্ম তার ধারণাই উপস্থাপন করতে পারে না। তাদের মাঝে (আল্লাহ্ তা’লা সম্পর্কে) যদি এমন বিশ্বাস থাকত, উদাহরণস্বরূপ যদি খ্রিষ্টানদের মাঝে অন্যের দোষ গোপন রাখার ধারণা থাকত, তবে তাদের মাঝে প্রায়শ্চিত্যবাদের ধারণাই সৃষ্টি হত না, আর এভাবে আর্যদের মাঝেও পুর্নজন্ম ও জন্মান্তরবাদের বিশ্বাস থাকত না’* অর্থাৎ তারা বলে, আল্লাহ্ তালা পাপ-পুণ্যের প্রতিদান স্বরূপ বিভিন্ন রূপে মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। *‘অতএব একমাত্র ইসলামই আল্লাহ্ তা’লার সাত্তারিয়াতের এ ধারণা উপস্থাপন করে যার প্রকাশ এ পৃথিবীতেও হয় আর পরকালেও।’*

কিন্তু এর এ অর্থ করা ঠিক হবে না যে, আল্লাহ্ তা’লা যেহেতু দোষত্রুটি ঢেকে রাখা পছন্দ করেন এবং বান্দাদের এ বলে ক্ষমা করে দিয়েছেন যে, আমি পৃথিবীতেও তোমাদের দোষ-ত্রুটি গোপন রেখেছিলাম এবং এখানেও গোপনীয়তা বজায় রেখে ক্ষমা করে দিচ্ছি। এর ফলে যদি আমরা ভ্রুক্ষেপহীন হয়ে যাই, আর ভাল-মন্দের মাঝে কোন ভেদাভেদ না করি, আর ভাবি যে ক্ষমা তো পাবই, পাপ ও মন্দ কাজ করলেই বা কি আসে যায়, যা খুশি কর! একটি হাদীসে এসেছে মু’মিনদের ওপর আল্লাহ্ তা’লার এত পর্দা রয়েছে যে, তা গণনা করে শেষ করা যাবে না। আল্লাহ্ তা’লা মু’মিনদের দুর্বলতা গোপন রাখার জন্য তাদেরকে স্বীয় পর্দায় আবৃত করেছেন; একজন মু’মিন যখন কোন পাপকর্ম করে, তখন সে গোপনীয়তা এক এক করে প্রকাশ পেতে থাকে, এমনকি সে যদি পাপ অব্যাহত রাখে, লেখা রয়েছে, তার ওপর আর কোন পর্দা অবশিষ্ট থাকে না। তখন আল্লাহ্ তা’লা ফিরিশ্‌তাদেরকে বলেন, ‘আমার বান্দাকে ঢেকে দাও’। তখন তারা তাকে নিজেদের ডানায় পরিবেষ্টন করে। দেখুন! আল্লাহ্ তা’লা কীভাবে অন্যের দোষ গোপন করে থাকেন; কিন্তু মানুষ যদি আল্লাহ্ তা’লার এ ব্যবহার দেখেও স্বীয় অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা না করে, তবে আল্লাহ্ তা’লা কী ব্যবহার করেন? এক দীর্ঘ হাদীসে সে অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। ‘ফিরিশ্‌তা বান্দার দোষ গোপন করার পর সে যদি তওবা করে, তবে আল্লাহ্ তা’লা তার তওবা গ্রহণ করেন এবং তার অপসারিত পর্দা ফিরিয়ে দেন, বরং প্রত্যেক পর্দার স্থলে তাকে আরো নয়টি পর্দা দান করেন, যাতে তার ক্ষমার উপকরণ তৈরি হতে থাকে এবং তার দুর্বলতা ঢাকা থাকে। কিন্তু বান্দা যদি তওবা না করে এবং পাপে লিপ্ত থাকে, তখন ফিরিশ্‌তা বলবে, আমরা তাকে কীভাবে ঢাকবো? এ ব্যক্তি এতো বাড় বেড়েছে যে আমাদেরকেও কলুষিত করছে। তখন আল্লাহ্ তা’লা বলবেন, একে নি:সঙ্গ ছেড়ে দাও।’ এরপর তার সাথে কী ব্যবহার করা হয়? হাদীসে লেখা রয়েছে, ‘আল্লাহ্ তখন তার সব ভুল-ত্রুটি ও অপরাধ; তা সে অতি সংগোপনে

রসূলুল্লাহ্ (সা.) এ দোয়াগুলো পাঠ করা হতে কখনই বিরত থাকতেন না যে, হে আল্লাহ্! আমার নগ্নতাকে ঢেকে দাও, আমার শঙ্কাগুলো নিরাপত্তায় বদলে দাও, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে (ঐ সব বিপদাপদ হতে) নিরাপদ রাখো যা আমার অগ্রে ও পশ্চাতে, ডানে-বামে ও উপরে রয়েছে। আমি (ঐ সব বিপদাপদ হতে) তোমার শক্তির আশ্রয়ে আসছি, যা আমাকে গ্রাস করতে পারে।'

করে থাকলেও তা প্রকাশ করে দেবেন' অর্থাৎ তখন আল্লাহ্ তা'লার দোষ গোপন রাখার পর্দা আর থাকে না। সুতরাং প্রত্যেক মু'মিনকে, এবং আমাদেরকে সর্বদা চেষ্টা করা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদেরকে তওবাকারী বান্দা হওয়ার তৌফিক দান করেন এবং সব সময় যেন আমরা তাঁর সাত্তারিয়াত হতে অংশ পেতে থাকি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার সাত্তারিয়াত (দোষত্রুটি ঢেকে রাখা) বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে এক স্থানে বলেন, 'মালিকি ইয়াও মিদ্দীনের কাজ হলো সফলকাম করা, যেভাবে এক ব্যক্তি পরীক্ষার জন্য অনেক পরিশ্রম করে, প্রস্তুতি নেয়, কিন্তু পরীক্ষায় দুই-চার নম্বরের ঘাটতি থেকে যায়, জাগতিক আইন ও নিয়মকানুন তাকে কোন ছাড় দেয় না, বরং তাকে ব্যর্থ ঘোষণা করে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার রহিমিয়াত তার দুর্বলতা ঢেকে রাখে এবং তাকে সফলকাম করে দেয়। রহিমিয়াতে এক ধরনের দোষত্রুটি গোপন রাখার বৈশিষ্ট্যও আছে।' তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, 'ইসলাম সেই খোদাকে উপস্থাপন করেছে, যিনি সকল প্রশংসার অধিকারী। এ কারণেই তিনি সত্যিকার দাতা, তিনি রহমান, তিনি কর্মীর কোন্ কর্মের অপেক্ষা না করেই অনুগ্রহ করেন। ইসলাম সেই খোদার ধারণা উপস্থাপন করেছে, যিনি সকল প্রকার প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য, তাঁর মাঝে সমস্ত প্রশংসা একীভূত, তিনিই একমাত্র সত্তা, যার মাঝে এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য কেন্দ্রীভূত হতে পারে এবং তিনি এমন দাতা, যিনি বাস্তবিক অর্থেই দাতা আর তিনি রহমানিয়াতের বৈশিষ্ট্য প্রকাশের মাধ্যমে দান করেন। কেউ যদি কোন কাজ না-ও করে বা যৎসামান্য আমল করলেও তিনি অগণিত দান করেন, এটা তাঁর মালিকিয়াত। তিনি দাতা, রহমান। তাঁর মালিকিয়াত কখনো কখনো এমন দৃশ্য দেখায় যা তাঁর রহমানিয়াতের জ্যোতিতে প্রকাশ পায়। তিনি কোনপ্রকার কর্ম ছাড়াই দান করে যেতে থাকেন এবং ভুল-ত্রুটি ঢেকে যেতে থাকেন।'

তিনি (আ.) আরো বলেন, *'আমি এখনই বলেছি, মালিকিয়াত ইয়াওমিদ্দীন সফল করে। পার্থিব রাষ্ট্র-ব্যবস্থা কখনো প্রত্যেক বি.এ. পাশ ব্যক্তিকে চাকরি দেয়ার নিশ্চয়তা দিতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার সরকার, অত্যন্ত নিখুঁত, অফুরন্ত ধন-ভান্ডরের অধিকারী, যাঁর কাছে কোন কিছুর অভাব নেই। আমলকারী, সে যে-ই হোক না কেন, তিনি সবাইকে সফলতা দান করেন। নেকী ও পুণ্যের ক্ষেত্রে কিছু কিছু যে দুর্বলতা রয়ে যায়, তিনি তা ঢেকে রাখেন'* অর্থাৎ তা দূর করেন। *'তিনি তাওয়াব এবং মুসতাহ্‌য়ী। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দার সহস্র সহস্র দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অবগত, কিন্তু প্রকাশ করেন না।'*

অর্থাৎ তিনি তাঁর বান্দার জন্য এমন লজ্জাবোধ রাখেন, এতটা খেয়াল রাখেন যে, হাদীসে এটিই এসেছে, তিনি লজ্জাবোধ পছন্দ করেন। এই লজ্জাশীলতা এ জন্য নয় যে, আল্লাহ্ তা'লা কোন কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন। বরং তিনি বান্দাকে লজ্জিত হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে চান। তিনি (আ.) বলেন, *তবে হ্যাঁ, এমন এক সময় আসে, যখন মানুষ এতটা ধৃষ্ট হয়ে পড়ে যে পাপের ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়ে যেতে থাকে, আর আল্লাহ্ তা'লার লজ্জাশীলতা ও অন্যের দোষ গোপন করার বৈশিষ্ট্য হতে সে লাভবান হয় না বরং নাস্তিকতা তার মাঝে মাথাচাড়া দেয়, তখন আল্লাহ্ তা'লার আত্মাভিমান এই ধৃষ্টকে ছাড় দেয়া পছন্দ করে না বিধায় তাকে লাঞ্ছিত করা হয়।'*

তিনি (আ.) বলেন, *'মোট কথা, আমার কথার অর্থ হলো রহিমিয়াতে দুর্বলতা ঢাকার বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু এ দোষত্রুটি ঢাকার পূর্বে কোন আমল থাকাও আবশ্যক এবং এ আমলের মাঝে যদি কোন কমতি বা ঘাটতি থাকে, তখন আল্লাহ্ তা'লা তাঁর রহিমিয়াতের মাধ্যমে তা পূর্ণ করে দেন।' (মলফুযাত-১ম খন্ড, পৃ:১২৬-১২৭-রাবোয়া থেকে প্রকাশিত নবসংস্করণ)*

আবার কখনো কখনো আল্লাহ্ তাঁর

রহমানিয়াতের বিকাশও ঘটিয়ে থাকেন। সারকথা হচ্ছে, তিনি রহিমিয়াতের মাধ্যমে দোষ গোপন করেন এবং মানুষ ছোট-খাট যেসব আমল করে থাকে, এর প্রতিদানও দেন। আর মানুষ যদি তার মন্দ কাজের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয় এবং তওবার প্রতি মনোযোগী হয়, তখন আল্লাহ্ তা'লা তার দোষ ঢেকে রাখেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লার লজ্জাবোধ ও দোষত্রুটি ঢেকে রাখার অর্থ কখনোই এটা নয় যে, মানুষ যত খুশি মন্দ কাজ করতে থাকুক! এতে করে তো মন্দ কাজে উৎসাহিত করার প্রচলন সৃষ্টি হবে। এমন লোক তো সমাজকে আরো বেশি কলুষিত করবে। যে মনে করে, ক্ষমা তো পাওয়া যাবেই তাই কোন কর্মের প্রয়োজন নেই। এ জন্য হাদীসেও এ বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যারা হঠকারী, তাদের জন্য আল্লাহ তা'লা লজ্জাবোধ করেন না বরং তারা অতি সংগোপনে যে সব অপরাধ করে তাও তিনি প্রকাশ করে দেন। কাজেই আল্লাহ্ তা'লার সাত্তারিয়াত গুণের দোহাই দিয়ে সর্বদা দোয়া করা উচিত, ***'হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে তোমার সাত্তারিয়াতের চাদরে আবৃত কর।'***

মহানবী (সা.) এ সম্পর্কে দোয়া শিখিয়েছেন। একটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত যুবায়ের বিন মুতয়েম বর্ণনা করেন, ***'আমি হযরত ইবনে ওমর (রা.)-কে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ্ (সা.) এ দোয়াগুলো পাঠ করা হতে কখনই বিরত থাকতেন না যে, হে আল্লাহ্! আমার নগ্নতাকে ঢেকে দাও, আমার শঙ্কাগুলো নিরাপত্তায় বদলে দাও, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে (ঐ সব বিপদাপদ হতে) নিরাপদ রাখো যা আমার অগ্রে ও পশ্চাতে, ডানে-বামে ও উপরে রয়েছে। আমি (ঐ সব বিপদাপদ হতে) তোমার শক্তির আশ্রয়ে আসছি, যা আমাকে গ্রাস করতে পারে।' (আবু দাউদ-কিতাবুল আদাব, বাবু মাযা ইয়াকুলু ইযা আসবাহা-হাদীস নাম্বার:৫০৭৪)***

এটি আল্লাহ্ তা'লার সাত্তারিয়াত হতে পরিপূর্ণভাবে লাভবান হওয়ার দোয়া। মহানবী (সা.)- এর সাথে তো আল্লাহ্ তা'লার ওয়াদা ছিল যে, তিনি তাঁকে সব ধরনের বিপদাপদ হতে, সর্বপ্রকার পাপ হতে নিরাপদ রাখবেন; বরং তিনি এ পর্যন্ত বলেছেন যে, আমার শয়তানও মুসলমান হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে এসব দোয়া আমাদেরকে শেখানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে এ দোয়াগুলো পাঠ করার ও সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন।

এরপর এ যুগে মহানবী (সা.) এর প্রকৃত প্রেমিক আমাদেরকে যে দোয়া শিখিয়েছেন, এরও দু'একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এভাবে দোয়া করতেন: ***'হে আমার দয়ালু ও কৃপালু খোদা, আমি তোমার এক অযোগ্য সৃষ্টি, দুরন্ত পাপী এবং উদাসীন। তুমি আমার হাতে অন্যায়ের পর অন্যায় হতে দেখেছ, কিন্তু তোমার পক্ষ থেকে তুমি অনুগ্রহের পর অনুগ্রহ করেছ। তুমি আমাকে উপর্যুপরি পাপ করতে দেখেছ, অথচ পুরস্কারের পর পুরস্কার দিয়েছ। তুমি সদা আমার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রেখেছ এবং আমাকে তোমার অগণিত পুরস্কারে ভূষিত করেছ। আমি অনুরোধ করছি, এ অধম ও পাপীর ওপর পুনরায় সদয় হও এবং তার অযোগ্যতা ও অকৃতজ্ঞতাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখো। তুমি দয়া পরবশ হয়ে আমার এ দুঃখ থেকে আমাকে মুক্ত কর, কেননা তুমি ব্যতিত অন্য কোন পরিত্রাতা নেই, আমীন সুম্মা আমীন।' (মকতুবাতে আহমদীয়া-৫ম খন্ড-নাম্বার:২-হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-কে লেখা দ্বিতীয় পত্র-পৃ:৩)***

এরপর অন্যত্র তাঁর আর একটি দোয়া রয়েছে যা তিনি পাঠ করতেন: ***'হে বিশ্ব প্রতিপালক! আমি তোমার অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শেষ করতে পারবো না, তুমি নিতান্তই দয়ালু ও সম্মানিত এবং আমার ওপর তোমার অনুগ্রহ অপরিসীম। আমার অপরাধ ক্ষমা করে দাও, যাতে আমি ধ্বংস না হই। আমার হৃদয়ে তোমার প্রতি বিশুদ্ধ ভালবাসা সঞ্চার কর, যাতে আমি জীবন লাভ করি। আমার দুর্বলতা ঢেকে রাখ এবং আমার হাতে এমন কাজ করাও, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। আমি তোমার পবিত্র চেহারার দোহাই দিয়ে তোমার দরবারে এ বিষয় হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমার ওপর যেন তোমার ক্রোধ বর্ষিত না হয়। আমার প্রতি দয়া করো। ইহ ও পরকালীন বিপদাপদ হতে আমায় রক্ষা করো। কেননা, সকল কল্যাণ ও মঙ্গল তোমা হতে নিসৃত হয়, আমীন সুম্মা আমীন।' (মলফুযাত-১ম খন্ড-পৃ:১৫৩, রাব্ওয়া থেকে প্রকাশিত নবসংস্করণ)***

অতএব এগুলো সেই দোয়া, যা পাঠ করা আমাদের বিশেষত্ব হওয়া উচিত, যাতে আমরা আল্লাহ্ তা'লার নিরাপত্তা-বেষ্টনিতে থাকতে পারি আর নিজ ভুল-ত্রুটির প্রতিও দৃষ্টি রাখি এবং আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়ে এসে সেগুলো হতে বাচাঁরও যেন চেষ্টা করি। আল্লাহ্ তা'লার সাত্তারিয়াত বৈশিষ্ট্য হতে কল্যাণমন্ডিত হওয়া এবং তাঁর কৃপা লাভের জন্য মহানবী (সা.) একজন মু'মিনের ওপর কি দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন, এ সম্পর্কেও কয়েকটি হাদীস উপস্থাপন করছি। এক বর্ণনায় এসেছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, ***'যে ব্যক্তি কোন মু'মিন নারীর সম্ভ্রমের হেফাযত করে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে আগুন হতে রক্ষা করবেন।' (মাজমাউয্ যওয়ায়েদ-৬ষ্ঠ খন্ড-পৃ:২৬৮)***

এ হাদীসটি আমি বিশেষ করে ঐ সব লোকদের জন্য বেছে নিয়েছি, যারা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মাঝে টানাপোড়েন সৃষ্টি হলে পরস্পরকে দোষারোপ করা আরম্ভ করে, শুধু তারাই নয় বরং উভয় পরিবারের সদস্যরাও। বিশেষ করে যখন ছেলে-পক্ষের আত্মীয়-স্বজন মেয়ের ওপর বা মেয়ের পরিবারের ওপর অপবাদ আরোপ করতে থাকে, তখন অনেক সময় বিনা কারণেই এসব করে। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখো। কিছু কথা সঠিক বা সঙ্গত ঠিকই, আর কিছু কথা ঢাহা অপবাদ দেয়া বৈ কিছু নয়। কখনো কখনো ছেলে অথবা ছেলে পক্ষ কাযা বোর্ডে বা কোর্টে মেয়ের বিরুদ্ধে এমন এমন অভিযোগ আনে, যা দেখে বা শুনেও লজ্জা হয়।

অথচ মহানবী (সা.) বলেছেন, ***'মু'মিন নারীর সম্ভ্রমের হেফাযত কর, তাহলে***

মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন মু'মিন নারীর সম্ভ্রমের হেফাযত করে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে আগুন হতে রক্ষা করবেন।'

আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে আগুন হতে রক্ষা করবেন।' অনেক সময় স্বভাবের মিল হয় না বলে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে। কারণ যাই হোক না কেন, পৃথক যদি হতে হয় হোন, কিন্তু যেসব আপত্তি উত্থাপন করা হয়, সেগুলো ছাড়াও বিরোধ মিমাংসা করা যায়। কাজেই আহমদীদেরকে এসব বিষয় এড়িয়ে চলা উচিত, সে যে পক্ষই হোক না কেন। এ হাদীসে দৃষ্টান্ত স্বরূপ নারীর সম্মানের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু পরবর্তী হাদীসে সর্বজনীন দৃষ্টিকোণ থেকে এটিকে উল্লেখ করা হয়েছে। আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেছেন: মহানবী (সা.) বলেছেন: *'যে মু'মিন নিজ ভাই এর দোষ-ত্রুটি দেখার পর তা ঢেকে রাখবে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন।' (মাজমাউয্ যওয়ায়েদ-৬ষ্ঠ খন্ড-পৃ:২৬৮)*

অর্থাৎ পরস্পরের দোষ-ত্রুটি সন্ধানের পরিবর্তে তা গোপন রাখা উচিত। এতে দু'পক্ষের আত্মীয়দেরকে সতর্ক করা হয়েছে, সাথে সাথে সুসংবাদও দেয়া হয়েছে। সমস্যার সমাধান করতে চাইলে বৈধভাবে কর, একে অপরের দোষারোপের মাধ্যমে নয়। নতুন আত্মীয়তা যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন অনেক গোপন বিষয়ও উভয় পক্ষের ভেতর জানাজানি হয়। সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে যদি পরস্পরের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখ, তবে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন। প্রথম হাদীসে অন্যের দোষ গোপন করার কল্যাণে শাস্তি হতে বাঁচার প্রতি ইঙ্গিত ছিল, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা আগুন হতে রক্ষা করবেন। আর এখানে বলেছেন জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন। শুধু শাস্তি হতে বাঁচাবেন না, বরং পুরস্কৃত করবেন। এটা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'লার দানের পদ্ধতি। আর একটি হাদীসে এ বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়েছে। হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (আ.) বলেছেন, *'এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই, সে তার ওপর অত্যাচারও করতে পারে না এবং যখন সাহায্যের প্রয়োজন হয় তখন তাকে একা পরিত্যাগ করতে পারেনা। যে আপন ভাইয়ের অভাব মোচনের কাজে চেষ্টারত থাকে, আল্লাহ্ তা'লাও তার অভাব দূরীভূত করতে সচেষ্ট থাকেন। যে কোন মুসলমানের কষ্ট দূর করবে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'লাও তার কষ্ট দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে, আল্লাহ্ তা'লাও কিয়ামত দিবসে তার দুর্বলতা ঢেকে রাখবেন।' (বুখারী কিতাবুল মাযালেম-হাদীস নাম্বার:২৪৪২)*

এ হচ্ছে সেই মানদন্ড যা একজন প্রকৃত মুসলমানের হওয়া উচিত, একজন আহমদীর হওয়া উচিত, যে কি-না হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়'আত করে এই সব মন্দ কাজ হতে বাঁচার অঙ্গীকার করেছে।

এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একস্থানে বলেন, *'জামা'তের ভেতর অনেক সময় ঝগড়া-বিবাদও হয়ে যায়।'* সদস্যদের ভেতর ঝগড়া-বিবাদ হয়ে থাকে *'আর সামান্য ঝগড়ার ফলে পরস্পরের মান-সম্মানের ওপর আক্রমণ করা আরম্ভ করে।'* সামান্য ঝগড়া-বিবাদ হয় আর এ কারণে পরস্পরের সম্মানের ওপর আক্রমণ করে বসে। *'এবং নিজ ভাইয়ের সাথে বিতন্ডায় লিপ্ত হয়। এটি খুবই অপছন্দনীয় কর্ম। এমন হওয়া শোভন নয়। যদি একজন নিজের ভুল স্বীকার করে নেয়, তাতে অসুবিধে কী। অনেকে সামান্য ব্যাপারে অন্যকে লাঞ্ছিত না করা পর্যন্ত বিরত হয় না। এমন বিষয় হতে বিরত থাকা আবশ্যক। খোদা তা'লার নাম সাত্তার। তবে এরা কেন নিজ ভাইয়ের প্রতি দয়ার্দ্র হয় না এবং মার্জনা ও গোপনীয়তা রক্ষা করে না। আপন ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা উচিত। তার মান-সম্মানের ওপর আক্রমণ করা অনুচিত।'*

তিনি (আ.) বলেন, *'ছোট্ট একটি পুস্তিকায় আমি পড়েছি, একজন বাদশাহ্ কুরআন (অনুলিখন) লিখতেন!* (বিভিন্ন কেচ্ছা কাহিনীতে এধরনের গল্প লেখা আছে) *এক মোল্লা বলে, এই আয়াত ভুল লেখা হয়েছে। বাদশাহ্ তখন সেই আয়াতের চারদিকে একটি বৃত্ত এঁকে দিয়ে বুঝান যে, এটি কেটে দেয়া হবে। যখন সে (মোল্লা) চলে*

মহানবী (সা.) বলেছেন: 'যে মু'মিন নিজ ভাই এর দোষ-ত্রুটি দেখার পর তা ঢেকে রাখবে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন।'

যায়, তখন তিনি সেই বৃত্ত মুছে ফেলেন। বাদশাহ্‌কে এরূপ করার হেতু জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, প্রকৃতপক্ষে সে (মোল্লা) ভুল করেছে, কিন্তু আমি সে সময় বৃত্ত টেনে দিয়েছিলাম যাতে তার মনস্তুষ্টি হয়।' ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি বিনয় প্রদর্শন করেন। ধৈর্য এবং বীরত্ব দেখান। একথা বলেন নি যে, প্রজা হওয়া সত্ত্বেও আমার সামনে কথা বলার ধৃষ্টতা তুমি কোথায় পেলে? উপরন্তু তার সাত্তারী করেছে আর তাকে লজ্জার হাত থেকে রক্ষা করেছে। একজন বলে যে, ঠিক আছে তুমি যেহেতু বলছ তাই আমি বৃত্ত টেনে দিচ্ছি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এমন মান প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

তিনি (আ.) বলেন, *'অপরের দোষ-ত্রুটি প্রচার করে বেড়ানো– এটি অহংকারের মূল এবং একটি ব্যাধি। এমন কর্মের ফলে আত্মা কলুষিত হয়, এথেকে বিরত থাকা উচিত। মোটকথা, এসব বিষয় ত্বাকওয়ার অর্ন্তগত এবং অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিষয়ে ত্বাকওয়ার আলোকে কর্ম সম্পাদনকারীরা ফিরিশ্‌তাদের মাঝে গণ্য হয়। কেননা, তার ভেতর লেশমাত্র অবাধ্যতা অবশিষ্ট থাকে না।'* ফিরিশ্‌তাদের কাজ হচ্ছে আনুগত্য করা। যার ত্বাকওয়ার মান এমন হবে, সে ফিরিশ্‌তাদের মাঝে বিবেচিত হবে। কেননা তার মাঝে কোনরূপ বিদ্রোহ অবশিষ্ঠ থাকে না। *'ত্বাকওয়া অর্জন করো, কেননা, ত্বাকওয়ার মাধ্যমেই খোদা তা'লার আশিস ও কৃপা আসে। মুত্তাকীকে পার্থিব বিপদাপদ হতে রক্ষা করা হয়।'* বর্তমান সময়ে মানুষের ওপর বিভিন্ন প্রকার বিপদাপদ ও পরীক্ষা আসছে। তিনি বলেন, ত্বাকওয়া অবলম্বন করো, তাহলে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করা হবে। *'খোদা তাদেরকে পর্দাবৃত করে রাখেন। যতক্ষণ এই রীতি অবলম্বন না করা হবে, কোন লাভ হবে না।*

এধরনের মানুষ আমার হাতে বয়'আত করে কিছুমাত্র লাভবান হয় না। কী করে লাভবান হতে পারে? কেননা, এক প্রকার অন্যায়তো ভেতরে রয়েই গেছে।' যদি দোষ-ত্রুটি গোপন না রাখা হয়, তাহলে এটিও এক প্রকার যুলুম। অন্যান্য নেকী বা বয়'আত যতই কর না কেন, যদি এই যুলুম তোমাদের ভেতর রয়ে যায়, তাহলে কোন লাভ হবে না।

মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, *'যদি সেই উত্তেজনা, অহংকার, গর্ব, আত্মম্ভরিতা, শঠতা এবং বদমেজাজ থেকেই যায় যা অন্যদের ভেতরও রয়েছে, তাহলে আর পার্থক্য কী থাকলো?'* অহংকার, কৃত্রিমতা এবং হঠাৎ করে রেগে যাওয়ার বদভ্যাস যদি থেকেই যায়, তাহলে অন্যদের সাথে তোমার পার্থক্য কোথায়? মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, *'যদি সাঈদ অর্থাৎ পুণ্য-প্রকৃতির মানুষ থাকে, আর পুরো গ্রামে একজনও থাকে, তাহলে মানুষ অলৌকিকভাবে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। নেক মানুষ, যিনি খোদা তা'লাকে ভয় করেন, নেকী অবলম্বন করেন, তাঁর ভেতর একটি ঐশী প্রতাপ থাকে। আর হৃদয় বলে যে, ইনি খোদাপ্রেমী বান্দা। এটি নিতান্তই সত্য কথা, যিনি খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত হন, খোদা আপন শক্তি হতে তাঁকে অংশ দান করেন এবং পুণ্যবানদের রীতিও এটিই।*

অতএব স্মরণ রেখ! ছোট-খাট বিষয়ে ভাইদেরকে কষ্ট দেয়া কাম্য নয়। মহানবী (সা.) উন্নত নৈতিকতার মূর্তিমান রূপ এবং খোদা তা'লা এযুগে তাঁর উন্নত-নৈতিকতার শেষ-আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এখনও যদি সেই পাশবিকতা থেকে যায়, তাহলে চরম পরিতাপ এবং দুর্ভাগ্য।' ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা পেয়েছে, তাই এখন আখারীনদের সাথে মিলিত হয়ে এথেকে লাভবান হও। মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, *'অতএব*

‘মহানবী (সা.)-এর কাছে পরচর্চার (গীবত) স্বরূপ জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, কারো অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে কোনরূপ সত্য কথা এভাবে বর্ণনা করা যে উপস্থিত থাকলে সে তা পছন্দ করবে না, একেই পরচর্চা (গীবত) বলা হয়। আর তুমি যা বলছো তা যদি তার ভেতর না থাকে, তাহলে এর নাম অপবাদ।’

অন্যদের দোষারোপ করো না, কেননা প্রকৃতপক্ষে তার মাঝে যদি সেই দোষ না থাকে, তাহলে অপরকে দোষারোপ করতে করতে অনেক সময় মানুষ স্বয়ং তাতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। আর যদি সত্যিকারেই তার মধ্যে সেই দোষ থেকে থাকে, তাহলে সে খোদার সাথে বুঝবে।

ভাইয়ের ওপর অন্যায়-অপবাদ আরোপ করা অনেকের অভ্যাস হয়ে থাকে।’ সামান্য কোন ঘটনা ঘটলেই অপবাদ দিয়ে বসে এবং চরম ঘৃণ্য-অপবাদ দেয়। *‘এমন করা থেকে বিরত হও। মানুষের উপকার করো এবং নিজ ভাইদের প্রতি সহানুভূতিশীল হও। প্রতিবেশির সাথে সদ্ব্যবহার করো। নিজ ভাইদের সাথে পবিত্র-জীবন যাপন করো এবং সর্বাগ্রে শির্‌ক মুক্ত হও, কেননা এটি তাকওয়ার প্রথম ইঁট।’ (মলফুযাত-৩য় খন্ড, পৃ:৫৭১-৫৭৩-রাবোয়া থেকে প্রকাশিত-নবসংস্করণ)*

এসব মন্দকর্ম সৃষ্টি হবার মূল কারণ হচ্ছে গোপন-শির্‌ক। যদি খোদার ভয় থাকে আর জ্ঞান থাকে যে, তিনি আমায় দেখছেন, আমার প্রতিটি বিষয় তাঁর দৃষ্টিগোচরে রয়েছে, তাহলে কখনই মানুষ এরূপ কর্ম করতে পারে না যা তাকে মন্দ-কাজে প্ররোচিত করবে।

আল্লাহ্ তা’লা দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখার এবং ব্যক্তিগত দুর্বলতা ফাঁস না করা সম্পর্কে কত কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন যে সে প্রসঙ্গে একটি আয়াতে এসেছে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ
الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا
تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ
اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ
مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ۝

(সূরা আল্ হুজুরাত:১৩) অর্থ: হে যারা ঈমান এনেছ! সন্দেহকে যতবেশী সম্ভব এড়িয়ে চলো। কারণ, কতক সন্দেহ পাপ বিশেষ। এবং তোমরা ছিদ্রান্বেষণ করো না, এবং একে অপরের পিছনে কুৎসা করে বেড়িও না। তোমাদের মধ্যে কেউ তার মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়া পছন্দ করবে কি? অবশ্যই তোমরা একে ঘৃণা করবে; এবং আল্লাহ্‌র ত্বাকওয়া অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ পুনঃ পুনঃ সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময়।’ এই আয়াতে যে সন্দেহের কথা বলা হয়েছে তার ভিত্তি হচ্ছে কু-ধারণা। পৃথিবীতে পাপ বিস্তারের ক্ষেত্রে কু-ধারণার ভূমিকা সবচেয়ে বড়। কু-ধারণার বশবর্তী হয়েই একে অপরের দোষ-ত্রুটি খুঁজে ফেরে, যেন তাকে হেয় বা তার দুর্নাম করা যায়। তাই বলা হয়েছে, পারস্পরিক সম্পর্কের বেলায়, মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়ে গোয়েন্দাগিরি করবেনা। কেননা এই ছিদ্রান্বেষণ খোদা তা’লার দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়। এর পরের ধাপ কি হবে? নিজেদের বৈঠকে বসে কুৎসা করবে। পরচর্চা করবে। অন্যের গোপন কথা, যা তার জন্য দুর্নামের কারণ হতে পারে, তা যদি আলোচনা কর, এটি গীবত বা কুৎসা বলে গণ্য হবে। অথচ আল্লাহ্ তা’লা দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখেন।

যেসব বিষয় আল্লাহ্ তা’লা ঢেকে রেখেছেন, তোমরা ছিদ্রান্বেষণ করে তা জনসমক্ষে প্রকাশ করেছ, এরপর কুৎসা রটানো আরম্ভ করেছ। এটি আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে একান্ত অপছন্দনীয়। যে জিনিষ আল্লাহ্ তা’লা ঢেকে রেখেছেন, তা থেকে পর্দা অপসারণের অধিকার কোন মানুষের নেই। এ জন্য যে হাদীস আমি পাঠ করেছি, তাতে আল্লাহ্ তা’লা বলেছেন, যে অন্যের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখে না, তাকে আমি শাস্তি দিবো। কেননা গোপনীয়তা রক্ষা না করে যেখানে অন্যের দুর্নাম বা তাকে জনসমক্ষে উলঙ্গ করার কারণ হবে, সেখানে এ কারণে সমাজে বিশৃংখলা দেখা দেবে। প্রধাণতঃ যদি কারো গোপন-কথা প্রকাশ করা হয় বা কারো দুর্বলতা যদি মানুষের কাছে বলে বেড়ানো হয়, এর প্রতিক্রিয়া চরম আকার ধারণ করতে পারে। ফলে শত্রুতা বৃদ্ধি পাবে বৈ-কি।

অথচ পারস্পরিক সৌহার্দ্রের দৃষ্টান্ত স্থাপন করাই হচ্ছে আল্লাহ্ তা’লার নির্দেশ। তোমাদের জীবনে ‘রুহামাউ বায়নাহুম’ (তারা পরস্পরের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত) এর দৃষ্টান্ত চোখে পড়া উচিত। দ্বিতীয়ত এই

সমস্ত গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যাবার ফলে, অর্থাৎ যাদের ব্যাপারে কথা বলা হয়েছে, তাদের এ সকল কথার কারণে আপনজনের সাথে তার সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে। গোপনীয়তা ফাঁস করলে প্রথম প্রতিক্রিয়া হিসেবে অপর পক্ষও রাগান্বিত হবে এবং ঝগড়া-বিবাদ আরম্ভ হবে। দ্বিতীয়ত যেসকল কথা বলা হয়, তার মধ্যে কতক এমন হয়ে থাকে যা পরস্পরের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে, ফলে দু'টি হৃদয়ের মাঝে মনোমালিন্য দেখা দেয়।

উদাহরণস্বরূপ একথা বলা যে, তোমার অমুক আত্মীয়, বন্ধু বা অমুক ব্যক্তি তোমার ব্যাপারে অমুক সময় এ কথা বলেছিল যা আমি জানতে পেরেছি। যদি সেই ব্যক্তি বাস্তবে কোন কথা বলেও থাকে, তাহলে শ্রবণকারী তখনই কেন তাকে বুঝায়নি। সেখানেই কেন তাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে বিষয়টির নিষ্পত্তি করেনি। যদি বুঝানোর ক্ষমতা না থাকে, তাহলে তার জন্য এই দোয়া কেন করেনি যে, আল্লাহ্ তা'লা তার সংশোধন করুন। কিন্তু এখন সেই কথা বলে একই ব্যক্তি কুৎসা করছে। কুৎসাকারী একেতো কুৎসার অপরাধে অপরাধী হচ্ছে, গোপনীয়তা রক্ষা না করার অপরাধ করছে, অন্যদিকে অশান্তি সৃষ্টির কারণ হচ্ছে। আর নৈরাজ্য সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, ফিৎনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর।

এভাবে কুৎসা রটনাকারী সমাজে অশ্লীলতা এবং নোংড়ামী ছড়ানোর কারণ হচ্ছে। কেননা সেই বিষয়, যা বলা হচ্ছে, তা যদি মন্দ ও পাপ হয়ে থাকে, তাহলে তা অনেক সময় দুর্বল-ইমানের লোক এবং যুবকদেরকে মন্দকাজে উৎসাহিত করে। বলে যে, সেও করেছিল, তাই আমরা করলে দোষ কি? অথচ আল্লাহ্ তা'লা বলেন

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

(সূরা আন্ নূর:২০)

অর্থ: যারা এই কামনা করে যে, মু'মিনদের মাঝে অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করুক, তাদের জন্য নিশ্চয় ইহ ও পরকালে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি আছে।'

এখন দেখুন! আল্লাহ্ তা'লা লজ্জা-শরম, দোষত্রুটি ঢেকে রাখা এবং বান্দাকে ক্ষমা করা পছন্দ করা সত্ত্বেও এমন লোকদের জন্য, যারা গোপনীয়তা ফাঁস করতে ভালবাসে এবং এর মাধ্যমে পৃথিবীতে অশ্লীলতা ছড়াতে চায়, যারা একটি কদর্য বিষয় প্রকাশ করে মু'মিনদের মাঝে নোংড়ামী ছড়াতে চায়, যাদের ভেতর তারাও অর্ন্তভূক্ত, যারা কথার মাধ্যমে ছড়ায় আর তারাও যারা প্রকাশ্যে এমন করে। এদের সম্পর্কে বলেছেন, তাদের জন্য ইহ ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। যখন সমাজে প্রকাশ্য-অশ্লীলতা ছড়াবে এবং এর চর্চা হবে, একে অপরের গোপনীয়তা ফাঁস করা আরম্ভ হবে, তখন আর লজ্জা-শরমের বালাই থাকবেনা।

এই সমাজে, তথা পাশ্চাত্যে প্রকাশ্যে যেসব অপকর্ম হয়, এর কারণ হলো, এদের মাঝে লজ্জা-শরম নেই। আর এখনতো টেলিভিশন ও অন্যান্য প্রচার-মাধ্যম গোটা বিশ্বকেই নির্লজ্জ বানিয়ে দিয়েছে। আবার এরই নাম রাখা হয়েছে স্বাধীনতা। যার ফলে নগ্নতা ও নির্লজ্জতা পরবর্তী-প্রজন্মের ভেতরও সঞ্চালিত হচ্ছে। পরিতাপের সাথে বলতে হচ্ছে, অনেক সময় কতক আহমদীও এতে প্রভাবিত হচ্ছে। তাই পর্দা এবং লজ্জা-সম্ভ্রমের ওপর ইসলাম যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছে। পাশাপাশি অন্যদেরও বলেছে যে, তোমরা অন্যের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াবেনা এবং তা ছড়াবেনা। যদি কারো দোষ-ত্রুটি চোখে পড়ে, এবং তা এতই নির্লজ্জ যে, প্রকাশ্যে করছে আর বারংবার করছে, তাহলে জামা'তের ব্যবস্থাপনা আছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা নেযাম আছে, অবহিত কর, তারপর চুপ করে থাক। তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করেছ।

এখন তার জন্য দোয়া কর। যদি তুমি কথা বলে বেড়াও এবং তা উপভোগ কর, তার অপরাধ ছড়ানোর কারণ হও, তাহলে ত্বাকওয়া থেকে দূরে সরে যাচ্ছ। ধরে নেয়া যাক; যদি ঘটনাক্রমে কেউ কারো কোন অপকর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত হয়, তারপর সেই ব্যক্তি যদি সেই মন্দ পরিত্যাগ করা সত্ত্বেও কোন বিরোধের কারণে সুযোগ বুঝে তা প্রচার করে, তাহলে সে কেবল কারো ব্যক্তিগত দুর্বলতা ফাঁস করার অপরাধেই অপরাধী নয় বরং আল্লাহ বলেন, তোমার কুৎসা করা কোন ব্যক্তির মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার মত বিষয়।

অতএব সমাজকে সব ধরনের অশান্তি এবং নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর লক্ষ্যে দুর্বলতা ঢেকে রাখা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু যেভাবে আমি বলেছি, যদি কোন মন্দকর্ম দেখতে পান আর সংশোধন উদ্দেশ্য হয়, তাহলে দোয়ার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করা আবশ্যক। তারপর একান্ত গোপনীয়তার সাথে সব বিষয় সামনে রেখে সংশোধনের চেষ্টা করা উক্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব। এরপর কেউ যদি মন্দ-কর্মের ব্যাপারে হঠকারীতাপূর্ণ আচরণ না করে, তাহলে কর্মকর্তাদের উচিত, যতদূর সম্ভব বিষয়টি গোপন রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করা।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, ***'কোন ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি দেখে আমাদের জামা'তের উচিত তার জন্য দোয়া করা। দোয়া না করে অধিকন্তু সে যদি তা মানুষের কাছে বলে বেড়ায় আর ক্রমাগতভাবে বলতেই থাকে, তবে সে পাপ করে। এমন কোন্ রোগ আছে যা দূরীভূত হতে পারে না? এজন্য সর্বদা দোয়ার মাধ্যমে অন্য ভাইয়ের সাহায্য করা উচিত।'***

তিনি (আ.) বলেন, ***'মহানবী (সা.)-এর কাছে পরচর্চার (গীবত) স্বরূপ জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, কারো অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে কোনরূপ সত্য কথা এভাবে বর্ণনা করা যে উপস্থিত থাকলে সে তা পছন্দ করবে না, একেই পরচর্চা (গীবত) বলা হয়। আর তুমি যা বলছো তা যদি তার ভেতর না থাকে, তাহলে এর নাম অপবাদ। খোদা তা'লা বলেন***

وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا

(সূরা আল্ হুজুরাত:১৩)

এখানে কুৎসা রটনাকে মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষনের সাথে তুলনা করা হয়েছে।' এরপর তিনি (আ.) বলেন,

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন, 'অপরের দোষ-ত্রুটি প্রচার করে বেড়ানো– এটি অহংকারের মূল এবং একটি ব্যাধি। এমন কর্মের ফলে আত্মা কলুষিত হয়, এথেকে বিরত থাকা উচিত।

'কথা হচ্ছে; এখন জামা'তের প্রারম্ভিক অবস্থা।' এটি জামা'তের প্রাথমিক যুগের কথা। এখন ১২০ বছর অতিবাহিত হয়েছে। অনেক সময় যখন নবী হতে যুগ দূরে সরে যায়, তখন সেসব ব্যাধি বারবার দেখা দেয়।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'তের সংখ্যা যত বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের মানুষ আসছে। অনেকে বদভ্যাস পুরোপুরি পরিত্যাগ করতে পারে না। অনেক পুরনো আহমদী সঠিকভাবে ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তাকওয়ার মর্ম বুঝে না, ফলে কুপ্রথা ছড়াতে থাকে। তাই এই যুগ বড়ই ভয়ঙ্কর যুগ। এখন আমাদের পুনরায় আত্ম- সংশোধনের প্রতি মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যে কথা বলেছেন, তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে সে অনুসারে আমল করার চেষ্টা করা উচিত। তিনি (আ.) বলেন, জামা'তের ভেতর কতক দুর্বলতা রয়েছে। *'যেভাবে কেউ কঠিন রোগের পর আরোগ্য লাভ করে ধীরে ধীরে কিছুটা শক্তি ফিরে পায়। অত্রএব যার ভেতর দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়, তাকে অতি গোপনে নসীহত করা উচিত।'* জামা'তের প্রতি যদি মানুষের সত্যিকার সহানুভূতি থাকে এবং সংশোধন করতে চায়, তাহলে যে ভাইকে দুর্বল দেখবে, তার দুর্বলতা প্রকাশ না করে, তার গোপনীয়তা ফাঁস না করে তার অপকর্মের কথা বলে বেড়ানোর পরিবর্তে তাকে নিরবে ও সংগোপনে নসীহত করো। সহানুভূতি ও বন্ধুত্বসূলভ ব্যবহারের মাধ্যমে তাকে বুঝাও।

'যদি না মানে, তার জন্য দোয়া করো। যদি উভয় প্রকার চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তাহলে তকদীরের লিখন মনে করো। যেখানে খোদা তা'লা কাউকে গ্রহণ করেছেন, সেখানে কারো দুর্বলতা দেখে তাৎক্ষণিকভাবে তোমাদের উত্তেজিত হওয়া উচিত নয়। সে সংশোধিতও হতে পারে।' একইভাবে পূর্বেই আমি বলেছি, জামা'তী ব্যবস্থাপনা এখন যথেষ্ট সক্রিয়, বেশি হলে সেখানে বলা যেতে পারে। তারপর একান্ত গোপনীতার সাথে, অন্যরা যাতে জানতে না পারে সেভাবে বিষয়ের সুরাহা করা জামা'তী ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব। তিনি (আ.) বলেন, *'অনেক চোর ও ব্যভিচারী একপর্যায়ে কুতুব এবং আবদাল হয়েছেন। ঝট করে কাউকে পরিত্যাগ করা আমাদের রীতি নয়। কারো সন্তান নষ্ট হলে সে তার সংশোধনের পুরো চেষ্টা করে। অনুরূপভাবে নিজের কোন ভাইকে পরিত্যাগ করা উচিত নয়, বরং তার সংশোধনের লক্ষ্যে পুরো চেষ্টা করা আবশ্যক। দোষ-ত্রুটি দেখে তা ছড়ানো এবং অন্যের কাছে বলে বেড়ানো কোনভাবেই কুরআনী শিক্ষা সম্মত নয়, বরং তিনি বলেন*

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝

(সূরা আল্ বালাদ:১৮)

অর্থাৎ তারা ধৈর্য এবং দয়ার মাধ্যমে উপদেশ দেয়। অন্যের দোষ ত্রুটি দেখে তাকে উপদেশ দেয়া এবং তার জন্য দোয়া করার নামই হচ্ছে 'মারহামাহ'। দোয়ার প্রভাব সুদূর প্রসারী। বড়ই পরিতাপ সেই ব্যক্তির জন্য! যে একজনের দোষ-ত্রুটি শতবার বর্ণনা করে ঠিকই, কিন্তু একবারও তার জন্য দোয়া করে না। প্রথমে কারো জন্য কম পক্ষে চল্লিশ দিন কেঁদে কেঁদে দোয়া করার পরই তার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা যেতে পারে।'

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, *'তোমাদের তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লায় সজ্জিত হওয়া উচিত। আমাদের কথার উদ্দেশ্য এই নয় যে, পাপের পৃষ্ঠপোষক হও, বরং তোমরা তার প্রচার ও পরচর্চা থেকে বিরত থাক।*

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, 'কোন ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি দেখে আমাদের জামা'তের উচিত তার জন্য দোয়া করা। দোয়া না করে অধিকন্তু সে যদি তা মানুষের কাছে বলে বেড়ায় আর ক্রমাগতভাবে বলতেই থাকে, তবে সে পাপ করে। এমন কোন্ রোগ আছে যা দূরীভূত হতে পারে না? এজন্য সর্বদা দোয়ার মাধ্যমে অন্য ভাইয়ের সাহায্য করা উচিত।'

আল্লাহ্‌র পবিত্র গ্রন্থে এসেছে, পাপের প্রচার এবং পরচর্চা করা পাপ। শেখ সাদী (রহ.)-এর দু'জন শিষ্য ছিল। এদের মধ্য হতে একজন তত্ত্ব এবং মা'রেফত বর্ণনা করতো (জ্ঞানী ছিল), আর অন্যজন তা দেখে হিংসায় জ্বলতো। পরিশেষে প্রথমজন শেখ সাদী (রহ.)-এর কাছে অভিযোগ করে, যখনই আমি কিছু বর্ণনা করি, অপরজন তা দেখে হিংসায় জ্বলে। শেখ উত্তরে বলেন, একজন তোমার প্রতি হিংসা করে দোযখের পথ অবলম্বন করেছে, আর তুমি করেছ তার গীবত।' তার দোষ-ত্রুটি আমাকে জানিয়ে কুৎসা করেছ, এটিও মন্দ।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, *'সারকথা হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত পরস্পরের প্রতি দয়া, দোয়া, গোপনীয়তা রক্ষা এবং সহমর্মিতা না করা হবে, ততক্ষণ এই জামা'ত চলতে পারে না।' (মলফুযাত, ৪র্থ খন্ড, পৃ:৬০-৬১– রাব্‌ওয়া থেকে প্রকাশিত, নবসংস্করণ)*

অর্থাৎ এসকল বৈশিষ্ট্য আমাদেরকে জামা'তের ভেতর সৃষ্টি করতে হবে। আর জামা'ত যতবেশি বড় হচ্ছে, ঝগড়া না ছড়িয়ে আমাদের একান্ত সচেতনতার সাথে তা করতে হবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বিভিন্ন স্থানে দোয়া এবং দুর্বলতা ঢেকে রাখার ব্যাপারে বারংবার জামা'তকে নসীহত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই শিক্ষামালার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে খোদা তা'লার সাত্তারী বৈশিষ্ট্য হতে সর্বদা অংশ লাভের তৌফিক দান করুন। আল্লাহ্ তা'লা আপন কৃপায় সকল নোংড়ামির প্রতি আমাদের হৃদয়ে ঘৃণা সৃষ্টি করে দিন। সর্বদা আমরা যেন নেকীর পানে পদচারণা করতে পারি এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের মহান উদ্দেশ্য পূর্ণকারী হই।

(সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ থেকে খুতবা না পাওয়ার ফলে নতুন খুতবা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি, তাই আমরা আন্তরিকভাবে দু:খিত)

To Watch Friday Sermon Regularly

Pleace visit: www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org
www.mta.tv

অস্ট্রেলিয়ার আমীর
মওলানা মাহমুদ আহমদ বাঙ্গালী সাহেবের ইন্তেকাল

পরম শ্রদ্ধেয় মওলানা মাহমুদ আহমদ শাহেদ, আমীর এবং মিশনারী ইন চার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত অষ্ট্রেলিয়া গত ২৩ এপ্রিল ২০১৪ সিডনী, অষ্ট্রেলিয়ায় ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ১৯৯১ সালের ১৭ই জুলাই তাঁকে অষ্ট্রেলিয়া জামা'তের আমীর এবং মিশনারী ইন চার্জ হিসেবে নিযুক্ত করেন। দীর্ঘ ২৩ বছর তিনি এই দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। ইতিপূর্বে তিনি ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার কেন্দ্রীয় সদর হিসেবে জামা'তের কাজ করেন। হযরত মির্যা নাসের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তাঁর সদর নিযুক্তি প্রসঙ্গে বলেন, ".....মাহমুদ আহমদ সাহেব বাঙ্গালী ভোটের সংখ্যায় পঞ্চম স্থানে ছিলেন। তথাপি আমি তাঁকে সদর হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছি।

তিনি অত্যন্ত আন্তরিক ব্যক্তি এবং আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এই আন্তরিকতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করুন। তিনি জামা'তের উত্তম খিদমত করেন এবং সর্বদা দোয়া প্রার্থনা করেন" (www.alislam.org মাহমুদ আহমদ সাহেবের উর্দু সাক্ষাৎকার থেকে সংগৃহীত)।

তিনি ১৯৭৩ সালে শাহেদ ডিগ্রি পাশ করেন, যদিও তিনি তার আগে থেকেই জামা'তের বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করেন। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার কেন্দ্রীয় সদর হওয়ার আগে তিনি স্থানীয় কায়েদ এবং মোহতামীম তরবিয়ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে তিনি ৪৮ বছর জামা'তের নানা পর্যায়ের কাজ কৃতিত্বের সাথে পালন করেন। ১৯৮০ সালের শুরুতে পাকিস্তানের দুর্যোগপূর্ণ সময়ে মাহমুদ আহমদ সাহেব সদর হিসেবে খোদ্দামদের উদ্বুদ্ধ করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এবং পরবর্তীতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এর দিকনির্দেশনায় তিনি পাকিস্তানের প্রতিকূল অবস্থায় খোদ্দামদের সুশৃঙ্খল এবং সুসংগঠিত রাখেন।

তিনি ১৯৮৪ সালের পরে কিছু সময় তাহরীকে জাদীদের উকিল-এ এশায়াত (অডিও-ভিডিও) হিসেবে কাজ করেন। হুযূরের শুক্রবারের খুতবা এবং অন্যান্য সংবাদ অডিও-ভিডিওর মাধ্যমে সর্বত্র প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তার এই ব্যবস্থা অত্যন্ত সফল ও সুসংগঠিত হওয়ায় সকল আহমদীর কাছে হুযূরের খুতবা পৌঁছানো সম্ভব হয়। এমটিএ শুরু হবার আগ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু ছিল।

তাঁর আমীর থাকাকালীন সময়ে খলীফাতুল মসীহ্র নির্দেশনায় অষ্ট্রেলিয়াতে ৪ টি বড় মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে শতবার্ষিকী খেলাফত হল, সিডনী, বায়তুস সালাম মসজিদ, মেলবোর্ন, বায়তুস মাসরূর, ব্রিসবেন এবং এদেলাদের মাহমুদ মসজিদ উল্লেখযোগ্য। হুযূর (আই.) গত বছর তাঁর সফরকালীন সময়ে প্রথম ৩ টি স্থাপনা উদ্বোধন করেন।

মওলানা মাহমুদ সাহেব তাঁর অসাধারণ নেতৃত্ব এবং খলীফা রাবে (রাহে.) পরামর্শে ১৯৯০ সালে অসংখ্য পাকিস্তানী আহমদী পরিবারকে অষ্ট্রেলিয়ায় পুনর্বাসন করতে সাহায্য করেন।

হুযূরের নির্দেশনায় তিনি জামা'তের শান্তিপূর্ণ শিক্ষাকে সামনে রেখে স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকার, ধর্মীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং দাতব্য সংগঠনের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্ব এর স্বীকৃতি প্রদান করেন। গত ২৩ বছরে জামা'ত বিভিন্ন মানবকল্যাণমূলক সংস্থার সাথে শক্তিশালী বন্ধন তৈরী করেছে। এর মধ্যে রেড ক্রস, সেলভেশন আরমি, ক্যানসার কাউন্সিল অষ্ট্রেলিয়া, ক্লিন আপ অষ্ট্রেলিয়া উল্লেখযোগ্য।

মওলানা মাহমুদ আহমদ জামা'তের একজন সত্যিকারের অনুগত সেবক ছিলেন। হুযূর (আই.) এর ২০০৬ এবং ২০১৩ সালের অষ্ট্রেলিয়া সফর জামা'তের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর ছিল। খলীফাতুল মসীহ্র বাণী প্রচার ও তার প্রত্যাশা অনুযায়ী জামা'তকে আলোকিত করার জন্য আমীর হিসেবে তিনি নিরলস ভাবে কাজ করে গেছেন। তাঁর সমস্ত জীবনে তিনি খেলাফতে আহমদীয়ার উত্তম সেবক হিসেবে খেদমত করে গেছেন।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও তিনজন কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। আল্লাহ্ মরহুমের রূহের মাগফিরাত করুন আর শোক সন্তপ্ত পরিবার ও জামা'তকে ধৈর্যের সঙ্গে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলা করার তৌফিক দিন।

কলমের জিহাদ

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর–৭)

কলমের জিহাদঃ
যুগ–খলীফার আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব ঃ

সঠিক নেতৃত্ব ছাড়া যুদ্ধ পরিচালনা করা অচিন্তনীয়। নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী যুক্তি–জ্ঞান এবং শান্তিপূর্ণ প্রচার–পদ্ধতির মাধ্যমে কলমের জিহাদ পরিচালনার জন্য সঠিক নেতৃত্ব আরও বেশি অপরিহার্য। বর্তমান যুগের জন্য ঐশী প্রতিশ্রুত পথ ও পন্থায় ইসলামের পূনর্জাগরণের উদ্দেশ্যে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)–আগমন করেছেন। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে যে আধ্যাত্মিক-নেতৃত্ব দানকারী খেলাফত ব্যবস্থা রয়েছে, তার মাধ্যমে কলমের জিহাদের কার্যক্রম দিনের পর দিন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়ে চলেছে। বস্তুত:পক্ষে এরূপ আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব কোন প্রকার মনুষ্য-পরিকল্পিত নেতৃত্ব নয়–এই বিষয়টি পরিস্কারভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। সুষ্ঠুভাবে ঐশী-নির্দেশিত পথ ও পন্থার মাধ্যমে ইসলামের পূর্ণ প্রচার এবং ব্যাপক অর্থে ইসলামের মহা–বিজয়ের জন্য কলমের জিহাদ পরিচালনা করা শুধুমাত্র ইসলামী খেলাফত–ব্যবস্থা সম্বলিত আধ্যাত্মিক নেতৃত্বাধীনে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। এজন্য প্রাসঙ্গিকভাবে দুটি বিষয় পর্যলোচনা করা প্রয়োজন ঃ (১) বর্তমান যুগের জন্য খেলাফত ব্যবস্থার ভিত্তি পবিত্র কুরআন এবং হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সত্যায়িত কি-না এবং (২) আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত খলীফার নেতৃত্বে ইসলামের শিক্ষা এবং প্রচার–মূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য গৃহিত পদক্ষেপ সমূহ কতখানি আশাব্যঞ্জক?

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে বর্তমান যুগের জন্য ঐশী প্রতিশ্রুত খেলাফত ব্যবস্থা এবং সেই ব্যবস্থার অধীনে সমবেতভাবে একতাবদ্ধ হয়ে প্রচারমূলক এবং সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত নীতিগত বিষয়গুলোর ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

(ক) খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য
ঐশী–প্রতিশ্রুতি ঃ

পবিত্র কুরআনের সুরা নূর ঃ৫৬ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং 'ওয়াদা' বা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে বিশ্বাসী এবং সৎ কর্মশীলদের জন্য তিনি পূর্ববর্তী উম্মতের ন্যায় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করবেন ঃ "আল্লাহ্ তা'লা বিশ্বাসী এবং সৎকর্মশীল মুসলমানদের সাথে এই ওয়াদা করেছেন, তিনি এই উম্মতে সেইভাবে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করবেন, যেভাবে তিনি পূর্বে (মুসা (আ.)–এর পরবর্তীকালে) খেলাফত কায়েম করেছিলেন। এই খেলাফতের মাধ্যমেই আল্লাহ্ তা'লা সমগ্র বিশ্বে দীন–ইসলামকে সুদৃঢ় করবেন, মুসলমানদের সর্বপ্রকার ভীতিজনক অবস্থার পরিবর্তে তাদের মধ্যে নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। যারা (ঐ খেলাফতের রজ্জুকে আকড়ে ধরে থাকবে, তাদের জন্য কোন ভয় বা ভীতির কারণ নেই, আল্লাহ্‌র এরূপ অঙ্গীকার সত্ত্বেও উক্ত খেলাফতকে যারা অমান্য করবে তারাই পথভ্রষ্ট (ফাসেক) বলে গণ্য হবে।" এই আয়াত অর্থাৎ 'আয়াতে ইস্তেখলাফ' (সুরা নূর) থেকে আর একটি বিষয় বুঝা যায় যে, পূর্ববর্তী শরীয়ত বা কিতাব–ধারী নবী হযরত মূসা (আ.)–এর ১৩০০ বছর পর হযরত ঈসা (আ.)–এর আগমন হয়েছিল। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে, ***"ইন্না আরসালনা ইলাইকুম রাসুলান শাহেদান আলাইকুম কামা আরসালনা ইলা ফেরআউনা রাসূলা"*** (সূরা মুযযামেল :১৬)। অর্থ: "নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকট প্রেরণ করেছি এক রসূল তোমাদের ওপর সাক্ষীস্বরূপ, যেভাবে ফেরাউনের নিকট প্রেরণ করেছিলাম একজন রসূল"।

অনুরূপভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.)–এর আগমনের তেরশ বছর পর ঈসা–সদৃশ এমন এক মহাপুরুষের আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, যার মাধ্যমে মুহাম্মদী শরীয়তের প্রচার ও পুন:প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি হবেন "খলীফাতুল্লাহ" এবং ইমাম মাহদী এবং মসীহ মাওউদ । হযরত হুযায়ফা (রা) বর্ণনা করেন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)–বলেছেনঃ "তোমাদের মাঝে নবুওয়াত ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন। এরপর আল্লাহতা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। এরপর নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে, এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহতা'লা চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে

নিবেন। তখন অত্যাচার ও উৎপীড়নের রাজত্ব কায়েম হবে। উহা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা উঠিয়ে নিবেন। তখন তা অহংকার ও জবরদস্তি–মূলক সাম্রাজ্যে পরিণত হবে, এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন। অতঃপর তিনি তা উঠিয়ে নিবেন। অতঃপর নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর তিনি (সা.)– নীরব হয়ে গেলেন" (মুসনাদ আহমদ, মিশকাত)।

মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর ইসলামের সুমহান শিক্ষা এবং সৌন্দর্যকে প্রচার ও প্রসার কল্পে 'খোলাফায়ে রাশেদীন' অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) , হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) গৌরবোজ্জল ভূমিকা পালন করেছেন। কালক্রমে যদিও ইসলামের সুমহান শিক্ষা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে বিস্তৃতি লাভে করতে থাকে, তবুও পার্থিব স্বার্থ–সিদ্ধির রাজনীতি, প্রাসাদ–ষড়যন্ত্র, ইত্যাদি কারণে পরবর্তী মুসলিম শাসকগণ নামের আগে খলিফা শব্দটি ব্যবহার করলেও তাঁরা খোলাফায়ে রাশেদীনের মত আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে খলিফা–পদবাচ্য ছিলেন না। বরং তাঁরা ছিলেন বংশানুক্রমে রাজা–বাদশাহ, সুলতান অথবা সামরিক–শাসক। এই ধরনের শাসকদের নামমাত্র খলীফা পদবী গ্রহণের ইতিহাস থেকে উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণীত হয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছে উমাইয়া শাসন (৬৬১–৭৫০খৃ), স্পেনে উমাইয়া শাসন (৯১৬–১০৩১খৃঃ), বাগদাদে আব্বাসীয় শাসন (৭৫০–১১৫৮খৃঃ) এবং পরিশেষে তুরস্কে উসমানিয়া শাসন (১৫১৭–১৯১৪খৃঃ)।

খেলাফতের স্থায়ী কল্যাণ প্রসঙ্গে আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা বলেছেনঃ"যেহেতু মানুষের কোন স্থায়ীত্ব নাই, তাই আল্লাহ্ তা'লা চেয়েছেন যে, মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম সত্ত্বার অধিকারী রসূলকে যিল্লী (প্রতিবিম্ব) –ভাবে কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত রাখবেন। তাই এই উদ্দেশ্যে তিনি খিলাফত সৃষ্টি করেছেন, যাতেকরে রেসালতের কল্যাণ হতে পৃথিবী যেন কখনও বঞ্চিত না হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি খেলাফতকে শুধু তিরিশ বছর পর্যন্ত মান্য করে, মূর্খতাবশতঃ সে খেলাফতের মূল-উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করে। খোদা তা'লার উদ্দেশ্য কখনও এটা ছিল না যে, রসূল করীম (সা.)–এর মৃত্যুর পর রেসালতের কল্যাণকে খলীফাদের সত্ত্বায় কেবল তিরিশ বছর পর্যন্ত বিদ্যমান রাখবেন, আর এর পর পৃথিবী যদি ধ্বংসও হয়ে যায়, তবুও কোন পরওয়া নাই" (শাহাদাতুল কুরআন)।

উল্লেখ্য যে, খেলাফতে রাশেদার পরবর্তী শাসকদের জন্য মহানবী (সা.)–উপরোক্ত হাদীসে 'খলীফা' শব্দ ব্যবহার করেন নাই। তুরস্কের উসমানীয়া শাসক দ্বিতীয় আব্দুল হামীদ ১৯০৮খৃঃ সনে সিংহাসন–চ্যুত হন এবং পরবর্তীতে ১৯২৪খৃঃ সনে তুরস্কের মোস্তফা কামাল পাশার নেতৃত্বে খেলাফত-পদ্ধতির অবলুপ্তি ঘোষণা করা হয়। সেই সময় থেকে অদ্যাবধি ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যতবারই চেষ্টা–প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে, প্রতিবারই তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ–ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনামলে 'খেলাফত আন্দোলন' পরিচালিত হয়েছে। এ ছাড়াও নানা প্রকার জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে খেলাফত প্রতিষ্ঠার অনেক আন্দোলন এখনও চলছে। পবিত্র কুরআনের নীতিগত বিষয়টি বুঝতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে তারা নিজেরা খেলাফত ব্যবস্থা তৈরি করতে চেষ্টা করছেন, যা কখনই সম্ভবপর নয়। কারণ ধর্ম কখনই মানুষের তৈরি বিষয় নয়। বাস্তবক্ষেত্রে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে ঐশী-নির্দেশ মোতাবেক আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খেলাফতের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ব্যতীত সত্যিকার অর্থে অন্য কোথাও ঐশী–প্রতিশ্রুত খেলাফতের অস্তিত্ব নেই। সুতরাং কলহ–কোন্দল এবং অপ–প্রচারের পরিবর্তে সংশ্লিষ্টদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান হলো এই যে, ইসলামের আধ্যাত্মিক মহা–বিজয়ের জন্য বিশ্বব্যাপী পবিত্র কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী মোমেন এবং সৎকর্মশীলদের নেতৃত্ব–দানকারী যুগ–খলীফা বলে দাবী করতঃ আহমদীয়া জামা'তের খেলাফতের দাবী মিথ্যা প্রমাণিত করা হচ্ছে না কেন?

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অনেকগুলো ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কাল মোতাবেক খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশ ইসলামের পুনর্জাগরণ এবং বিশ্ব–বিজয়ের জন্যে হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)–এর আবির্ভাবের যুগ বলে চিহ্নিত। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা মীর্যা গোলাম আহমদ (আ.)–ঐশী নির্দেশে দাবী করেছেন যে, আকাশ হতে কোন মসীহ্ আগমন করবেন না এবং যমীনের কোন গুহা থেকেও কোন লুক্কায়িত মাহদীর আবির্ভাব ঘটবে না, বরং তিনিই সেই প্রতিশ্রুত মাহদী ও মসীহ্, যাঁকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)–স্বয়ং সালাম পৌঁছিয়েছেন এবং তাঁকে গ্রহণ করার জন্যে বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও বয়আত নেয়ার জন্যে তাগিদ দিয়েছেন।

ঐশী-প্রতিশ্রুত খলীফার নেতৃত্বাধীনে শান্তিপূর্ণভাবে ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্যকে অ–মুসলিম জনসাধারনের (৭৭% জনসংখ্যা, যারা এখনও ইসলামের বাণী মান্য করে নাই) মধ্যে এবং শতধা–বিভক্ত খেলাফত–হীন মুসলিম জনগোষ্ঠীকে একতাবদ্ধ করার জন্য আহমদীয়া জামা'তের খেলাফতের সংগঠন এবং ক্রমবর্ধমান সাফল্য পর্যবেক্ষণ করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

(খ) আনুগত্যপূর্ণ, একতাবদ্ধ প্রচেষ্টাঃ-প্রচার তথা কলমের জিহাদের জন্য সর্বপ্রধান শর্তঃ–

আল্লাহ্ তা'লা বলেছেনঃ "তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধরো এবং তোমরা পরস্পর বিভক্ত হইও না" (আল ইমরান ঃ ১০৪)। বস্তুতঃ পক্ষে 'আল্লাহর রজ্জু' বলতে পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে সমবেতভাবে এবং দৃঢ়ভাবে পালন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে সমবেতভাবে এবং সকল মুসলমানকে এক প্লাটফর্মে একত্রিত করে এবং এই কাজ বাস্তব-ক্ষেত্রে তখনই সম্ভব, যখন মুসলমানদের মধ্যে একজন নেতা থাকেন। বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে সেই নেতাকে অবশ্যই 'খলীফাতুল মুসলেমীন' বলে দাবী করতে হবে। ঐশী নির্দেশের ভিত্তিতে যুগ-খলীফার নেতৃত্বাধীনে কলমের জিহাদ তথা ইসলাম প্রচারে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সদস্যকে 'ইতায়াত' তথা আনুগত্যের ক্ষেত্রে উৎকৃষ্টতম আদর্শ স্থাপন করতে হবে। পবিত্র কুরআনের নির্দেশ হলো : "তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের

এবং তাহাদের, দ্বারা তোমাদের মধ্যে আদেশ দেওয়ার অধিকারী" (নিসা : ৬০) এই আয়াতে 'উলীল আমর' বলতে সাধারণভাবে জাগতিক তথা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারীদেরকে বুঝায়। এতদ্বারা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের আইন-কানুনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা অবশ্য কর্তব্য। পক্ষান্তরে 'উলীল আমর' দ্বারা আধ্যাত্মিক অর্থে যুগ-ইমাম তথা খলীফাকে বুঝায় এবং ধর্মীয় বিষয়ে খলীফা থাকা যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনি তাঁর ইতায়াত বা আনুগত্য করার প্রতি এই আয়াতের নির্দেশ খুবই স্পষ্ট।

সমগ্র মুসলিম সমাজ আজ খলীফাহীন এবং আনুগত্যহীন বিশৃংখলার জটাজালে নিমজ্জিত। যুদ্ধবাজী, সন্ত্রাসী, জালাও-পোড়াও নীতি এবং আত্ম-বিধ্বংসী পথ ও পন্থার মধ্যে অনেকেই আকণ্ঠ নিমজ্জিত। প্রতিদিনের সংবাদপত্র এবং বিভিন্ন মিডিয়া দুঃখ-ভারাক্রান্ত ঘটনাবলী দ্বারা হৃদয়-বিদারক ঘটনার অধ্যায় রচনা করে চলেছে। কান্ডারীহীন নৌকা এবং চালকহীন যানবাহনের মত ভ্রাতৃঘাতী, সভ্যতা-বিবর্জিত, বিচার-বিবেকহীন কর্মকান্ড চলছে তো চলেছেই। ধর্মের নামে রক্তপাতের এই শিক্ষা পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত অথবা 'রহমাতুল্লীন আলামীন' তথা বিশ্ব-কল্যাণ-রূপী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের এক দিনের ঘটনা দ্বারা বর্তমান যুগের অস্ত্রধারী মোল্লাদের এবং জঙ্গীবাদীদের অমানবিক কর্মকান্ড কি সমর্থিত এবং অনুমোদিত?

এই বিষয়ে হাদীসের নির্দেশ খুবই স্পষ্ট এবং তাহলো এই যে, ইমাম হলো ঢাল স্বরূপ, তাঁর পশ্চাতে থেকে যুদ্ধ করা এবং তাঁর দ্বারা বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদে থাকা যায় (বুখারী ও মুসলিম)। "তোমরা আমার সুন্নতকে অনুসরন করো। তাহাদের সেই আদর্শকে দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরবে, যেভাবে কোন জিনিসকে দাঁতে কামড় দিয়ে ধরা হয়, সেইভাবে ধরে তাদের আদর্শের সহিত সংযুক্ত থাকবে" (মুসনাদ আহমদ-বিন-হাম্বল, ৪র্থ খন্ড)। "তোমরা মুসলমানদের ঐশী জামা'ত এবং তাহাদের ইমামকে আঁকড়ে ধর " (বুখারী)।

(গ) আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ও যুগ-খলীফার একক নেতৃত্ব ঃ

আহমদীদের দৃঢ়-বিশ্বাস এই যে, বিশ্ববাসীর ক্রমবর্ধমান সমস্যাবলী এবং বিশেষভাবে মুসলিম-বিশ্বের জটিল সংকটাবলী থেকে উদ্ধারের জন্য খেলাফত ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ব্যতীত সত্যিকার অর্থে দ্বিতীয় কোন পথ ও পন্থা নেই। আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেনঃ "আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা হলো, তিনি মানব জাতির সকলকে একত্র করবেন এবং এক জান, এক প্রাণের মত বানিয়ে দিবেন। এর নাম একক মানব-সংগঠন, আর তা হলো, তসবীহ দানার মত সেই একক মানব-সংগঠন যার দ্বারা একটি সুতার মধ্যে সকলকে জুড়ে দেয়া হবে।"(মালফুযাত, সপ্তম খন্ড)

পবিত্র কুরআনের সূরা নূরের আয়াতে ইস্তেখলাফ অর্থাৎ খেলাফত-সংক্রান্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-লিখেছেনঃ "রাসূলের আনুগত্য, যার কথা এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, তা খলীফার আনুগত্য ছাড়া সম্ভব হয় না। কারণ রাসূলের আনুগত্যের আসল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে সকলকে এক কেন্দ্রবিন্দুতে একত্র করা, একতার বন্ধনে একত্র করা। সাহাবায়ে কেরামও নামায পড়তেন, মসলমানেরাও নামায পড়ে। সাহাবারা (রা.)-হজ্জ করতেন, মুসলমানরাও হজ্জ করে। তাহলে সাহাবা (রা.)- এবং আজকের মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য কি? একটাই পার্থক্য এবং তা এই যে, সাহাবায়ে কেরামের মাঝে নেযামের আনুগত্যের রূহ [উদ্দীপনা, উৎসাহ] পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করেছিল। আঁ-হযরত (সা.)-যখনই কোন আদেশ দিতেন, সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-সাথে সাথে সেই আদেশ মোতাবেক আমল (কর্ম) করতে দাঁড়িয়ে যেতেন। কিন্তু আজকাল আনুগত্যের সেই রূপ মুসলমানদের মধ্যে নাই। ---কারণ আনুগত্যের প্রবৃত্তি নেযাম ব্যতিরেকে সৃষ্টি হয় না। সুতরাং যেখানে খেলাফত থাকবে, সেখানে রাসূলের আনুগত্য থাকবে"। (তফসীরে কবীর ঃ সুরা নূর, পৃঃ ৩৬৯)

খেলাফতের অপরিসীম কল্যাণ সম্পর্কে তিনি লিখেছেনঃ "খলীফাগণ নবীর রূহানী-ক্ষমতাকে (কুওয়াতে কুদসীয়া), যা তাঁর জামা'তের মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকে, বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করেন এবং সুপরিকল্পিতভাবে এটাকে ব্যবহার করেন। ফলে জামা'তের ক্ষমতার অপচয় হয় না, বিশৃঙ্খলভাবে তা বিনষ্ট হয় না এবং এভাবে অল্প শক্তি ব্যয় করে অনেক কাজ সম্পন্ন করা যায়। কারণ শক্তির কোন অংশই নষ্ট হয় না। যদি খেলাফত না থাকতো, অনেক কাজে অতিরিক্ত শক্তি ও সামর্থ খরচ হয়ে যেত এবং অনেক কাজের প্রতি পুরোপুরি নজরদারী থাকত না। বিশৃঙ্খলা ও বিভেদের কারণে কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বা সুব্যবস্থার অভাবে (নেযামের অভাবে) জামা'তের অর্থ-সম্পদ এবং জামা'তের জান এবং সময়ের সদ্ব্যব্যবহার হতো না। মোট কথা, ঐশী নূর যা নবুওয়াতের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে, সেই নূরকে খেলাফতের মাধ্যমে দীর্ঘায়িত ও প্রসারিত করে দেয়া হয়।" (তফসীর কবির , ৬ষ্ঠ খন্ড, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৩২০)

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)- বলেছেনঃ " একথা কারও নিকট অবিদিত নেই যে একতা এমন এক শক্তি যে, যে সকল বিপদ কিছুতেই দুর হয় না এবং যে সমস্ত সমস্যা অন্য কোন উপায়েই সমাধান হয় না, একতা দ্বারা তদের সমাধান সহজেই হয়ে থাকে। অতএব একতার কল্যাণ হতে নিজেকে বঞ্চিত রাখা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়" (পয়গামে সুলেহ)।

(ঘ) খেলাফত ও রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থাঃ

আহমদীয়া জামা'ত কোন প্রকার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয়। হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.)-বলেছেনঃ "হামকো কেয়া মুলকোঁ ছে-হামারা মূলক হ্যায় সব জুদা। হামকো কেয়া তাজোঁছে-হামারা তাজ হ্যায় রিজওয়ানে ইয়ার। অর্থঃ রাজ্য দিয়ে আমরা কি করবো- আমাদের রাজত্ব অন্যদের চাইতে সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার। আমাদের রাজ-মুকুটের কি দরকার-আমাদের মুকুটতো হচ্ছে আমাদের পরম বন্ধুর (আল্লাহর) সন্তুষ্টি।"(দুররে সমীন)।

ইসলামে একাধিক খিলাফত ব্যবস্থা থাকতে পারে কি-না?

এমন প্রশ্নের উত্তরে আহমদীয়া জামা'তের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেনঃ "ইসলাম ধর্মে প্রত্যেক ফির্কার জন্য আলাদা-আলাদা খলীফা থাকতে পারে না। মুসলমানগণ যদি নিজেদের উন্নতি চান, তবে তাদেরকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে একক-নেতৃত্বের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। যেমনটি তিনি (সা.)-বলেছিলেন, 'প্রতিশ্রুত মসীহর

জামা'তের মধ্যে খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, আপনি অন্য আর কোন মুসলমান সম্প্রদায়কে এমনভাবে একতাবদ্ধ দেখতে পাবেন না, যেরূপে আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ। আহমদীরা বিশ্বের যে দেশেই বসবাস করুন না কেন, আমাদের সদস্যদের আচার-আচরণ এক এবং তাদের বিশ্বাস অভিন্ন।"

খিলাফত ও গণতন্ত্র সঙ্গতিপূর্ণ কি-না?

এমন প্রশ্নের জবাবে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেনঃ "খিলাফতের সঙ্গে রাষ্ট্রের অথবা রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। আহমদীয়াত যখন সর্বত্র বিস্তার লাভ করবে, তখনও সরকারী কর্মকান্ডে খিলাফতের কোন ভূমিকা থাকবে না, আর খিলাফত রাষ্ট্রীয় কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। আমাদের কোন রাজনৈতিক আকাঙ্খা বা উচ্চাভিলাষ নেই। আমরা ধর্মীয় এবং রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলী সম্পূর্ণরূপে পৃথক বলে বিশ্বাস করি।" [২৮/০৯/১৩ইং তারিখে সিংগাপুরে প্রদত্ত বক্তৃতা, মূল ইংরেজী alislam.org দ্রষ্টব্য]

(ঙ) যুগ-খলীফার নেতৃত্বে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সাংগঠনিক রূপরেখাঃ

নিম্নোক্ত বিষয়গুলো থেকে ইসলামের তালীম-তরবীয়াত এবং তবলীগ সংক্রান্ত বর্তমানে আহমদীয়া খেলাফতের ব্যবস্থাধীন সুবিশাল পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন-প্রক্রিয়া সম্পর্কে এক-নজরে একটা ধারণা লাভ করা যাবে (বিস্তারিত জানার জন্য পৃথিবীর দুই শতাধিক দেশে প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া জামা'তের প্রচার -কেন্দ্রসমূহ এবং উপরিল্লিখিত ওয়েবসাইট দ্রষ্টব্য)। সত্যিকার জিহাদ তথা আধ্যাত্মিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা বাস্তবায়নের জন্যই পৃথিবীব্যাপী সক্রিয় রয়েছে এই সকল সাংগঠনিক তৎপরতা।

১) দুই শতাধিক দেশে প্রচার-কেন্দ্রঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পরিচালনাধীন ঐশী-সাহায্য এবং সমর্থনের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী আধ্যাত্মিক আন্দোলন হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে সাফল্যের পর সাফল্য অর্জন করে চলেছে। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে ইতোমধ্যে ২০৪টি দেশে এই আন্দোলনের কাজ চলছে এবং যে-বীজ বপিত হয়েছে, তা ঐশী-প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আগামী বছরগুলোতে বিশ্বব্যাপী পরিব্যাপ্ত হবে এবং ফুলেফলে সুশোভিত হবে। (সুরা নহল ঃ১২৬,সুরা সাফ ঃ১০,সূরা ফতেহ: ৩০)।

২) পবিত্র কুরআন ও হাদীসের-প্রচারণাঃ

বর্তমানে পৃথিবীর সকল প্রসিদ্ধ ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ এবং তফসীর প্রকাশ ও প্রচারনার কাজ চলছে এর সুদুর-প্রসারী পরিকল্পনার বাস্তবায়নের মাধ্যমে (সুরা ফুরকানঃ ৫৩)।

৩) মসজিদ ও প্রচার-কেন্দ্র স্থাপনঃ

বিশ্বব্যাপী মসজিদ ও প্রচার-কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলছে। বিশেষতঃ এ ব্যাপারে পাশ্চাত্যের দিকে অধিকতর দৃষ্টি প্রদান করা হচ্ছে। কারণ, শেষ-যুগে "পশ্চিম হতে ইসলামের সূর্য উদিত হবে" বলে হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে (মুসলিম শরীফ)।

৪) আফ্রিকা ও অন্যান্য স্থানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানঃ

আফ্রিকা এবং অন্যান্য অঞ্চলে স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, ক্লিনিক স্থাপন করা হচ্ছে।

৫) বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকাঃ

'সুলতানুল কলম' হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-যে সকল বই-পুস্তক (৯১ খানা) লিখেছেন, সেগুলো পুনঃপ্রকাশ, অনুবাদ ও প্রচারনা সহ অন্যান্য পুস্তক, পত্র-পত্রিকা প্রকাশনার কাজ চলছে। যুগ-খলীফার খুতবা এবং লেকচার, সাক্ষাৎকার, ইত্যাদি নানাভাবে প্রচার করা হচ্ছে। বিভিন্ন ভাষায় অনেকগুলি পত্রিকা বিভিন্ন দেশ হতে প্রকাশিত হচ্ছে।

৬) টি-ভি এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যমঃ

আধুনিক প্রচার-মাধ্যম, কম্পিউটার-প্রযুক্তি, রেডিও, টিভি, কয়েকটি ভাষায় সার্বক্ষণিক মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া (MTA), ভিডিও ক্যাসেট, ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচার-কার্য দ্রুত সফলতা অর্জন করছে।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেছেনঃ "বস্তুতঃ বর্তমান যুগই সত্যের পূর্ণ প্রচারের যুগ। এর একটি লক্ষণ এই যে, এই যুগে প্রচারের জন্য আবশ্যকীয় যাবতীয় সরঞ্জাম পূর্ণতর হয়েছে। ছাপাখানা, ডাক ও টেলিগ্রামের ব্যবস্থা, রেলগাড়ী, জাহাজ এবং সংবাদপত্র সহ অন্যান্য প্রচার মাধ্যম সমস্ত পৃথিবীকে একটি শহরের মত করে দিয়েছে। এই সমুদয়ের উন্নতিতে বস্তুতঃ আঁ-হযরত (সা.)-এর প্রতিষ্ঠিত ধর্মের ব্যাপক প্রচার সম্ভব হয়েছে"(তবলীগে হক-আহ্বান)।

৭) প্রচারক, শিক্ষক এবং জীবন-উৎসর্গকারী স্কীম সমূহঃ

প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত 'মোবাল্লেগ' (প্রচারক) এবং 'মোয়াল্লেম' (শিক্ষক) হিসেবে শত শত যুবক জীবন উৎসর্গ করে চলেছেন এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খলীফার তত্ত্বাবধানে প্রচারকার্য করে যাচ্ছেন। 'ওয়াকফে নও' স্কীমের মাধ্যমে আগামী শতাব্দীতে প্রচারক, তথা-মুবাল্লিগগণের চাহিদা পূরণের জন্য যুগ-খলীফা যে ঘোষণা দান করেছেন, তাতে হাজার হাজার পিতামাতা তাদের নবজাত শিশুদেরকে ইসলামের খেদমতের জন্য উৎসর্গ করেছেন (আলে ইমরানঃ ১০৫,১১১)। প্রত্যেক আহমদী-সদস্য উত্তম-আখলাক, উত্তম-ব্যবহার এবং হৃদ্যতার সংগে 'দায়ী ইলাল্লাহ' (আল্লাহ্‌র-দিকে-আহ্বানকারী) হিসেবে ইসলামের প্রচার-কার্যে অংশগ্রহণ করেন (হামীম আস সাজদা ঃ ৩৪)। আহমদীগণ খলীফার হস্তে বয়আতের মাধ্যমে এই মর্মে বিশেষভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ যে, 'তাঁরা ধর্মকে যাবতীয় পার্থিব-বিষয়ের উপর প্রাধান্য দান করবে'।

৮) সম্মেলন, জলসা, ইজতেমা, পরামর্শ-সভাঃ

কেন্দ্রীয়, জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে সম্মেলন , পরামর্শ-সভা, জলসা, ইজতেমা, ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচার ও প্রশিক্ষণ-কর্মসূচী গতিময়তা লাভ করে চলেছে। প্রত্যেকটি পর্যায়ে এই সকল কার্যক্রম বছরের পর বছর অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। (ফুরকান ঃ৫৩, সাফঃ১০)।

৯) অভ্যন্তরীণ শিক্ষামূলক সংগঠণঃ

আহমদীয়া জামা'তের সদস্যদের উপযুক্ত তালীম ও তরবীয়তের জন্য বিশ্বব্যাপী, জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে। অভ্যন্তরীণ সংগঠণ রয়েছে-যুবকদের জন্য মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং কিশোরদের জন্য আতফালুল আহমদীয়া, বয়স্কদের জন্য রয়েছে মজলিসে আনসারুল্লাহ এবং মহিলা ও কিশোরীদের জন্য রয়েছে লাজনা ইমাউল্লাহ এবং নাসেরাতুল আহমদীয়া।(তাহরীমঃ ৭, সাফঃ১৫)।

(১০) কার্যনির্বাহী সংসদঃ

কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রধান কার্যনির্বাহীর (ওকীলে

আলা) দপ্তর এবং প্রত্যেক দেশীয় ও স্থানীয় জামা'ত ও মজলিস সমূহের নিজ নিজ নির্বাচিত কার্যনির্বাহী সংসদ রয়েছে এবং কার্য সম্পর্কিত রিপোর্ট–পদ্ধতি এবং মূল্যায়নের ব্যবস্থা রয়েছে। কেন্দ্রীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে পরামর্শ গ্রহণের (শূরা) পদ্ধতি রয়েছে। (সুরা আশ শুরা ঃ৩৯, আলে–ইমরানঃ১৬০)।

১১) খলীফার নির্বাচনের জন্য–মজলিসে ইন্তেখাব ঃ

খলীফা নির্বাচনের জন্য "মজলিসে ইন্তেখাব" রয়েছে। উল্লেখ্য যে, খলীফা 'যীল'বা প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকেন। তাঁকে কোন কারণে অপসারণ করা যায় না। মোটকথা, ইসলামী খেলাফত–ভিত্তিক একটি সুবিন্যস্ত সাংগঠনিক কাঠামো সুবিশাল কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে সাফল্যের দিকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে।

১২) আর্থিক ব্যবস্থাপনা (বায়তুল মাল)ঃ

বিশ্বব্যাপী ইসলামের শিক্ষা ও প্রচার–ব্যবস্থা, পরিকল্পনা এবং সাধারণভাবে দরিদ্র মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরনের জন্যে অর্থের প্রয়োজন। ইসলামের শিক্ষানুযায়ী সদস্যদের চাঁদা এবং উইলকৃত (ওসিয়্যত) সম্পত্তি ও আয় থেকে প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা এবং বিধিবদ্ধ যাকাত হতে সংগৃহীত অর্থ দ্বারা "নেযামে বায়তুল মাল" গঠন করা হয়েছে। বিশেষতঃ বর্তমান অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধানের জন্যে পরিচালিত যাকাত ও ওসিয়্যত ব্যবস্থা পৃথিবীতে নতুন বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল–সুত্র রূপে দিক–নির্দেশনা এবং বিশ্বব্যাপী বিরাজিত আর্থিক ও নৈতিক সমস্যাবলীর যুগপৎ সমাধান দান করবে। (সুরা নূরঃ ৫৬, আলে–ইমরানঃ ১০৪,১১১,তা–হাঃ ১১৯-১২০)।

১৩) কতকগুলো বিশেষ স্কীম/প্রকল্পঃ

* তাহরীকে জাদীদ–বহিঃর্বিশ্বে ইসলাম প্রচারের জন্য বিশেষভাবে পরিচালিত স্কীম।

* ওয়াকফে জাদীদ স্কীম–অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ এবং তরবীয়তী কার্যক্রম।

* ওয়াকফে নও স্কীম–ধর্মের সেবার জন্য জীবন–উৎসর্গকারী নবজাতক সন্তানদের স্কীম।

* 'Humanity First'- মানবতার সেবা–মূলক প্রকল্প।

* 'নুসরত জাঁহা স্কীম, হযরত বেলাল স্কীম ,মরিয়ম শাদী ফান্ড, ইত্যাদি মানবতার কল্যাণে উন্নয়নমূলক–প্রকল্প ।

* বিশেষ প্রকল্প ছাড়াও স্থানীয়ভাবে শাখা–সংগঠন ও মজলিস সমুহ সদা–সর্বদা মানবতার সেবায় সচেষ্ট রয়েছে ।

* ইলামের প্রকৃত –শিক্ষার প্রচার এবং অনুশীলন এবং মানবতার কল্যাণে পৃথিবীর কোণে কোণে বসবাসকারী আহমদীগণ প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ, যেভাবে বয়াত গ্রহনের দশটি শর্তের অন্যতম শর্তে বলা হয়েছে ঃ প্রত্যেক বয়আয়াতকারী আল্লাহ্ তালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে এবং খোদার দেয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে ।"

* আহমদীরা পৃথিবীর কোণে কোণে "Love For All, Hatred For None – অর্থাৎ সকলের জন্য ভালোবাসা ,কারো প্রতি ঘৃনা নয়"-এই নীতি অবলম্বন করছে এবং প্রচার করছে । ফলতঃ সমাজের যে যে জায়গায় আহমদীরা বসবাস করছে , সেখানে তারা মানুষের হৃদয় জয়ের চেষ্টা করছে। এইরূপ চেষ্টা–প্রচেষ্টার অপর নামই হলো প্রকৃত জিহাদ।

১৪) যুগ–খলীফার নেতৃত্বাধীনে অনেকগুলো ডিপার্টমেন্ট (নাযারত) রয়েছেঃ

* ওকালাত তবশীর (বহিঃর্বিশ্বে ইসলাম –প্রচার)।

* বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য–পৃথক পৃথক বিভাগ

* ওকালাত মাল (অর্থ বিষয়ক),

* জামা'তের অংগ–সংগঠণ সমূহ

* ওকালত তালীম (শিক্ষা),

* দেশীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে জামা'তী সংগঠন এবং কার্য–নির্বাহী পরিষদ

* জামেয়া আহমদীয়া (উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)

* দেশীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে অংগ–সংগঠন সমূহের কার্য–নির্বাহী পরিষদ

* মাদ্রাসাতুল হিফয (পবিত্র কুরআনের হিফয)

* অন্যান্য নাযারত, 'কাযা' বোর্ড, ইত্যাদি

* ওসিয়ত বিভাগ

* নিরীক্ষা (অডিট মুহাসিবা কমিটি)

* ওকালাত তসনীফ (প্রকাশনা)

* ভারত ও পাকিস্তানের জামা'তের জন্য নিজ নিজ দেশের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সদর আনজুমানে আহমদীয়া কতৃক নিয়ন্ত্রিত

* 'আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ' সরাসরি যুগ–খলীফার নির্দেশনা ও অনুমোদন অনুযায়ী পরিচালিত

(চ) ইসলামের মহা–বিজয়ের জন্য আশার আলো ঃ

পবিত্র কুরআনের সূরা সাফঃ ১০ ও সূরা ফাতেহঃ৩০ আয়াতে ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। বর্তমান যুগের জন্য সকল ধর্মের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)– এর একনিষ্ঠ অনুসারী হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.)। আজকের জটিল বিশ্ব–পরিস্থিতির সুষ্ঠু সমাধান সত্যিকারভাবে ইসলামের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। সেই সমাধানকে বাস্তব ক্ষেত্রে কার্যকর করতে হলে সর্বাগ্রে সুরা জুমুআ এবং সুরা নূরের বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া অত্যাবশ্যক। সুরা জুমুয়া ঃ৪ আয়াত অনুযায়ী রূপকভাবে মহানবী মুহাম্মদ (সা.)–এর দ্বিতীয় আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। হযরত ইমাম মাহদী (আ.)–এর মাধ্যমে এবং সুরা নূর ঃ৫৬ এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমান যুগে আল্লাহ্ তা'লার ফজলে আহমদীয়া জামা'ত এমন একটি রুহানী–প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুসংগঠিত হয়েছে, যা সাফল্যজনক ভাবে কাজ করে চলেছে এবং ইতিমধ্যে পৃথিবীর দুই শতাধিক দেশে প্রচার কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

বিশ্বব্যাপি ইসলামের বিজয় কোন কিচ্ছা–কাহিনীর মতো বিষয় নয়। ফুৎকার বা বিরাট তরবারী দ্বারা কখনই সেই বিজয় হবেনা। সত্যের প্রচার অতীতে কখনোই এভাবে হয় নাই। বর্তমান যুগে ইমাম মাহদী (আ.)–এবং তাঁর খলিফাগণের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতেই সেই বিজয় হবে।

হাদীসে ইসলামের মহা–বিজয়–সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ "প্রতিশ্রুত মসীহের যুগে ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্ম সমুহকে আল্লাহতালা ধ্বংস করে দিবেন এবং পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হবে-----।"(আবু দাউদ)।

"এই হাদীসের আর একটি কথা এই যে, তাঁহার জামানায় "আল্লাহ্ তা'লা ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মগুলিকে ধ্বংস করিয়া দিবেন।" এই কথার অর্থ বিরুদ্ধবাদী মৌলানা সাহেব মনে করিয়াছেন যে, আঁ–হযরত (সা.)–এর ব্যক্তিগত জীবনেই যাবতীয় ধর্ম ধ্বংস হইয়া যাইবে। কিন্তু এই রকম মনে করা বিরুদ্ধবাদী মৌলানা সাহেবের অজ্ঞতার পরিচায়ক। আল্লাহ্ তা'লা আঁ–হযরত (সা.)–কে তো এইজন্য পাঠাইয়াছিলেন যে, আঁ–হযরত (সা.)–দ্বারা যেন অন্যান্য যাবতীয় ধর্মের উপর ইসলাম প্রবল হয়। পবিত্র কুরআনের ঘোষণাঃ "তিনি সেই আল্লাহ যিনি তাঁহার রসুলকে হেদায়ত ও সত্য ধর্ম দিয়া পাঠাইয়াছেন, সমস্ত ধর্মের উপর ইহাকে প্রবল করিবার জন্য" (সূরা সাফ ঃ১০)। কিন্তু আঁ–হযরত (সা.)–এর ব্যক্তিগত জীবনে তো সমস্ত ধর্মের সহিত ইসলামের মোকাবেলাই হয় নাই। বরং আঁ–হযরতের জামানা বলিতে কেয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত জামানারই অন্তর্গত, এবং হযরত মসিহে মাওউদ (আ.)–এর জামানাও হযরত রসূল করীম (সা.)–এর জামানারই একটা বিশিষ্ট অংশ।

অতএব যেমন আঁ–হযরত (সা.)–এর সমস্ত ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মকে জয়ী করার কাজ তাঁহার সমস্ত জামানা কেয়ামত পর্যন্ত ব্যাপিয়া হইবে, এই রকম তাঁহার প্রতিশ্রুত খলিফা হযরত মসিহে মাওউদ (আ.)–এর কাজও যাহা প্রকৃতপক্ষে মোহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)–এরই কাজ–মসিহে মাওউদ (আ.)–এর সমস্ত জামানা অর্থাৎ মসিহে মাওউদের আবির্ভাবের পর কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের ভিতর হইবে।" [আল্লামা জিল্লুর রহমান প্রণীত হাদীসুল মাহদী, পৃঃ ১১০–১১১] সুরা সাফের উপরোক্ত আয়াতের তফসীরকারী বিখ্যাত আলেমগণ লিখেছেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)–এর যুগে সেই বিজয় হবে (ইবনে জরীর এবং তফসীর কবীর দ্রষ্টব্য)।

মহানবী মুহাম্মদ (সা.) বলেছেনঃ "ইমাম মাহদী প্রকাশিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া মাত্রই তাঁর বয়আত করিও, যদি বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়েও যেতে হয়। নিশ্চয় তিনি আল্লাহর খলীফা ইমাম মাহদী" (ইবনে মাজা)। "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাঁকে (ইমাম মাহদীকে) পাবে, সে যেন তাঁর উপর ঈমান আনে এবং তাঁকে আমার সালাম পৌঁছিয়ে দেয়" (কনজুল উম্মাল)। "যে ব্যক্তি যুগ–ইমামের হাতে বয়আত না করে ইহ–জগৎ ত্যাগ করেছে, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করেছে।" (মুসলিম,মসনদ আহমদ বিন হাম্বল)।

হযরত রসূল আকরাম (সা.)–এর নির্দেশাবলীর আলোকে আহমদী মুসলমানগণ হযরত ইমাম মাহদী (আ.)–কে মেনেছে এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া জামা'তের মাধ্যমে ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেছে।

আহমদীয়া জামা'তের উন্নতি সম্পর্কে আল্লাহতা'লা হযরত মির্যা সাহেবকে (আ.)–সম্বোধন করে বলেনঃ

"আমি তোমাকে ইসলামের এক বিরাট জামা'ত দান করব" (বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থের ৪র্থ খন্ডে ৫৫৬ পৃষ্ঠা এবং তাযকেরা গ্রন্থের ১০৭ পৃষ্ঠা)। তিনি বলেছেনঃ "ইসলামের সেই সজীবতা ও উজ্জলতার দিন পুনরায় আসবে যা পূর্বে ছিল এবং সেই সূর্য পুনরায় স্বীয় গৌরব সহকারে উদিত হবে, যেমন পূর্বে উদিত হয়েছিল।"(ফতেহ ইসলাম)। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে জানিয়েছেনঃ "আমি তোমার প্রচারকে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবো।"

তিনি ঘোষণা করেছেনঃ

"আমি নিশ্চিত বলছি, ইসলামের বিজয় অবশ্যই হবে এবং সেগুলোর চিহ্ন প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে। হাঁ, এটি সত্য কথা যে এ বিজয়ের জন্য কোন তরবারি বা বন্দুকের প্রয়োজন নেই। খোদা তা'লাও আমাকে হাতিয়ার দিয়ে পাঠান নি। এ সময় যে-ব্যক্তি এমন ধারণা করবে, সে ইসলামের বোকা-বন্ধু। ধর্মের উদ্দেশ্য– হৃদয়গুলোকে জয় করা হয়ে থাকে, এ উদ্দেশ্য তরবারি দ্বারা লাভ করা সম্ভব নয়। আমি অনেক বার বলে এসেছি, আঁ–হযরত (সা.)–এর তরবারি ধারণ করা কেবল স্বীয় হেফাযত এবং আত্মরক্ষার জন্য ছিল। সেটি ঐ সময় ছিল, যখন বিরুদ্ধবাদী এবং অস্বীকারকারীদের নির্যাতন সীমা অতিক্রম করেছিল এবং অসহায় মুসলমানদের রক্তে জমিন লাল হয়ে গিয়েছিল। বস্তুতঃ আমার আগমনের উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামকে বিজয়ী করা।" (লেকচার লুধিয়ানা)।

[চলবে]

প্রকাশিত হয়েছে

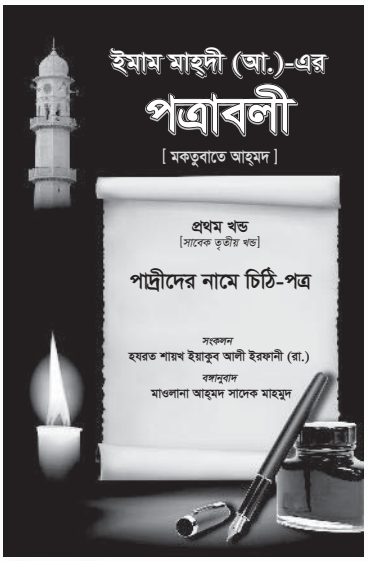

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বিভিন্ন স্তরের লোকদের কাছে যেসব পত্রাবলী প্রেরণ করেছেন তার প্রথম খন্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় ও দ্বিতীয় খন্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় বাংলা অনুবাদ **"ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর পত্রাবলী"** নামে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

বঙ্গানুবাদ করেছেন **মাওলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ**।

বই তিনটির মূল্য একত্রে ১৭৫/- (একশত পচাত্তর টাকা)।

বই তিনটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

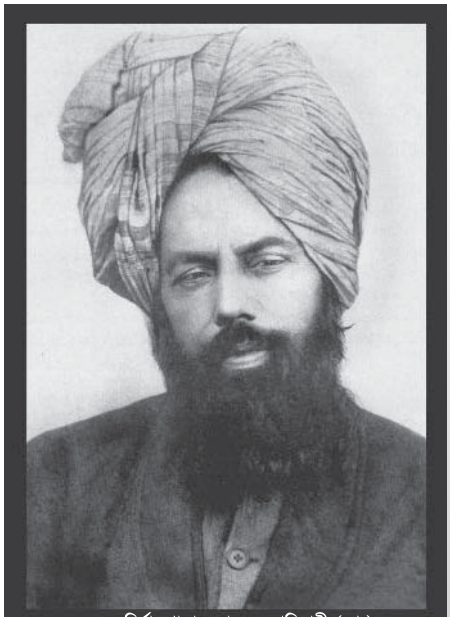

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের কিছু ঘটনা

মওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান

২১ এ এপ্রিল ১৮৯৯ ঈদুল আযহার দিন হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, মানুষ যে পুণ্যবান, তার প্রথম প্রমাণ হলো সে তার মা-কে সম্মান করে। ওয়ায়েস কুরনীর জন্য অনেক সময় হুযূর (সা.) ইয়েমেনের দিকে মুখ করে বলতেন, ইয়েমিনের দিক থেকে আমি খোদা তা'লার সুগন্ধ পাই। তিনি (সা.) আরো বলতেন, তিনি মায়ের আনুগত্যে অনেক ব্যস্ত থাকেন, তাই আমার কাছেও আসার সময় পান না।

কথা হল এই যে, নবী (সা.) উপস্থিত আছেন অথচ সাক্ষাতের জন্য সে আসতে পারছে না, কেবল মাত্র মায়ের সেবা করা এবং মায়ের আনুগত্য করার জন্য ব্যস্ত থাকার ফলে। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি, রসুলে খোদা কেবল দুই ব্যক্তিকে আস্‌সালামু আলাইকুম বলতে ওসিয়্যত করেছেন, এক ওয়ায়েস কুরনী এবং দুই মসীহ (আ.)-কে। এটি অদ্ভুত ব্যপার যে অন্যরা এ বিশেষত্ব লাভ করে নি।

আমাদের শিক্ষা কী? কেবল আল্লাহ্ ও তার রসূলের পবিত্র কথা মানুষকে বলে দেয়া। যদি কেউ আমার সাথে সম্পর্ক প্রকাশ করে তা না মানতে চায়, তবে সে আমার জামা'তে কেন প্রবেশ করেছে?

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) নিজ জীবনের প্রারম্ভে কয়েক বছর পিতার সেবা করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। হুযূর (আ.) যদিও জাগতিক কোন কাজে মন দিতে পারতেন না, কিন্তু কেবল মাত্র নেকীর আশায় হুজুর নিজ পিতার ইচ্ছা অনুযায়ী পূর্ণ মনোযোগ সহকারে কাজ করেছেন, যা তাঁর প্রতি অর্পন করা হয়েছিল।

হুযূর (আ.) তাঁর কিতাবুল বারিয়্যাতে এভাবে লিখেছেন, আমার পিতা সাহেব নিজ পিতৃপুরুষের গ্রামকে পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্যে বৃটিশ আদালতে মোকদ্দমা করেছিলেন। তিনি আমাকেও সেই মোকদ্দমায় নিযুক্ত করেন, আর আমি এক দীর্ঘ সময় ধরে এ কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

আমার আফসোস হয় যে, দীর্ঘ এ সময় এ বিবাদে অযথা নষ্ট হলো। আমার পিতা জমিদারি কাজে আমাকে লাগিয়ে দিয়েছেন। আমি এমন স্বভাবের মানুষ ছিলাম না । কিন্তু নেক নিয়্যতে, না কোন জাগতিক উদ্দেশ্যে বরং এতায়াতের ফলে নেকী লাভের উদ্দেশ্যে আমি পিতার কাছে আমার সত্ত্বা দিয়ে দিয়েছিলাম এবং এ জন্য দোয়ায় ব্যস্ত থাকতাম। এবং তিনি মন থেকে আমাকে (বাররাম বে ওয়ালেদাইন) পিতা-মাতার আনুগত্যকারী জানতেন।

শিশুদের সাথে বিনম্র আচরন ও ভালবাসাঃ

হযরত মৌলভী আব্দুল করিম সাহেব (রা.) লিখেন, মিঞা মাহমুদ (হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী) চার বছর বয়সে উপনিত ছিলেন। হুযূর (আ.) সাধারনত বাড়ীর অভ্যন্তরে বসে লেখালেখি করতেন। মিঞা মাহমুদ দিয়াশলাই নিয়ে সেখানে আসলেন এবং তাঁর সাথে অন্যান্য শিশুরাও ছিল। প্রথমে তাঁরা পরস্পর খেলাধুলা, ঝগড়া-ঝাটি করছিলেন। এর পর মনে যে কী ভাবনার উদয় হলো, হুযূরের লিখা পান্ডুলিপিতে আগুন লাগিয়ে দিলেন আর আনন্দে আত্মহারা হয়ে হাত তালি দিতে লাগলেন। হুযূর (আ.) লেখালেখিতে ব্যস্ত ছিলেন। মাথা উঁচু করে দেখেনও নি যে কি হচ্ছে। ইতিমধ্যে আগুন নিভে গেল এবং গুরুত্বপূর্ণ পান্ডুলিপি পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আর বাচ্চারা অন্য কোন কাজে ব্যস্ত হয়ে গেল। পূর্বাপর ইবারাত মিলানোর উদ্দেশ্যে হুযূরের পূর্ববর্তী কাগজ দেখার আবশ্যকীয়তা হয়। কাউকে জিজ্ঞেস করলে সে চুপ করে থাকলো, আরেকজনকে জিজ্ঞেস করলে সেও চুপ, অবশেষে এক বাচ্চা বলে দিল যে, মিঞা সাহেব কাগজ পুড়িয়ে দিয়েছে। মহিলারা, বাচ্চারা এবং ঘরের অন্যান্য সকলে অবাক এবং আঙুল কামড়াতে লাগলো যে এখন কী হবে এবং প্রকৃত পক্ষে সাধারন ভাবে অবস্থা খারাপ হবার আশংকা করলো আর তেমনটিই হবার ছিল। কিন্তু হুযূর মুচকি হেঁসে বললেন, ভাল হয়েছে, এর মাঝে খোদা তালা নিশ্চয় কোন কল্যাণ রেখেছেন। আর খোদা তা'লা চাচ্ছেন যে, তিনি আমাকে এর চেয়ে ভাল কোন বিষয় শিখাবেন। (সিরাতে মসীহে মাওউদ আয হযরত শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব)

হযরত মাওলানা আব্দুল করিম সাহেব থেকে রেওয়ায়েত আছে, তিনি (আ.) শিশুদের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর রাখতেন এবং তাদের লালন পালন এভাবে করতেন যে, যে কেউ বলবে যে পৃথিবীতে তার ন্যায় অন্য কেউ শিশুদেরকে ভালবাসতে পারে না। আর শিশুদের অসুস্থাবস্থায় এভাবে মনোযোগী হন

এবং চিকিৎসায় এতটা মনোযোগী হন যেন অন্য কোন চিন্তা নেই। কিন্তু যারা সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন, তারা বুঝতে পারে যে এটি কেবল খোদা তা'লার উদ্দেশ্যে। তাঁর প্রথমা কন্যা আসমাত লুধিয়ানায় রক্তস্রাবে অসুস্থ হলে তার আরোগ্যের উদ্দেশ্যে এভাবে ঔষধ-পানি করালেন যেন তাকে ছাড়া জীবন অচল। অথচ একজন জাগতিক ব্যক্তিত্ব, সন্তানের প্রতি যার অগাধ ভালবাসা আছে, সেও এতটা সেবা-শুশ্রূষা করবে না। কিন্তু যখন সে মেয়ে মারা গেল, তখন তিনি এভাবে তাকে ছেড়ে চলে এলেন যেন তা কিছুই ছিল না এবং তার কোন মেয়ে ছিল এ কথা পরবর্তীতে কারো কাছে উল্লেখ-ই করলেন না।

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব (রা.) তার লিখিত সিরাতে মসীহে মাওউদ দ্বিতীয় খন্ডে লেখেন, তিনি (আ.) শিশুদেরকে কোলে নিয়ে বাইরে আসতেন এবং সাওয়ারিতেও উঠিয়ে নিতেন। তিনি এতে কখনো দ্বিধা করতেন না। অথচ খোদ্দাম যারা সাথে থাকতো তারা স্বয়ং হুযূরের সাথে সাওয়ারী হওয়াটা সৌভাগ্য মনে করতো, কিন্তু হুযূর বাচ্চাদের আকাঙ্খা উপলব্ধি করে অথবা তাদের চাওয়াটাকে গুরুত্ব দিয়ে তাদেরকে উঠাতেন এবং তাদের আনন্দকে পূর্ণ করতেন।

হযরত সাহেবজাদা মীর্যা বশির আহমদ সাহেব বলেন যে, হযরত ডাক্তার মীর মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেব বর্ণনা করেন, যখন হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) লুধিয়ানায় "দাওয়ায়ে মাসিহিয়্যাত" প্রকাশ করলেন, তখন সে দিনগুলোতে আমি ছোট শিশু ছিলাম। আর খুব সম্ভব আমি তৃতীয় শ্রেনীতে পড়তাম। আমি সে দাবীর ব্যাপারে কিছু বুঝতাম না। আমি একদিন স্কুলে গেলাম। তখন কিছু ছেলে আমাকে বলল, কাদিয়ানের মীর্যা সাহেব, যিনি তোমাদের ঘরে আছেন, তিনি দাবী করেছেন যে, হযরত ইসা (আ.) মৃত্যু বরণ করেছেন এবং আগমনকারী মসীহ নাকি তিনি স্বয়ং। আমি তাদের বিরোধীতা করলাম যে, এটি কীভাবে হতে পারে। হযরত ঈসা (আ.) তো জীবিত এবং আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবে। যাহোক, আমি যখন ঘরে আসলাম, তখন হযরত সাহেব বসে ছিলেন। আমি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললাম, আমি শুনেছি, আপনি নাকি বলেছেন আপনি-ই মসীহ? আমার এ প্রশ্ন শুনে হযরত সাহেব চুপচাপ উঠে দাঁড়ালেন আর কামরার ভেতর আলমারী থেকে একটি নুসখা ফতেহ্ ইসলাম এনে আমাকে দিয়ে দিলেন এবং বললেন, এটা পড়ো। ড. সাহেব বলেন যে, এটিই হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর সাদাকাতের প্রমান যে তিনি এক ছোট বাচ্চার সাধারন একটি প্রশ্ন শুনে এতটা বিনম্রতা সহকারে মনোযোগী হলেন, অন্যথায় কোন ভিন্ন কথা বলেও তো বিষয়টাকে অবহেলা করতে পারতেন। [সিরাতে মসীহ মাওউদ (আ.), লেখক- ইরফানি সাহেব]

আত্মীয় স্বজনের সাথে উত্তম আচরনঃ

হযরত সাহেবযাদা মীর্যা বশির আহমদ সাহেব নিজের লেখা 'সিরাতুল মাহদী' দ্বিতীয় খন্ডে লেখেন, খাজা আব্দুর রহমান সাহেব কাশমিরী আমাকে প্রত্রের মাধ্যমে লেখেন, মোকাররমা লাস্‌সা ডার সাকেন আসনূর কাশ্মীরী তার ভাই হাজী ওমর ডার সাহেবের কাছ থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, আমি যখন প্রথমবার কাদিয়ানে বয়আতের উদ্দেশ্যে আসি, তখন আমি পৌছানোর পর হযরত সাহেবের প্রথম বক্তৃতা শুনি তা ছিল আত্মীয়ের অধিকারের ব্যাপারে। আমি যেহেতু আমার ভাইয়ের কিছুটা অধিকার অধিনস্ত করে রেখেছিলাম, তা আমি বুঝে গেলাম আর আমি কাশ্মীর গিয়ে তার অধিকার তাকে দিয়ে দিলাম। আমি আরজ করছি যে, যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা নবী এবং রসুলদের দ্বারা মানবতার সংশোধনের কাজ করান, তাই সাধারণত তাদের মুখ থেকে এমন কথা বের হয়, যার ফলে লোকদের দুর্বলতা লোকেরা উপলব্ধি করতে পারে এবং সংশোধনের সূযোগ পায়।

সিরাতুল মাহদী দ্বিতীয় খন্ডে হযরত সাহেবজাদা মীর্যা বশির আহমদ সাহেব আত্মীয়ের সাথে উত্তম আচরনের এক চমৎকার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি লেখেন, ডা. মীর মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেব আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, প্রথম দিকের ঘটনা, পিতা হিযরগোয়ার (অর্থাৎ খাকসারের নানা জান হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব মরহুম) নিজের একটি ব্যবহৃত গরম কোট আমার খালাতো ভাই সাইয়্যেদ মোহাম্মদ সাইদ কে, যে কিনা ঐ দিনগুলোতে কাদিয়ানে ছিল, কোন দাসীর মারফত হাদিয়া স্বরূপ প্রেরণ করলো। মোহাম্মদ সাইদ তাচ্ছিল্লের সাথে সেই কোট ফেরত পাঠালেন এবং বললেন, আমি কারো ব্যবহার করা কাপড় পরি না। খাদেমা যখন সেই কোট ফেরত আনছিলো, তখন পথিমধ্যে হযতর মসীহ মাওউদ (আ.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এটি কী? সে উত্তর দিলো, মীর সাহেব এই কোট মোহাম্‌দ সাইদ কে পাঠিয়েছিল কিন্তু সে ফেরত দিয়েছে যে, আমি ব্যবহৃত কাপড় পরি না। হযরত সাহেব বললেন, এর দ্বারা মীর সাহেব মনে কষ্ট পাবেন, তুমি এই কোট আমাকে দাও, আমি এটি পরবো এবং তাকে বলবে যে, আমি এটি রেখে দিয়েছি।

ধর্মের বাদশাহ ছিলেন, কোটের কোন অভাব ছিল না, অথচ কেবল মাত্র কারো মনে যেন ব্যথা না লাগে তাই অন্যের পরিহিত কোটও পরিধান করেছেন।

এ ঘটনা যে ব্যক্তির ব্যপারে তিনি এক দিক থেকে হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) এর শ্বশুরও ছিলেন আবার নতুন বয়আত কৃত আহমদীও ছিলেন এবং হুযূরের মুরীদের মাঝে অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। আসুন এখন দেখা যাক, হুযূরের সেই আত্মীয়, যে কেবল জামা'তের অন্তর্ভূক্তই ছিল না তা নয়, বরং শত্রুতায় অন্যদের তুলনায় পশ্চাতে ছিলেন না, সে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে কোন কষ্ট দেয়ার সূযোগ হাতছাড়া করে নাই। অথচ তার সাথে হুযূর (আ.) কেমন আচরণ করেছেন,

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী ঘটনাটির বর্ণনা দিচ্ছেন, সেই গলি, যেটি বাজার এবং জামে মসজিদের দিকে যায়, এটি এক খোলা পথ ছিল। হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) এর চাচাত ভাইদের মাঝে মীর্যা ইমামুদ্দীন, যে হযরত সাহেব এবং আহমদীয়াতের সাথে শত্রুতা পোষণ করতো সে কোন একটি মুহূর্ত শত্রুতা থেকে পশ্চাদপদ হতো না। একবার সে তার অন্যান্য ভাইদের সাথে মিলে সেই পথটির মাঝে, যে পথটি বাজার এবং মসজিদ মোবারকের পথ ছিল, এর মাঝে একটি দেয়াল নির্মান করে বন্ধ করে দিলো। দেয়াল আমাদের চোখের সামনে নির্মান করা হচ্ছিলো, অথচ আমাদের কিছু করার ছিলো না, এমনকি মসীহ মাওউদ (আ.) এর আদেশ ছিল যে, মন্দের প্রতিকার মন্দ দিয়ে করো না। যদিও তখন জামা'তের সদস্য কম ছিল এবং কাদিয়ানে অল্পকিছু আহমদী ছিল, কিন্তু হুযূর অনুমতি দিলে তারা দেয়াল বানাতে পারতো না। মোটকথা দেয়াল প্রশস্ত করা হলো আর এভাবে আমরা সকলে পাঁচ বেলার নামায মসজিদে মোবারকে পড়া থেকে বাধা গ্রস্থ হলাম। আর মসজিদে মোবারকে আসার জন্য হযরত সাহেবের বাড়িটি একবার চক্কর দিয়ে আসতে হতো। জামা'তে অনেক দূর্বল এবং বয়স্ক লোকও ছিল আবার অনেকে অন্ধও ছিল। আর বর্ষার সময় ছিল, পথ কর্দমাক্ত হয়ে যেতো। অনেকে আছাড় খেয়ে পড়তো। ফলে তাদের কাপড় কাদা মাখামাখি হয়ে যেতো। সে কষ্ট অনুভব করা আজকের দিনের জন্য প্রায় অসম্ভব। মোটকথা সেই দেয়াল হয়ে

গেল আর পথ বন্ধ হয়ে গেল। এমন কি পানিও বন্ধ করে দেয়া হলো। অবশেষে বাধ্য হয়ে আদালতে যেতে হলো আর আদালতের আদেশে স্বয়ং দেয়াল নির্মানকারীদের হাত দ্বারাই দেয়াল ভাঙতে হলো।

আদালত কেবল দেয়াল ভাঙারই নির্দেশ দিলো না বরং ক্ষতিপূরনের রায় হলো। হযরত আকদাস কখনো ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা পছন্দ করেন নি, এমন কি তার ক্ষতিপূরনের দিনও সমাপ্ত হতে চল্লো। সে সময় খাজা কামালুদ্দীন সাহেব এ চিন্তা করে যে ক্ষতিপূরনের দিন না অতিক্রান্ত হয়ে যায় (আর তাকে জেলে যেতে হবে), ইতি মধ্যে নিযামুদ্দীনের বিরুদ্ধে নোটিশ এসে গেল। তখন সে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর কাছে একটি পত্র লিখলো যে, দেয়ালের মোকদ্দমার খরচ এবং অন্যান্য খরচাদি পরিশোধের নোটিশ আমার কাছে এসেছে। আমার অবস্থাতো আপনি জানেন। যদিও আইনগত ভাবে আমি এ টাকা পরিশোধ করতে বাধ্য, আর আপনারও অধিকার আছে আমার কাছ থেকে আদায় করার। আমার এটিও জানা আছে যে আমাদের পক্ষ থেকে আপনি কোন না কোন ভাবে কষ্ট পেয়েছেন। কিন্তু এটি ভাই সাহেবের জন্য হতো আর আমারও শরিক হতে হতো। আপনি দয়া করে ক্ষমা করে দিন। হযরত আকদাস সে সময় গুরুদাসপুরে ছিলেন। হযরত আকদাসের কাছে যখন এ চিঠি পৌঁছলো, তখন তিনি ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন যে, কেন তার কাছ থেকে ক্ষতি পূরন দাবি করা হয়েছে এবং আমাকে কেন জানানো হয় নি।

খাজা সাহেব মিনতি করলেন যে কেবল মেয়াদকে সংরক্ষিত করার জন্য এমনটি করা হয়েছে। হযরত আকদাস এ মিনতিও পছন্দ করলেন না এবং বলেন যে, পরবর্তীতে কখনো যেন সেই ডিক্রীর ক্ষতিপূরন দাবি করা না হয়। আমাদের জাগতিক লোকদের ন্যায় মোকদ্দামা বাজী এবং কষ্ট দেয়া কাজ নয়। সে যদিও আমাদেরকে কষ্ট দেবার উদ্দেশ্যে এটি করেছিল, কিন্তু আমাদের কাজ তার মত নয়। খোদা তা'লা আমাকে এ উদ্দেশ্যে দুনিয়াতে পাঠান নাই। আর সে মুহূর্তেই একটি পত্র মীর্যা নিযামুদ্দীন সাহেবের কাছে লিখলেন আর মৌলভী ইয়ার মোহাম্মদ সাহেবকে দিলেন যে মীর্যা নিযামুদ্দীন সাহেব যেখানেই থাকুন না কেন তাকে যেন এ পত্র পৌছে দেয়া হয়।

এ পত্রে হুযূর (আ.) মীর্যা নিযামুদ্দীন সাহেবের সাথে আন্তরিকতার বহি:প্রকাশ ঘটান এবং লিখেন যে, এ ডিক্রীর কখনো উসুল করা হবে না এবং তিনি সব কিছু ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

বিরোধী এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে উত্তম আচরন:

হযরত মৌলভী শের আলী সাহেব রা. একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যা সিরাতুল মাহদী দ্বিতীয় খন্ডে উল্লেখিত। হযরত মৌলভী সাহেব বর্ণনা করেন,

একবার এক হিন্দুস্তানী মৌলবী কাদিয়ান আসলো। আর হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলো, আমি একটি জামা'তের প্রতিনিধি হয়ে আপনার জামা'তের সত্যতা যাচাই করতে এসেছি । এরপর সে বিরোধিতামূলক কথা বলা শুরু করলো আর লৌকিকতা করে খুব বানিয়ে বানিয়ে মোটা মোটা শব্দ ব্যবহার করছিল। তার কথার প্রেক্ষিতে হযতর সাহেব বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তখন সে কথার মাঝখানে বলতে লাগলো যে আপনি মসীহ ও মাহদী হবার দাবী করেছেন বটে তবে আপনি শব্দের উচ্চারণও সঠিক ভাবে করতে পারেন না। তখন মৌলভী আব্দুল লতিফ সাহেব শহীদ (হযরত মৌলভী সাহেব জামা'তের প্রথম শহীদ, যাকে কাবুলে আমীর হাবিবুল্লাহ আহমদীয়াতের কারণে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদন্ড দিয়েছিল) তিনিও মজলিশে হযরত সাহেবের পাশে বসা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত রেগে গেলেন আর তিনি সেই জোশে ঐ মৌলভীর সাথে ফার্সিতে কথা বলা শুরু করে দিলেন। হযরত সাহেব মৌলভী আব্দুল লতিফ সাহেবকে বুঝিয়ে ঠান্ডা করলেন আর অন্য কোন এক মজলিসে, যেখানে মৌলভী আব্দুল করিম সাহেব উপস্থিত ছিলেন না, সেখানে হুযূর বলেন, সে মুহূর্তে মৌলভী সাহেব খুব রেগে গিয়েছিলেন, আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে, তিনি রাগের বশে ঐ মৌলভীকে না আঘাত দিয়ে বসেন, তাই মৌলভী সাহেবের হাত আমার হাতের ভিতরে আটকে রেখেছিলাম। (সিরাতুল মাহদী দ্বিতীয় খন্ড)

মীরাঠ শহর থেকে আহমদ হোসাইন শওকত নামী এক ব্যক্তি 'শাহনায়ে হিন্দ' নামে একটি পত্রিকা জারি করেছিল। হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) এর বিরোধিতায় সে তার পত্রিকার একটি বর্ধিত-অংশ জারি করলো যার মাঝে সকল প্রকার নোংরা মজমুন বিরোধিতা স্বরূপ প্রকাশ করতো এবং এভাবে জামা'তের লোকদের কষ্ট দিতো।

বিশেষ করে মিরাঠের জামা'তের জন্য কষ্টকর হতো, কেননা সেখানেই এই নোংরা পত্রিকা বের হতো। ২ অক্টোবর ১৯০২ সালের ঘটনা, মীরাঠ জামা'তের প্রেসিডেন্ট শেখ আব্দুর রশিদ সাহেব হযরত আকদাসের খিদমতে আরয করলেন যে, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, শাহানায়ে হিন্দ পত্রিকার বর্ধিতাংশে জামা'তের যে অবমাননা করা হচ্ছে এর বিরুদ্ধে আমি আদালতে বিচার দিবো।

হযরত আকদাস বললেন, আমাদের জন্য খোদা তা'লার আদালত যথেষ্ট। আমরা খোদা তা'লার সীমা লঙ্ঘন করলে আমাদের জন্য তা গুনাহ্‌র কারণ হবে। তাই আবশ্যকীয় যে, ধৈর্য্য ও অবিচলতার সাথে কাজ করুন। [সীরাতে মসীহে মাওউদ (আ.) আয ইরফানী সাহেব]

হযরত সাহেবজাদা মীর্যা বশির আহমদ সাহেব (রা.) লেখেন, আমাকে হযরত রওশন আলী সাহেব বলেন, যখন মিনারাতুল মসীহ তৈরি করার প্রস্তুতি নেয়া হলো, তখন কাদিয়ানের লোকেরা সরকারী কর্মকর্তার কাছে নালিশ করলো যে, এ মিনার তৈরি হলে আমাদের বাড়ি-ঘরের পর্দা নষ্ট হবে। তাই সরকারের পক্ষ থেকে একজন ডিপুটি কাদিয়ান আসলো এবং হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)-এর সাথে মসজিদে মোবারকের পাশের কামরায় সাক্ষাত করলো। সে সময় কাদিয়ানের কিছু লোক, যারা নালিশ করেছিল, তারাও তার সাথে ছিল। হযরত সাহেবের সাথে ডেপুটি সাহেবের কথা হচ্ছিলো। সেই কথোপকথনের সময় হযরত সাহেব উক্ত ডেপুটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এই যে বৃদ্ধ বসে আছে তাকে জিজ্ঞেস করুন তো যে শৈশব থেকে আজ পর্যন্ত কখনো এমনটি হয়েছে যে আমি তাকে কোন সেবা করার সূযোগ পেয়েছি এবং সেবা করতে পিছপা হয়েছি আর অন্যদিকে তাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন যে তার কখনো আমাকে কষ্ট দেবার সূযোগ পেয়েছে আর কষ্ট দিতে সে দ্বিধা করেছে, এমনটি কখনো হয়েছি কি না। হাফেজ সাহেব বলেন যে, সে সময় আমি ঐ বৃদ্ধের দিকে দেখছিলাম, সে লজ্জায় তার মাথা হাটুর ভিতরে ঢুকাচ্ছিলো এবং তার চেহারার রঙ সাদা হয়ে গিয়েছিল আর সে মুখ থেকে একটি কথাও বলতে পারে নি। (সিরাতুল মাহদী প্রথম খন্ড পৃ: ১৩৪)

সিরাতুল মাহদী প্রথম খন্ডে সাহেব জাদা মীর্যা বাশির আহমদ সাহেব, হযরত মৌলভী শের আলী সাহেবের উল্লেখিত রেওয়ায়েত পেশ করেন। তিনি বলেন, আমাকে শের আলী সাহেব বলেছেন যে, মার্টিন ক্লার্ক এর মকদ্দমায় এক ব্যক্তি মৌলভী ফাজলুদ্দীন

লাহোরী হুযূরের পক্ষ থেকে উকিল ছিলেন। এ ব্যক্তি গয়ের আহমদী ছিলেন এবং সম্ভবত এখনও জীবিত আছেন। যখন মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভী হযরত সাহেবের বিপক্ষে সাক্ষি প্রদানে পেশ হলেন তখন মৌলভী ফাজলুদ্দীন উকিল হযরত সাহেবের কাছে বললেন, আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন সাহেবের বংশধরের ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন করতে পারি। হযরত সাহেব কঠোর ভাবে নিষেধ করলেন এবং বললেন, আমি এর অনুমতি দেই না। মৌলভী শের আলী সাহেব বর্ণনা করেন, এ ঘটনা স্বয়ং মৌলভী ফাজলুদ্দীন বাইরে এসে আমাদেরকে বর্ণনা করেছিলেন এবং এতে তিনি গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, মীর্যা সাহেব নেহায়েত অদ্ভুত বৈশিষ্ঠের ব্যক্তিত্ব। একজন বড় মাপের শত্রু এবং সে হযরত সাহেবের বিরুদ্ধে হত্যা মামলার স্বাক্ষী দিতে এসেছে আর আমি তার বংশধরের নাম নিয়ে তার সম্মান ক্ষুন্ন করতে চেয়েছি যাতে তার সাক্ষী দূর্বল হয়ে যায়। আর এ প্রশ্নের দায়িত্বভার আমি মীর্যা সাহেবের উপর দেই নাই স্বয়ং আমার ওপর ছিল। কিন্তু আমি যখন অনুমতি চাইলাম, তিনি কঠোর ভাবে নিষেধ করে দিলেন যে আমি এর অনুমতি দিতে পারি না। মোটকথা হযরত সাহেব নিজ হস্তে কোন শত্রুকে লাঞ্চিত করতে চাইতেন না। (সিরাতুল মাহদী)

হযরত সাহেবজাদা মীর্যা বশির আহমদ সাহেব বলেন, যখন কোন বন্ধু কিছুদিনের দূরত্বে থাকার পর হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসতেন, তাকে দেখে হুযূরের চেহারায় এতটাই আনন্দ প্রকাশ পেতো যেভাবে একটি বন্ধ কলি হঠাৎ করে ফুটে ফুল হয়ে যায়। আর বন্ধুদের সাথে বিচ্ছিন্ন হবার সময় তিনি অনেক কষ্ট পেতেন।

একবার যখন তিনি (আ.) তাঁর বড় সন্তান আমাদের বড় ভাই মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেবের কুরআন শরিফ খতম করার পর আমীন লিখলেন, আর সে অনুষ্ঠানে কতক বাইরের বন্ধুদেরকেও দাওয়াত দিয়ে নিজ আনন্দের মাঝে শামিল করেছিলেন, তখন তিনি সেই আমিন অনুষ্ঠানে নিজ বন্ধুদের আগমনেরও উল্লেখ করলেন আবার তাদের ফেরত যাবার কথা চিন্তা করে নিজ দু:খেরও প্রকাশ করলেন।

কাদিয়ানে মসীহে মাওউদ (আ.) এর পিতা সাহেবের একটি ফলদার বাগান আছে, যেখানে বিভিন্ন ধরনের ফলের গাছ আছে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর এটি পদ্ধতি ছিল যে, যখন ফলের মৌসুম হতো, তখন নিজ বন্ধুবর্গ এবং মেহমানদেরকে সাথে নিয়ে সেই বাগানে গিয়ে বসতেন এবং মৌসুমী ফল পাড়িয়ে সকল বন্ধুদের সাথে মিলে কোন ধরনের লৌকিকতা ছাড়াই ফল খেতেন। তখন এমন মনে হতো যেন এক দয়াময় বাবা তার আশপাশে নিজ নিস্পাপ সন্তানরদেরকে নিয়ে বসে আছেন। (সিলসিলায়ে আহমদীয়া)

হযরত আকদাস নিজ খাদেমদের প্রতি অগাধ বিশ্বাস পোষন করতেন। চাকর পুরুষ হোক বা মহিলা, যখন কোন বাজার নিয়ে আসতো, কখনো তাদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করতেন না, আর তারা যে টাকাই খরচ করতো এবং যে টাকা ফেরত দিতো, তিনি (আ.) চোখ বন্ধ করে তা নিয়ে নিতেন। কখনো কাউকে ধরতেন না বা কঠিন আচরণ করতেন না।

মৌলভী আব্দুল করিম শিয়ালকোটি সাহেব বর্ণনা করেন, এত দিনে আমি কখনো শুনিনি যে কোন কথা পুনরাবৃত্তি হচ্ছে অথবা কোন ব্যক্তির সাথে লেন দেনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। সুবহানাল্লাহ, কত নিশ্চল সেই প্রাণ এবং পবিত্র চেতা সেই ব্যক্তিত্ব, যার মাঝে কোন ধরনের মন্দ ধারনার শয়তান স্থান পায় নি। [সীরাতে মসীহে মাওউদ (আ.)।

মেহমানদারী:

কাজী মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব, যিনি দীর্ঘদিন যাবৎ সারহাদ প্রদেশের আমীর ছিলেন এবং সিলসিলার একজন মোখলেস খাদেম ছিলেন। তিনি বলেন, একবার আমি এবং আব্দুর রহিম খান সাহেব (যিনি মৌলভী গোলাম হোসেন খান সাহেবের পুত্র ছিলেন) আমরা মসজিদ মোবারকে খাবার খাচ্ছিলাম। খাবার হযরত সাহেবের ঘর থেকে এসেছিল, খাবারের মাঝে একটি মাছির দিকে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। যেহেতু আমি মাছি ঘৃনা করতাম, তাই আমি খাবার পরিত্যাগ করলাম। তখন হযরত সাহেবের ঘরের এক খাদেমা খাবার উঠিয়ে নিয়ে গেল। ঘটনাক্রমে ঠিক সে সময় হুযূর ঘরের ভিতর খাবার খাচ্ছিলেন। খাদেমা হযরত সাহেবের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তিনি হুযূরের কাছে ঘটনা খুলে বল্লেন। হযরত সাহেব তৎক্ষনাৎ নিজের সামনের খাবার উঠিয়ে খাদেমাকে দিলেন এবং বললেন, এটি নিয়ে যাও, এমন কি তিনি নিজের মুখে যে লোকমা উঠাচ্ছিলেন তা-ও প্লেটে দিয়ে দিলেন। সে খাদেমা খুশিমনে আমাদের কাছে সেই খাবার নিয়ে আসলো এবং বললো, নাও, হযরত সাহেব নিজ তাবারুক দিয়ে দিয়েছেন।

একবার অনেক রাতে একজন মেহমান আসলো। কোন খাটিয়া খালি ছিল না। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল। হযরত সাহেব বললেন, একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনি ব্যবস্থা করছি। তিনি (আ.) ভিতরে গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ ফেরত আসলেন না। মেহমান মনে করলো, সম্ভবত হুযূর ভুলে গেছেন। মেহমান ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখলেন, এক ব্যক্তি খাটিয়া বানাচ্ছেন আর হুযূর মাটির প্রদীপ হাতে নিয়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। খাটিয়া তৈরি করা হলে তা মেহমান কে দেয়া হলো। এদিকে মেহমান অনুতপ্ত ছিলেন যে, এত রাতে হুজুরকে এতটা কষ্ট দেয়া হলো, অন্যদিকে অনুতাপ করে হুযূর বললেন, খাটিয়া আনতে দেরি হলো।

“সমগ্র জগৎ অবিশ্বাসী হলেও সত্য চিরকালই সত্য এবং সমগ্র জগৎ সমর্থনকারী হলেও মিথ্যা চিরকালই মিথ্যা”

[হযরত মির্যা গোলাম আহমদ, ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)]

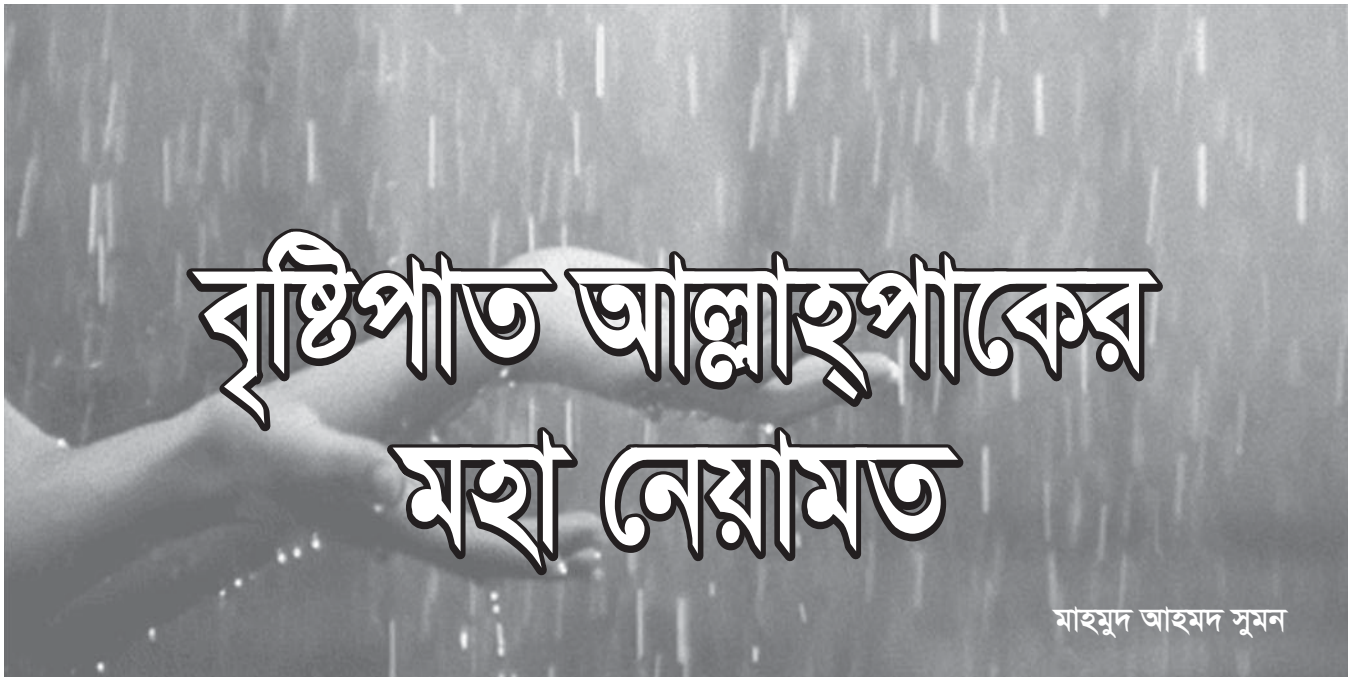

বৃষ্টিপাত আল্লাহ্‌পাকের মহা নেয়ামত

মাহমুদ আহমদ সুমন

ঋতু পরিক্রমায় বৈশাখকে বিবেচনা করা হয় শস্য রোপনের মাস হিসেবে। বৈশাখের খরতপ্ত মাঠ বৃষ্টির জলে সিক্ত হলে কৃষক জমিতে হালকর্ষণ করে বীজ বোনে, আশায় বুক বাঁধে সোনালী ফসলের। সব কিছুর মূল হলো পানি। চৈত্র-বৈশাখে মাটি ফেটে যখন চৌচির, তখন কৃষক আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে বৃষ্টির আশায়। শুধু কৃষক নয়, বরং আল্লাহ্ তা'লার সব সৃষ্টি আকাশের দিকে হা করে তাকিয়ে থাকে, বৃষ্টির জন্য বিশেষ নামায আদায়ও করা হয়।

আল্লাহ্‌পাকের ইচ্ছে হলে তিনি তার ধরণীকে মৃত থেকে প্রাণবন্ত করেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌পাক বলেন, 'আর আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেছেন এবং এর মাধ্যমে পৃথিবীকে এর মৃত্যুর পর জীবিত করে তুলেছেন। নিশ্চয় এতে সেইসব লোকের জন্য রয়েছে এক বড় নিদর্শন, যারা কথা শুনে' (সুরা নাহল: ৬৬)।'তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেছেন। এতে রয়েছে সুপেয় পানি। আর এ থেকেই সেসব গাছপালা উৎপন্ন হয় যেগুলোতে তোমরা গবাদি পশু চরিয়ে থাক' (সূরা নাহল: ১১)। পানি আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ এক নেয়ামত অথচ এই পানিকে আমরা মূল্যায়ন না করে নানান ভাবে অপচয় ও নষ্ট করছি। নদী-নালাগুলোতে ময়লা আবর্জনা ফেলে পানিকে নষ্ট করছি। আমরা যদি সবাই মিলে পানির অপচয় রোধ করি এবং পানির উৎসগুলোকে বাধাগ্রস্থ না করে সম্প্রসারিত করি, তাহলে পানি নিয়ে এতো ভাবনা হয়তো বা থাকতো না।

সব ধরণের প্রাণের মূল হলো পানি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা ও আকাশকে ছাদরূপে বানিয়েছেন এবং মেঘ থেকে পানি অবতীর্ণ করেছেন। এরপর তা দিয়ে তিনি তোমাদের জন্য রিয্‌করূপে নানা প্রকারের ফলফলাদি উৎপন্ন করেছেন। অতএব তোমরা জেনেশুনে কাউকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করাবে না' (সূরা বাকারা: ২৩)। 'আর তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। এরপর আমরা এ দিয়ে সব ধরনের উদ্ভিদ উদ্‌গত করেছি। এরপর আমরা তা থেকে সবুজ তরুলতা উৎপন্ন করেছি যা থেকে সুবিন্যস্ত শস্যদানা উৎপন্ন করে থাকি।' (সূরা আনআম: ১০০)।

বৈশাখের রৌদ্রকরোজ্জ্বল তাপদাহে তপ্ত-ধরণী যেমন তাপ-শক্তি ধারণ করে এবং পরবর্তীতে আল্লাহ্‌পাকের বর্ষার বারিধারায় হয়ে উঠে সুজলা-সুফলা, তেমনি ধর্ম জগতে নিষ্ফলা এক কাল উত্তীর্ণ হবার পর মৃতকে জীবিত করতে এসেছিলেন মহানবী (সা.)। তিনিও ঐশী পানি দ্বারা ধরণীকে করেছিলেন শীতল।

আল্লাহ্ তা'লা যমীনকে যেমন সার দ্বারা উর্বর করে সম্পদশালী করেছেন অর্থাৎ সুজলা-সুফলা করেছেন, তেমনি নবী-রসূল দ্বারা মানব আত্মাকে করেছিলেন সজীব-সতেজ। সেই আত্মাগুলো আধ্যাত্মিক পানি গ্রহণের ফলে চির বসন্তের স্বাদ উপভোগ করেছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান কর্তৃক উদ্ঘাটিত বাস্তব ঘটনা হলো, নক্ষত্র থেকে নব নব শক্তি এবং উর্বরতা পৃথিবী লাভ করতে থাকে। নক্ষত্ররাজি থেকে জড়-পদার্থের অণু-পরমাণু উল্কাপিন্ডের ধূলি বা গুঁড়া আকারে পতিত হয় এবং তা পৃথিবীর উর্বরতা-শক্তি বৃদ্ধির কাজ করে। খাদ্যশস্য উৎপন্ন করার জন্য মাটিতে প্রচুর পানি প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লা পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেছেন, যা জলাধাররূপে কাজ করে, অর্থাৎ বরফ আকারে পানি জমা করে রাখে এবং নদনদী প্রবাহের মধ্য দিয়ে মাটির বুকে তা বিতরণ করে।

যেভাবে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'তুমি পৃথিবীকে নিষ্প্রাণ দেখতে পাও। এরপর আমরা যখন এর ওপর পানি বর্ষণ করি, তখন তা সক্রিয় ও ফেঁপে ফুলে ওঠে এবং প্রত্যেক প্রকার উদ্ভিদের সবুজ শ্যামল শোভামন্ডিত জোড়া উৎপন্ন করে' (সূরা হাজ্জ: ৬)। এখানে যে বলা হয়েছে 'শুকনো মাটির ওপর পানি বর্ষণ করে আমরা পৃথিবীকে জীবন দান করেছিলাম'। বিজ্ঞানীরাও অনুসন্ধান করে বিস্ময়কর এ তথ্য জেনেছেন, শুষ্ক মাটিতে যখন পানি

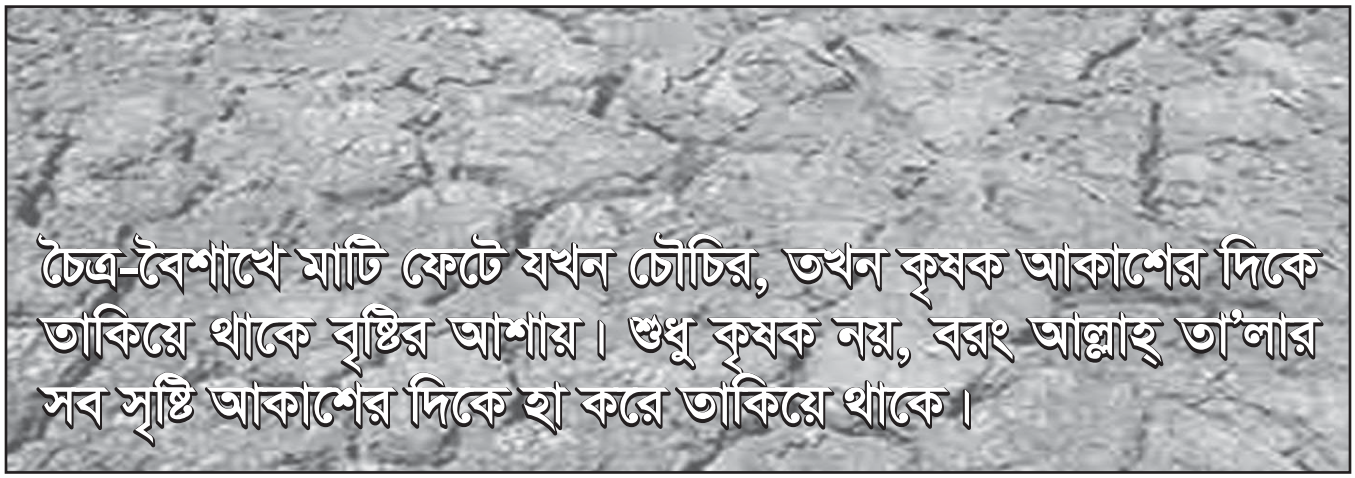

বর্ষিত হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে এতে জীবনের লক্ষণাদি সৃষ্টি হয়ে যায়। এখানে প্রকৃত ইঙ্গিত এ দিকে করা হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর প্রতি যে স্বর্গীয় পানি অবতীর্ণ হয়েছে, তা এক মৃত-ভূমিতে অর্থাৎ আধ্যাত্মিকভাবে মৃত এক জাতিকে জীবিত করে দিয়েছিল।

তারপর বলা হয়েছে 'তুমি কি দেখনি, নিশ্চয় আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন, যার ফলে পৃথিবী সবুজশ্যামল হয়ে ওঠে? নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ' (সূরা হাজ: ৬৪)।

এই আয়াতে প্রকৃতির বিস্ময়কর নিয়মের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আরবের উষর-মরুভুমি এবং আধ্যাত্মিকভাবে মৃত ভূমির ওপর ঐশী রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার কারণে সেখানে নব-জীবনের স্পন্দন শুরু হয়েছে এবং সর্বত্র তাজা ও সবুজ গাছপালা বিরাজ করছে। দেশের সর্বত্র আধ্যাত্মিক জাগরণ পরিলক্ষিত হয়, যার ফলে সেখানে ইসলাম গভীরভাবে আপন শিকড় গেড়ে বসেছে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্য-প্রমাণের দ্বারাও বোঝা যায়, পৃথিবীতে প্রাণ তথা জীবনের প্রাচীনতম নিদর্শনের প্রথম হচ্ছে উদ্ভিদজগৎ। প্রাণী-জীবনের আবির্ভাব ঘটে এর কিছু পরে। আর সেই প্রাণী জীবনেরও উদ্ভব ঘটেছিল সমুদ্র থেকেই। আর উদ্ভিদজগৎ এবং প্রাণী জীবনের অপরিহার্য উপাদান হলো পানি। পানিই হলো সব কিছুর মূল।

অপর দিকে যারা পাপাচারে লিপ্ত এবং সীমালঙ্ঘন করে তাদেরকে আল্লাহ্পাক পানি বর্ষণের মাধ্যমে শাস্তিও দিয়ে থাকেন। যেভাবে হযরত লুত (আ.)-এর শহর সদোম, যা আরব থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথে অবস্থিত ছিল, সেই শহর এবং জাতিকে আল্লাহ্ ধ্বংস করেছিলেন। বলা হয়েছে 'এরপর এক প্রচন্ড ভূমিকম্প তাদের আঘাত করলো এবং তারা তাদের ঘরবাড়িতে মুখ থুবড়ে লাশ হয়ে পড়ে রইল' (সূরা আরাফ: ৭৯)।

'আমরা তাদের ওপর পাথরের প্রচন্ড বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। অতএব চেয়ে দেখ, অপরাধীদের পরিণাম কী হয়ে থাকে' (সূরা আরাফ: ৮৫)। পাপাচারিদের ওপর পাথর কুচি ও শীলাখণ্ডের বৃষ্টি বর্ষণ বিভিন্ন সময় হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। কুরআনে বলা হয়েছে 'আর আমরা তাদের ওপর এক বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। আর যাদের সতর্ক করা হয়, তাদের ওপর বর্ষিত বৃষ্টি অতি ক্ষতিকর হয়ে থাকে' (সূরা শোআরা: ১৭৪)।

তাই আমাদের দুষ্কর্মের জন্য যেন আল্লাহ্পাকের বৃষ্টির পানি ক্ষতির কারণ না হয়, সে জন্য সর্বদা তার দরবারে দোয়ারত থাকতে হবে। যেহেতু নির্জীব-পৃথিবীকে তিনি সজীব করেন, আবার তিনিই মরুভূমিতে পরিণত করতে পারেন।

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে এটাই প্রমাণিত হয়, কিভাবে বিধাতার করুণা বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে এবং কিভাবে সেই বৃষ্টির শুভ প্রতিক্রিয়ায় গাছপালা জন্ম নেয়। এসব আমাদের জন্য মহান আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপা। আমাদেরকে এর শুকরিয়া অবশ্যই জ্ঞাপন করতে হবে।

masumon83@yahoo.com

হুয়াশ্ শাফী
HOWASHAFI

পুরাতন ও জটিল রোগের হোমিও চিকিৎসা করাতে চাইলে

আপনারা ডাক, টেলিফোন অথবা ই-মেইলের মাধ্যমে রোগের বিবরণ জানিয়ে ব্যবস্থাপত্র নিতে পারেন। ই-মেইল করার সময় অবশ্যই ইংরেজী অথবা উর্দূতে লিখতে হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা :

Dr. Rana Saeed A Khan
4, Kings Wood Avenue
Thornton Heath
Surrey, CR7 7HR

Tel: 00447878760588 (Mobile) Res:00442080904449
Email: howashafi313@gmail.com
Website:www.alislam.org/howashafi

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশে ছাত্র ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ-এ ৭ বছর মেয়াদী শাহেদ কোর্সে ৯ম ব্যাচে ভর্তিচ্ছুদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে। আগামী ১৫/০৫/২০১৪ তারিখের মধ্যে দরখাস্ত সেক্রেটারী বোর্ড অব গভর্ণরস, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ, ৪নং বকশী বাজার, ঢাকা বরাবর পৌঁছাতে হবে। আগামী ২১,২২,২৩ এবং ২৪ মে, ২০১৪ তারিখে ভর্তি-পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ্।

আবেদনকারীকে অবশ্যই ২০/০৫/২০১৪ তারিখ সোমবার জামেয়ার অফিস সেক্রেটারীর নিকট রিপোর্ট করতে হবে।

আবেদনকারীর যোগ্যতা ঃ

(১) এস.এস.সি/এইচ.এস.সি-তে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং নূন্যতম "বি" গ্রেড থাকতে হবে। (২) এ বছর এইচ. এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরাও আবেদন করতে পারবেন। তবে এস.এস.সি-তে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে, (৩) ভাল স্বাস্থ্য ও মেডিকেল চেকআপে উত্তীর্ণ হতে হবে। (৪) সর্বোচ্চ বয়স সীমা, এস.এস.সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৭ এবং এইচ.এস. সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৯ বছর (৫) ওয়াকফে নও ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে অগ্রাধিকার পাবে (৬) কুরআন শুদ্ধভাবে পড়া অবশ্যই জানতে হবে, ধর্মীয় সাধারণ জ্ঞানে ভাল হতে হবে এবং জামাতি-বই পড়ার অভ্যাস থাকতে হবে (৭) জীবন উৎসর্গকারী হতে হবে (৯) আরবী, উর্দ্দূ ও ইংরেজী ভাল জানা থাকলে অগ্রাধিকার পাবে। (১০) বয়আত গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে কমপক্ষে তিন বছর অতিক্রান্ত হতে হবে এবং এই তিন বছর জামা'তের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী হতে হবে। (১১) আবেদনকারীকে অবশ্যই খোদ্দামুল আহমদীয়ার স্থানীয় হতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ের তালিম-তরবিয়তী ক্লাসে অংশগ্রহণকারী হতে হবে। (১২) ভর্তির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও এপ্টিচিউড-এ ভাল ফলাফল করতে হবে। (১৩) আবেদন পত্রে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী অবশ্যই থাকতে হবে- অন্যথায় আবেদন পত্র গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

আবেদনকারীর সঠিক ঠিকানা এবং বাড়ির অথবা জামা'তের ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ করতে হবে। (ক) নিজের নাম (খ) পিতার নাম (গ) মাতার নাম (ঘ) জন্ম তারিখ এবং বয়আতগ্রহণকারী হলে বয়আতের তারিখ (ঙ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট এর সত্যায়িত ফটো কপি (চ) নিজ হস্তে আবেদন পত্র লিখতে হবে। (ছ) স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্টের সত্যায়ন থাকতে হবে (জ) জামা'তি/মজলিসি চাঁদা পরিশোধ রয়েছে মর্মে স্থানীয় সেক্রেটারী মাল/নাযেম মালের সার্টিফিকেট থাকতে হবে (ঝ) ওয়াকফে নও হলে নম্বর উল্লেখ করতে হবে (ঞ) অন্য কোন বিশেষ-যোগ্যতা থাকলে তা উল্লেখ করতে পারেন (ট) জামা'তের এমন দু'জন বিশেষ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে হবে, যিনি আপনার সম্বন্ধে ভাল করে জানেন (ঠ) জামা'তের কোন বুযুর্গ (মৃত বা জীবিত) এর সাথে যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে, তবে তা উল্লেখ করুন।

বি. দ্র. প্রত্যেক স্থানীয়-জামা'তে জুমুআর নামাযে একাধিক দিন সার্কুলারটি এলান এবং নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শনের অনুরোধ করছি। প্রয়োজনে যোগাযোগ করার মোবাইল নম্বর ০১৬৭৭৪৮৬৩৫৯, ০১৭৫৫৫৬৫৩০৯, ০১৯২২০২৪৫৯১ অথবা ০১১৯১৩৬৩৪১৮।

সেক্রেটারী
বোর্ড অব গভর্ণরস
জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ
৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

IT ACADEMY

৩য় তলা, ৪ বকশী বাজার
রোড, ঢাকা-১২১১

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর দারুত-তবলীগ কমপ্লেক্সে জামা'তের শিক্ষিত সদস্য/ সদস্যাদের কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে একটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার (আই.টি একাডেমি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গত ৯ই ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে এটি উদ্বোধন করা হয়।

আমাদের বিশেষত্বঃ
১. দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত
২. প্রত্যেকে শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা কম্পিউটার
৩. ন্যুনতম কোর্স ফি
৪. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ব্যবহার
৫. সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা
৬. প্রত্যেক ক্লাশের পূর্বে লেকচার শিট প্রদান
৭. ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা
৮. কোর্স শেষে সার্টিফিকেট প্রদান

আই টি একাডেমীর নতুন কোর্স
ওয়েবপেজ ডিজাইন
(HTML, CSS, Wordpress)

আমাদের কোর্স সমূহঃ
1. MS Office with internet
2. Hardware Maintenance and Troubleshooting
3. Web page Design
4. Graphich Design

ভর্তির যোগ্যতা ও ফিসঃ
১. ন্যুনতম এস.এস.সি পাশ,
২. ভর্তি ফি -৭০০.০০ টাকা।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুনঃ
সৈয়দ খালেদ হাসান
প্রশিক্ষক, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭১২৫১২৪৬২
ই-মেইল ঃ itaamjb@gmail.com, khaleditacademy@gmail.com

মোহাম্মদ ইউনুস আলী
কায়েদ, মখোআ ঢাকা
ইনচার্জ, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭২৭৭৭৬৮৮৩
ই-মেইল ঃ mdyounus.ali@gmail.com

প্রচ্ছদ কাহিনী-

আর্তমানবতার সেবায় হিউম্যানিটি ফার্স্ট

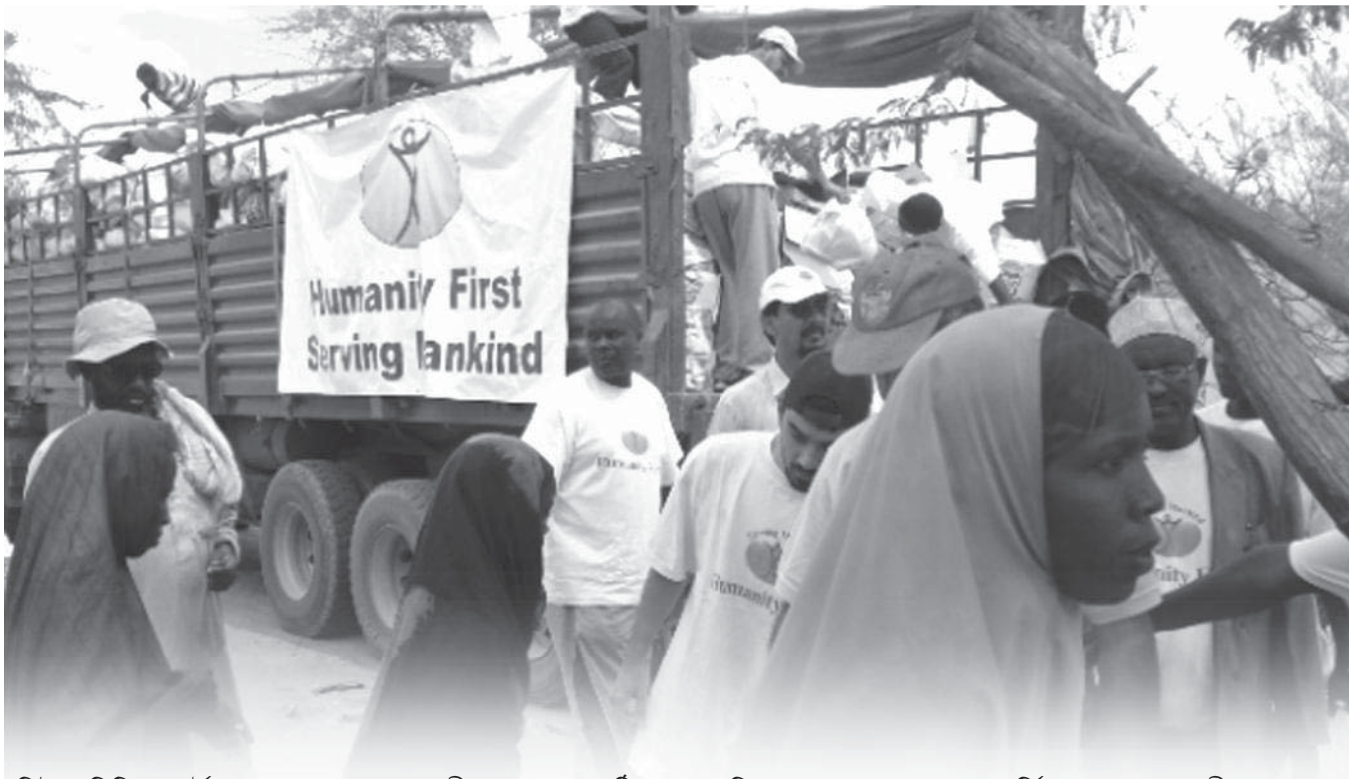

'হিউম্যানিটি ফার্স্ট' স্বেচ্ছাসেবক আহমদীদের দ্বারা গঠিত আর্তমানবতার সেবায় নিবেদিত এক সংগঠন। মানবসেবার ব্রত নিয়ে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠিত। সেবামূলক এ সংগঠনটি এখন U.N.O-এর রেজিষ্টার্ড সংগঠণ। এ সংগঠণ অন্যান্য দেশ এমনকি পাকিস্তানেও উল্লেখযোগ্য সেবা দান করেছে।। কাশ্মিরে সংঘটিত প্রচন্ড ভূমিকম্পের পর Humanity First সেখানে ২৬,০০০ কিলোগ্রাম সাহায্য সামগ্রী পাঠিয়েছে। তারা পাকিস্তানের ইসলামাবাদে তাঁবু খাঁটিয়ে চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করে ঔষধপত্রসহ চিকিৎসা সেবা দান করেছে। এছাড়াও মুযাফ্‌ফরাবাদ হাসপাতালে ভগ্ন অস্থি চিকিৎসায় উন্নত প্রযুক্তির ৬০ লক্ষ পাউন্ড মূল্যের যন্ত্রপাতি দান করে আর আহত ও পঙ্গুদের চিকিৎসার জন্য বিশেষজ্ঞ নিউরো সার্জনদের দ্বারা গঠিত এক চিকিৎসা টিম ওই হাসপাতালে দীর্ঘদিন চিকিৎসা সেবাও দান করেছে।

যখনই যেখানে সেবার কোন ক্ষেত্র দৃষ্টিতে এসেছে জামা'তে আহমদীয়ার নির্ভীক সেবকগণ সদা নিঃস্বার্থ সেবার আবেগ নিয়ে, ধর্ম, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে সে ক্ষেত্রে লাফিয়ে পড়েছে। আহমদীয়া জামা'তের সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও আর্থিক ক্ষেত্রে এ জামা'ত কারো কাছ থেকে কখনও সাহায্য নেয় না। আর এর প্রত্যাশীও নয়। তাদের মূলধন তো তাদের সেই চাঁদা যা এ জামা'তের সদস্যগণ বড়ই পরিশ্রমে অর্জিত আয় থেকে নিজেদের পেট কেটে, নিজেদের প্রয়োজনকে কাটছাট করে জামা'তের ঝুলিতে ভরে দেন। এ স্বল্প সম্পদ সত্ত্বেও জনসেবার ক্ষেত্রে সব জায়গায় এ জামা'তকেই রাত দিন কর্মচঞ্চল পরিলক্ষিত হয়। আফ্রিকার যে কোন দেশে দুর্ভিক্ষ ও খরার পরীক্ষা আসুক, গুজরাটের ভূমিকম্প প্রপীড়িত লোকদের প্রয়োজন দেখা দিক, পাকিস্তানে প্লাবনে আক্রান্ত লোকদের সাহায্যের প্রশ্ন আসুক, বাংলাদেশের বন্যায় কবলিত এলাকার প্রশ্ন আসুক, জাপানের মত উন্নত রাষ্ট্র ভূমিকম্পে আক্রান্ত বাস্তহারা লোকদের খাবার পৌঁছানোর সুযোগ আসুক, এবং সুনামী প্রপীড়িত ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জের সাহায্যের প্রশ্ন আসুক, জামা'তে আহমদীয়ার স্বেচ্চাসেবীগণকে সেবার ঝাণ্ডা সমুন্নত করে অবনত মস্তকে সেবায় নিয়োজিত দেখা যায়।

জামা'তের আন্তর্জাতিক Humanity first সংগঠনের মাধ্যমে কোন স্থানে পিপাসার্ত লোকদের স্বচ্ছ পানি সরবারাহ করছে, কোথাও অন্ধ লোকদের দৃষ্টিশক্তি উপহার দিচ্ছে। যাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে দেয়া হচ্ছে তাদের কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সরবরাহ করছে। গৃহহীনদের ঘর বানিয়ে দিচ্ছে এবং ঘরে ঘরে গিয়ে অভুক্ত লোকদের খাবার ও শিশুদের দুধ ও শিশু খাদ্য সরবারাহ করছে। চলাচলের জন্য যাদের নৌকা প্রয়োজন তাদের তা বানিয়ে দিচ্ছে, গরীব জেলেদের যাদের জালের প্রয়োজন তাদের জাল সংগ্রহ করে দিচ্ছে এই Humanity First সংগঠন। এই সংগঠন রেজিষ্ট্রিকৃত সংগঠন। যার সেবামূলক কাজের প্রশংশা জাতিসংঘ পর্যন্ত করতে বাধ্য হয়েছেন। এ গোটা সেবা কেবল নাম কেনার জন্য করছে না বা পার্থিব কোন পুরস্কারের আশায় করছে না। কেবলমাত্র ঐশী সন্তুষ্টির খাতিরে করছে। কেননা, এটাই প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা এবং মানব সেবাই আহমদীদের প্রতীক।

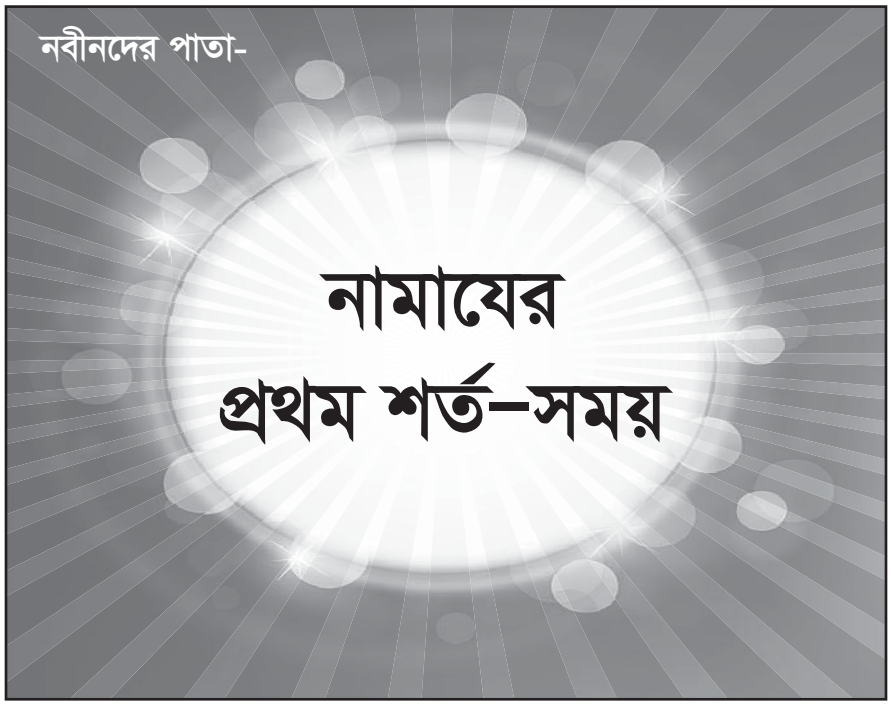

নামাযের প্রথম শর্ত–সময়

(পূর্ব প্রকাশের পর)

(৩) মাগরিবের সময় সূর্য ডুবে যায়, অন্ধকারের ছায়া বাড়তে থাকে, বিপদের সময় এসে যায়, আলোহীন বান্দারা মন্দের প্রস্তুতিতে লেগে যায়। এমন সময়ে ইবাদত রেখে এই দিকে মনযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে যে, এই অবস্থায় আল্লাহ্ তা'লা ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল নেই, আর অন্ধকার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনিই এক জগত-উজালাকারী সূর্য, যার আলো স্থায়ী।

(৫) ইশার নামাযের মাধ্যমে শোয়ার পূর্বে আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ করার, তার ফজলের কৃতজ্ঞতা আদায় করার, বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দোয়া করার সুযোগ দেওযা হয়েছে। আবার এই সময় অবসর বা বিশ্রামের, এই সময় শরীর আরাম-আয়েশ আর আমোদ-প্রমোদের দিকে আগ্রহী হয়। যদি ইবাদতের প্রবণতা না থাকে, তাহলে এই বৃথা ও মন্দ কাজে সময় অতিক্রান্ত হবে, আর এতে লিপ্ত হওয়ার কারণে সে দেরিতে ঘুমোতে যাবে। এভাবে সকালে দেরিতে জাগ্রত হবে। সকালের নামাযও সময়মত পড়তে পারবে না, আর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজও সময়মত শুরু করতে পারবে না। এছাড়া এই সময়ে নামায নির্ধারণ করে এদিকেও মনযোগ দেওয়ানো হয়েছে যে, মানুষ শোয়ার পূর্বে নিজের বিষয়াদি যেন পরিষ্কার করে নেয়। যদি শোয়া অবস্থায় মৃত্যু এসে যায়, তাহলে সে যেন অপমান ও পরিতাপের আগুন থেকে বেঁচে যায়। অত:পর মানুষ যে চিন্তা-ভাবনার মধ্যে ঘুমাবে, সেটাই রাতভর তার ব্রেইনে ঘুরপাক খেতে থাকবে। এই নামায ও যিক্‌রে-ইলাহীর পর সে শুতে যাবে তো পবিত্র-চিন্তা-ভাবনা তার ব্রেইনে প্রবিষ্ট হবে। এভাবে তার ঘুমও ইবাদতের অংশ হয়ে যাবে।

(৬) ফজরের নামাযের জন্য ওঠা বরকতের কারণ হয়। কেননা এটা খোদার কল্যাণ অবতীর্ণ হওযার সময়। এই কল্যাণ থেকে অংশ নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা সত্য-ঈমানের দাবী বা চাওয়া। যেভাবে সূর্যের আসন্ন আলো অন্ধকার পরিবেশকে আলোকিত করে দেয়, তেমনিভাবে সালাত ও দোয়ার আলো দ্বারা হতাশার অন্ধকার অদৃশ্য হয়ে যায়, আনন্দের আতরের সুগন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে যায়।

নামাযের এই পাঁচ ওয়াক্ত বা সময় নির্ধারণ করার মধ্যে আরো একটি হিকমত হচ্ছে যে, এই নামাযসমূহ আমাদের পাঁচটি পৃথক অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের ছবি বা চিত্র এবং মানুষের ফিৎরত বা স্বভাবের দাবিদার। কেননা আমাদের জীবনের আবশ্যিক বা প্রয়োজনীয় অবস্থা হচ্ছে পাঁচটি অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন।

সর্বপ্রথম যখন মানুষ অবহিত হয় যে, তার ওপর এক বিপদ আসতে যাচ্ছে, যেমন– যখন তার নামে আদালত থেকে গ্রেফতারের ওয়ারেন্ট আসে, তো এর দ্বারা শান্তিতে ফাটল ধরবে, আর তার সুখে প্রভাব পড়বে। মানুষের এই অবস্থা অবনতির সময়ের অনুরূপ। কেননা এই অবস্থা দ্বারা তার শান্তি ও সুখে পতন বা অবনতি আসা শুরু হয়েছে। অতএব, এই ঝামেলাপূর্ণ অবস্থার মন্দ-পরিণাম থেকে বাঁচার জন্য যোহরের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে, যখন সূর্য পতন বা নিম্নগামী হয়। তাই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার সাথে সাথেই এর থেকে বাঁচার জন্য সে চেষ্টা-প্রচেষ্টা শুরু করে।

দ্বিতীয় পরিবর্তন সেই সময় মানুষের ওপর আসে, যখন বিপদ একেবারে সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়, যেমন : যখন গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়, মানুষ বিচারকের সামনে উপস্থিত হয়। এটা সেই সময়, যখন ভয়ে মানুষের রক্ত শুকিয়ে যেতে থাকে আর শান্তির আলো বিদায় নিতে থাকে। তখন মানুষ ভীত হয়ে পড়ে। তাই এই অবস্থা সেই সময়ের সাথে সাদৃশ্য রাখে, যখন সূর্যের আলো কমে যায়, আর স্পষ্ট দেখা যায় যে, এখন সূর্যাস্ত সন্নিকট। এই অবস্থার মোকাবেলায় অভ্যন্তরীণ অশান্তিকে দূর করার জন্য আসরের নামায নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে নাজাতের জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা তীব্রতা প্রাপ্ত হয়।

তৃতীয় পরিবর্তন মানুষের ওপর সেই সময় আসে, যখন এই বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার আশা হারিয়ে ফেলে আর হতাশা তাকে ঘিরে ফেলে। যেমন- যেভাবে অন্যায়ের কালিমা লেগে যায়, আর বিরোধী-সাক্ষ্য তার ধ্বংসের কারণ ঘটায়। এটা সেই সময়, যখন মানুষের ইন্দ্রিয় সাড়া দিতে থাকে আর সে নিজেকে এক বন্দী মনে করতে থাকে। তাই এই অবস্থা সেই সময়ের সাথে সাদৃশ্য রাখে, যখন সূর্য ডুবে যায আর আলোর কোন কিরণ বাকী থাকে না। এই অবস্থার মোকাবেলায় রূহানী হতাশার ধ্বংস থেকে বাঁচার জন্য মাগরিবের নামায নির্ধারণ করা হয়েছে, যার ফলে নাজাতের জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা আরো তীব্রতা পায়।

চতুর্থ পরিবর্তন মানুষের ওপর তখন আসে, যখন বিপদে মানুষ একেবারে ফেঁসে যায়, আর অন্ধকার তাকে পরিবেষ্টন করে ফেলে। যেমন-যখন সাক্ষ্যের পর শাস্তির আদেশ শোনানো হয়, আর পুলিশ আসামীকে জেলের দিকে নিয়ে যেতে থাকে। তাই এই অবস্থা সেই সময়ের সাথে সাদৃশ্য রাখে, যখন রাত এসে যায় আর সবদিক অন্ধকারে ছেয়ে যায়। অশান্তি বা অস্থিরতার এই অসহনীয় অবস্থার বিপক্ষে রূহানী-শান্তিকে অবশিষ্ট রাখার জন্য শেষ উপায় হিসাবে ইশার নামায নির্ধারণ করা হয়েছে, যার মধ্যে এই শিক্ষা রয়েছে যে, খোদা হচ্ছেন সেই সত্তা, যার সমস্ত শক্তি

আছে। তার দরজা ছাড়া মানুষ কোথায় যাবে আর নিজের ফরিয়াদ কাকে শোনাবে? অতএব সে তাঁরই দরজায় ঝুঁকে আর তাঁর সামনে নিজের প্রার্থনাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দেয়।

পঞ্চম পরিবর্তন মানুষের ওপর তখন আসে, যখন তার চেষ্টা-প্রচেষ্টা আর হায়-হুতাশ বা কান্নাকাটি অবশেষে রত্ন নিয়ে আসে। খোদা দয়ার উচ্ছাস প্রকাশ করেন। বিপদাবলীর মেঘ সরে যায় আর অন্ধকারের পর অবশেষে আশার সকাল প্রকাশিত হয়। অত:পর দিনের আলো পূর্বের মতই উজ্জ্বলতার সাথে প্রকাশিত হয়। তাই এই আশা ও আনন্দের অবস্থার সাদৃশ্য, রূহানী আনন্দের কৃতজ্ঞতার সিজদাহ্ ফজরের নামাযের আকারে নির্ধারিত হয়েছে।

মোটকথা, নামাযের সময়সমূহ মানুষের রূহানী-পরিবর্তনের প্রতিবিম্ব বা প্রতিচ্ছায়া, আর নামায আসন্ন বিপদাবলীর চিকিৎসা। মানুষ জানে না যে, আসন্ন নতুন দিন কি ভাগ্য নিয়ে আসবে। অতএব তার পূর্বে যে দিন উদয় হয়, সেদিন মানুষ যেন তার প্রকৃত মওলার নিকটে ক্রন্দন বা মিনতি করে, যাতে তিনি তার জন্য উত্তম ও কল্যাণের দিন উদয় করেন।

অপছন্দনীয় সময়সমূহ : নিম্নলিখিত সময় সমূহে নামায পড়া মন্দ ও অপছন্দনীয়–

(১) সূর্য যখন উদয় হচ্ছে, তখন থেকে এর এক বর্শা ওপরে উঠা পর্যন্ত সময়ে কোন নামায পড়া উচিত নয়, না ফরজ, আর না নফল। অবশ্য যদি দেরিতে ঘুম ভাঙ্গে অথবা অন্য কোন প্রকৃত-বাধা তৈরী হয়, আর প্রস্তুতি ইত্যাদি করে ফজরের ফরয নামায শুরু করে মাত্র এক রাকাত পড়েছে আর সূর্য উদয় হতে লাগলো, তো এমন পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় রাকাত সূর্য উদয় হওয়ার সময়েও মানুষ পড়তে পারে।

(২) ঠিক দ্বি-প্রহরের সময়, যখন সূর্য একদম মাথার ওপর থাকে। এই সময়ে ফরয অথবা নফল, কোন নামায পড়া উচিত নয়। কিন্তু জুমুআর দিন এই সময়ে মসজিদে দুই রাকাত নফল পড়ার অনুমতি আছে।

(৩) সূর্য যখন ডুবছে, তখন কোন ফরয অথবা নফল নামায পড়া জায়েজ নয়। অবশ্য যদি কোন যথাযথ বা যুক্তিসম্মত উসিলার কারণে আসরের নামায সময়মত না পড়া যায় এবং মাত্র এক রাকাত পড়েছে তখন সূর্য ডুবতে লাগলো, তো এমন অবস্থায় বাকি তিন রাকাত সূর্য ডোবার সময় বরং তার পরেও পড়া যেতে পারে।

এটা তো সেই সময়সমূহ ছিল, যখন কারণ ছাড়া কোন নামাযই জায়েয নয়, না ফরয না নফল। কিন্তু নিম্নলিখিত সময়সমূহে শুধু নফল নামায অপছন্দনীয়। ফজরের উদয় হওয়ার পর সূর্য উদয় পর্যন্ত দুই রাকাত সুন্নত ছাড়া অন্য কোন নফল নামায বৈধ নয়। আসরের নামায পড়ার পর নফল নামায বৈধ নয়। ঈদের দিন সূর্য উদয়ের পর ঈদগাহে নফল নামায জায়েজ নয়, ঈদের নামাযের পূর্বে আর না ঈদের নামাযের পর। বাজামা'ত নামায হচ্ছে, সেই সময় মসজিদে নিজের মত করে সুন্নত অথবা নফল নামায বৈধ নয়। এছাড়া কাবাগৃহে অর্থাৎ মসজিদুল হারামে যেকোন সময়ে সুন্নত অথবা নফল নামায পড়তে পারি, কারণ সেখানে সব সময় কাবার তাওয়াফ করতে পারি আর প্রত্যেক তাওয়াফের পর দুই রাকাত নামায পড়া জরুরী, যাকে 'তাওয়াফের নামায' বলা হয়। সূর্য গ্রহণ অবস্থায় কসুফের নামায যেকোন সময় পড়া যায়। সূর্য উদয় হচ্ছে অথবা ডুবছে, অথবা দ্বি-প্রহর হোক অথবা আসরের নামাযের পর হোক, যখনই গ্রহণ লাগে, নামায শুরু করে দেওয়া উচিত। কেননা এই নামাযের উদ্দেশ্য হচ্ছে সূর্য গ্রহণ, সেটা যেই সময়ে লাগে, সেই সময়ে নামায পড়া সুন্নত হবে।

দিনের কিছু অংশে নামায পড়তে নিষেধ করার মধ্যে এ হিকমত রয়েছে যে, এদিকে যেন মনযোগ থাকে যে প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্য ও অনুবর্তিতা। খোদা যখন বলেন নামায পড়, তখন নামায পড়বো, আর যখন বলেন নামায পড়ো না, তখন উত্তম অবস্থা থাকা সত্ত্বেও নামায পড়া কোন নেকি বা পুণ্যকাজ হবে না। কারণ নেকি ও ইবাদত সেটাই, যেটা আল্লাহ্ তা'লা পছন্দ করেন।

এই সময়গুলিতে নামায নিষিদ্ধ হবার আরো একটি হিকমত হচ্ছে এই যে, এগুলোর কিছু সময়ে বিশেষ করে সূর্য উদয় ও অস্ত যাবার সময় মুশরিক আর মুর্তিপূজারীরা নিজেদের মিথ্যা-উপাস্যদের পূজা করে, যার ফলে এই সময়সমূহ শির্ক ও কুফরের চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। এইজন্য তৌহিদের উপাসকদেরকে কুফর ও শিরকের এই প্রতীক থেকে দূরে থাকার হোদায়েত দেওয়া হয়েছে, আর ইসলামের বিশেষ-ইবাদতের ঠিক ঠিক সময়সমূহ্ যা নিজের ভেতর রূহানী উপকার রাখতো, তা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞার দ্বারা এই হিকমতের দিকেও মনযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে যে, কোন সময় এমনও হওয়া উচিত, যাতে মানুষের দেমাগ অবসরে থাকে নতুবা ধারাবাহিক ব্যস্ততার দ্বারা সেটা অকেজো হয়ে যায়। আঁ হযরত (সা.) একবার বলেন, যখন মানুষ নামায পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে যায়, তখন তার উচিত, সে যেন আরাম করে। এই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে এই সময়ে বাধ্যতামূলক অবসর বা বিরতি রাখা হয়েছে, যাতে কেউ ভুল-ধারণাবশত চব্বিশ ঘন্টাই নামায পড়ার মধ্যে লেগে না থাকে, আর তার জন্য কিছু সময় এমনও যেন আসে, যে সময়ে সে অবসর হতে এবং নামায ছাড়তে বাধ্য থাকে।

পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয :

প্রশ্ন : আহ্‌লে কুরআন– কুরআন করীম তিন ওয়াক্ত নামায প্রমাণ করে। আবার এও বলে যে, এই নামায, যা বর্তমান মুসলমানরা আদায় করে, এতে কুরআন-বিরুদ্ধ কথা আছে। কুরআনে এক সিজদাহ্ আছে, কিন্তু নামাযে দুই সিজদাহ্ আদায় করে, যা কুরআনের আহকামের বিরুদ্ধে।

উত্তর : আহ্‌লে কুরআনের এ ধারণা ভুল যে, কুরআন মজিদ দ্বারা তিন ওয়াক্ত নামায প্রমাণ হয়। কুরআন মজিদে যেভাবে এই তিন ওয়াক্ত নামাযের উল্লেখ আছে, যা আহ্‌লে কুরআন মানে বা বিশ্বাস করে, তেমনিভাবে বাকি দুই ওয়াক্ত নামাযেরও উল্লেখ আছে আর এই সবগুলোর বর্ণনা রীতি একই ধরনের।

আঁ হযরত (সা.)-এর যামানা থেকেই উম্মতে মুসলেমা পুরো ধারাবাহিকতার সাথে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে আসছে। কুরআন করীমে সুন্দরভাবে পাঁচ ফরয নামাযের উল্লেখ আছে, আর হাদীসে এর ব্যাখ্যা বিদ্যমান আছে। মোটকথা, এক লম্বা সময়ের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা আর উম্মতে মুসলেমার ধারাবাহিক আমল পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে। ইতিহাসে কোথাও একটি ঘটনাও পাওয়া যায় না যে, উম্মতের অধিকাংশ মানুষ কখনও তিন ওয়াক্ত নামায পড়েছিল, অত:পর ভুলবশত পাঁচ ওয়াক্ত নামায হয়ে গেছে। মোটকথা, এটি একটি চূড়ান্ত পর্যায়ের হাস্যকর ধারণা যে, এত ধারাবাহিক ভাবে হওয়া ইবাদত সম্পর্কে এই সন্দেহ তৈরী করা হয়। কেননা এটা তো ইতিহাসের একটি আমলি-ঘটনা, কোন মতবাদের বিষয় নয় যে, যুক্তিগ্রাহ্য চিন্তা-ধারণার ওপর ভিত্তি করে এতে কোন প্রকারের মতবিরোধের স্থান বের করা যেতে পারে।

কুরআন করীমে এসেছে যে, তোমরা নামাযে দোয়া কর। এখন দোয়া তো মানুষ সেই জিনিসের করে, যেটি তার প্রয়োজন হয়। আর এটা জরুরী নয় যে, তার প্রত্যেক প্রয়োজন যেন কুরআনের শব্দ দ্বারাই প্রকাশ হয়। এভাবে কুরআন করীম বলে যে, নিজের

রবের তাসবিহ্ কর। যে এই হুকুম পালন করবে, সে তার ভাষায় বর্ণনা করবে। মোটকথা, এই প্রশ্নও কেবলমাত্র একটি যুক্তিসংক্রান্ত অসার কথার ওপর ভিত্তি করে তৈরী যে, নামাযের সমস্ত শব্দ যেন কুরআনের হয়, কুরআন ছাড়া কোন শব্দ যেন না হয়। আর কুরআন করীমের কোন্ আয়াতে লেখা আছে যে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু কুরআন করীমের আয়াতই পড়ে যাও। কুরআন করীমে তো শুধু এভাবে আছে যে, নামাযে কুরআনও পড়। তাই প্রত্যেক মুসলমান এই হুকুমকে মানে, এর ওপর আমল করে আর কুরআন করীমের কোনো অংশকে নামাযে পড়া ফরয জানে।

কুরআন করীমে এটা কোথাও লিখা নেই যে নামাযে যেন শুধু এক সিজদাহ্ করা হয় বরং আদেশ এই যে, নামাযে সিজদাহ্ কর। কয়টা সিজদাহ্ কর এটা আমাদেরকে আঁ হযরত (সা.) তাঁর আমল ও নির্দেশ দ্বারা বলেছেন। আসলে যেভাবে শুরুতে বর্ণনা করা হয়েছে, নামায এমন একটি ইবাদত, যেটাকে মুসলমানরা দিনে পাঁচবার আদায় করে আর ইসলামের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত এই ইবাদতের এক নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা রয়েছে। হুযুর আকরাম (সা.)কে সাহাবা কেরাম (রা.) দেখেছে, সাহাবাদেরকে তাবেঈনরা দেখেছে, এভাবে ধারাবাহিকতা চলে আসছে। অতএব এটা কিভাবে সম্ভব যে, মুসলমানরা নামাযের গুরুত্বপূর্ণ অংশসমূহকে পরিত্যাগ করেছে আর এই পরিবর্তন চুপ-চাপ হয়ে গেছে? ইতিহাসে না এর কোন উল্লেখ আছে আর না মুসলমানদের চৌদ্দশত বছরের আমল এটাকে প্রকাশ করে। মোটকথা, এই যামানায় এই নতুন ব্যাখ্যাকারীদেরকে দুই রাস্তার মধ্য থেকে এক রাস্তা অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে। হয় তারা এই বিষয়কে অস্বীকার করুক যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর আমল তাদের জন্য হুজ্জত বা দলিল এবং কুরআন তার (সা.) এর যে শান বর্ণনা করেছে যে, "লিতুবায়্যেনা লিন্নাসে মা নুয্যিলা ইলাইহিম" অর্থ: যেন তুমি লোকদিগকে সেই ঐশী আদেশ, যা তাদের প্রতি নাযেল করা হয়েছে, সবিস্তারে বর্ণনা করা। (সূরা নাহল : ৪৫) এটা তারা মানে না।

প্রশ্ন : ঠিক দ্বি-প্রহরে কি নামায পড়তে পারব? যদি এটা না হয়, তাহলে জুমুআর দিন খুতবার পূর্বে লোকেরা অধিকহারে সুন্নত পড়ে, এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত কি?

উত্তর : ঠিক দ্বি-প্রহরে নামায পড়া ঠিক নয়। তবে খুতবার পূর্বে সুন্নত পড়া জায়েয। কেননা এটা জরুরী নয় যে, খুতবা ঠিক দ্বি-প্রহরের সময় যেন শুরু করা হয়, বরং উত্তম হচ্ছে যে, সূর্য হেলে যাওয়ার পর যথাযথ বিরতির পর যেন খুতবা শুরু করা হয়, যাতে বন্ধুরা সময়মত সুন্নত পড়তে পারে।

প্রশ্ন : যদি ইশরাকের নামায পড়ার সময় যাওয়াল (সূর্যের নিম্নগামিতা বা হেলে যাওয়া অর্থাৎ যোহরের সময়) এর সময় এসে যায়, তাহলে কি নামায বাতিল বা নষ্ট হয়ে যাবে?

উত্তর : যদি নফল নামায পড়ার সময় যাওয়ালের সময় হয়ে যায়, তাহলে নামায বাতিল হবে না, বরং এটা সম্পূর্ণ করা উচিত। যাওয়ালের সময় ছাড়াও নামায পড়ার বিধি-নিষেধের মধ্যে সেই প্রচন্ডতা নেই, যা সূর্য অস্ত অথবা উদয়ের সময়ের জন্য রয়েছে। কেননা জুমুআর দিনে মসজিদুল হারামে এই সময়ে নফল নামায পড়ার অনুমতি আছে, আর এটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

যাওয়াল মানে সেই সময়, যখন সূর্য ঠিক হেলে পড়া অবস্থায় থাকে আর পতন বা নিম্নগামিতার কাছাকাছি থাকে। প্রকৃত পক্ষে 'যাওয়াল' শব্দ প্রায় অর্থে বা কাছাকাছি অবস্থা হিসাবে ব্যবহার হয়। নতুবা যখন হেলে যাওয়া শুরু হয়ে যায়, তখন নামাযের ঠিক সময় শুরু হতে থাকে, আর অপছন্দনীয় সময় শেষ হতে থাকে।

(ফিকাহ আহমদীয়া পৃ: ৩৬-৪৮)

অনুবাদ: আসিফ আহমদ

দোয়ার মাঝে বিস্ময়কর শক্তি নিহিত

আল্লাহ্ দোয়া শুনেন ও কবুল করেন

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٣﴾

"আম্মাই ইউযিবুল মুযতার্‌রা ইযা দাআহু ওয়া ইয়াকশিফুস সুআ ওয়া ইয়াযআলুকুম খুলাফাআল আরয, আ ইলাহুম্মাআল্লাহ্, কালিলাম মা তাযাক্কারুন"।

অর্থ: অথবা তিনি কে, যিনি ব্যাকুল ব্যক্তির দোয়া শুনেন যখন সে তাঁর সমীপে দোয়া করে ও (তার) কষ্ট দূর করে দেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করে দেন? আল্লাহ্‌র সাথে কি অন্য (কোন) উপাস্য আছে? তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাক। (সূরা আন নামল : ৬৩)

জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়া

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩٢﴾

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١٩٣﴾

"রাব্বানা মা খালাকতা হাযা বাতিলান সুবহানাকা ফাকিনা আযাবান্নার।

রাব্বানা ইন্নাকা মান তুদখিলান্নারা ফাকাদ আখযাইতাহু ওয়ামা লিয্ যোয়ালেমীনা মিন আনসার"।

অর্থ: হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি এসবকে (আকাশমালাসহ বিশ্বজগৎ) বৃথা সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র। সুতরাং তুমি আগুনের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা কর। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি যাকে আগুনে প্রবিষ্ট করেছ অবশ্যই তাকে লাঞ্ছিত করেছ। প্রকৃতপক্ষে অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা আলে ইমরান : ১৯২-১৯৩)

সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৬৫তম সালানা জলসা অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত

বক্তব্য রাখছেন আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ, মুরুব্বী সিলসিলাহ্

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৬৫তম সালানা জলসা গত ৪ ও ৫ এপ্রিল ২০১৪ রোজ শুক্র ও শনিবার উত্তর আহমদী পাড়াস্থ 'বায়তুল ওয়াহেদ' মসজিদে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত মহতী জলসায় বাংলাদেশের বিভিন্ন জামা'ত থেকে আহমদীগণ উপস্থিত থেকে ২ দিন ব্যাপী জলসা উপভোগ করেন। এদের মধ্যে ৬০ জন জেরে তবলীগ মেহমান ছিলেন। এ ছাড়া ৭০০ লাজনা সদস্য ঘরে বসে ১৫০ টি টিভি সংযোগের মাধ্যমে জলসার অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। উক্ত জলসায় ০৩ টি অধিবেশনসহ ০১ টি তবলিগী অধিবেশন ও ০১ টি সাংবাদিক সম্মেলনের ব্যবস্থা ছিল। জলসার ২য় দিন অত্র জামা'তের মৌরাইল হালকায় মরহুম সৈয়দ সালেহ আহমদ সাহেবের বাড়ীতে জলসা ও বাংলাদেশের আহমদীয়াতের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে ০১ টি সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্থানীয় দৈনিক পত্রিকাসহ জাতীয় দৈনিকের প্রায় ৪৩ জন সাংবাদিক উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন। জলসায় ৮ জন জেরে তবলীগ মেহমান বয়াত করে আহমদী জামাতে দাখিল হন, আলহামদুলিল্লাহ্। ০৪/০৪/২০১৪ তারিখ শুক্রবার বেলা ৩ ঘটিকায় মোহতরম মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের সভাপতিত্বে জলসার ১ম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন কাউসার আহমদ মঞ্জুর। অত:পর মোহতরম সভাপতি উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উর্দু ও বাংলা নযম পাঠ করেন যথাক্রমে জনাব মুফতি মোহাম্মদ মৌশাদ ও জনাব এম এম সামী। 'কুরআন মজীদের অপার সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব'-এ বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন মওলানা সালেহ্ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলা। 'খাতামান নবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অনুগ্রহরাজী'-এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা সোলায়মান সুমন, মুরুব্বী সিলসিলা। 'ইসলামে আহমদীয়া খেলাফত'-এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ।

বাদ মাগরিব জেরে তবলীগ বন্ধুদেরকে নিয়ে একটি তবলিগী সেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৬০ জন জেরে-তবলীগ ভ্রাতাসহ প্রায় ৪০০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। তবলীগ সেশনে জেরে তবলীগ বন্ধুদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ ও মওলানা সোলায়মান সুমন। রাত ১ ঘটিকা পর্যন্ত উক্ত প্রশ্নোত্তর সেশন চলে। অনুষ্ঠান শেষে ৮ জন ভাই বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে দাখিল হন, আলহামদুলিল্লাহ্।

০৫/০৪/২০১৪ তারিখ সকাল ৯-৩০

ঘটিকায় মোহতরম আবুল খায়ের, নায়েব ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের সভাপতিত্বে জলসার ২য় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে তেলাওয়াতে কুরআন পাঠ করেন জনাব নাছির আহমদ, নযম বাংলা ও উর্দু পাঠ করেন যথাক্রমে জনাব শাহজাদা খান ও জি এম সিরাজুল ইসলাম। 'ইসলামে নারীর মর্যাদা ও পর্দার গুরুত্ব'-এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন জনাব হাবীব উল্লাহ্, সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ। 'খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ'- এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মওলানা শাহ মুহাম্মদ নূরুল আমীন, মুরুব্বী সিলসিলা। 'ইমাম মাহ্দী (আ.) এর আবির্ভাব ও তাঁর সত্যতার প্রমাণ'- এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মওলানা জাফর আহমদ, মুরুব্বী সিলসিলা।

বিকাল ৩ ঘটিকায় মোহতরম মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের সভাপতিত্বে জলসার সমাপনী অধিবেশন শুরু হয়। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব এখতিয়ার উদ্দিন শুভ। নযম পাঠ করেন যথাক্রমে জনাব শেখ আহবাব হুসেন সামস ও তার দল এবং জনাব আলমগীর কলিন ও তার দল। 'এতায়াতে নেযাম-ই-ঐশী জামা'তের উন্নতির সোপান'- এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মোহতরম মোহাম্মদ মঞ্জুর হুসেন, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। 'বর্তমান সময়ে যুবকদের করনীয়'- এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন জনাব সামস উদ দ্বীন ভূইয়া, মোহতামীম উমুমী, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ। 'বাংলাদেশে আহমদীয়াতের পটভূমি-ব্রাহ্মণবাড়িয়া'- এ বিষয়ে মূল্যবান ও জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বালাদেশ। অত:পর শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জনাব মোস্তাক আহমদ খন্দকার, অফিসার, ৬৫তম জলসা কমিটি, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে ২ দিন ব্যাপী উক্ত মহতী জলসার সমাপ্তি ঘটে।

মোস্তাক আহমদ খন্দকার

সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপন

গত ৭ই মার্চ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নারায়ণগঞ্জের উদ্যোগে সীরাতু নবী জলসা পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় আমীর জনাব মোস্তফা পাটোয়ারী। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে জলসার কাজ শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব শামীম আহমদ। উর্দু নযম পেশ করেন জনাব আদিল আহমদ খন্দকার।

উক্ত অনুষ্ঠানে দুইজন কেন্দ্রীয়-বক্তা উপস্থিত ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বিভিন্ন দিক নিয়ে কেন্দ্রীয় বক্তাগণ এবং স্থানীয় মোয়াল্লেম বক্তব্য রাখেন। সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে জেরে তবলীগসহ মোট ১৪০ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ নাজমুল আলম

নেত্রকোনায় তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ১১ এপ্রিল ২০১৪ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ মাগরীব নেত্রকোনায় 'তবলীগে-খাসের' অধীনে তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন জনাব রাশেদ মিনহাজ, সেক্রেটারী মাল, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ময়মনসিংহ।

পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব আরিফ আহমদ। আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস পাঠ করেন সভাপতি। এরপর আহমদীয়াত কি এবং কেন ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর আগমন সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ও লক্ষণাবলী নিয়ে আলোচনা করেন মৌ. আসাদুল্লাহ্ আসাদ, আহ্বায়ক, ময়মনসিংহ নেত্রকোনা জোন। তারপর মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের প্রাণবন্ত উত্তর প্রদান করেন মৌ. আসাদুল্লাহ্ আসাদ। প্রশ্নোত্তর শেষে বই ও লিফলেট বিতরণ করা হয়। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

উল্লেখ্য, উক্ত অনুষ্ঠানের পূর্বে মেহমানরা এমটিএ-এর মাধ্যমে হুযূর (আই.) এর খুতবা শ্রবণ করেন। আহমদী ভাই বোনেরা ছাড়াও ২০ জন মেহমান উক্ত তবলীগি-সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

আসাদুল্লাহ্ আসাদ

ঘাটুরায় তরবীয়তি সভা অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঘাটুরার উদ্যোগে গত ০৬/০৪/২০১৪ তারিখে বাদ মাগরীব জনাব খলিলুর রহমান লস্কর-এর বাসায় তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মুছা মিয়া, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঘাটুরা। শুরুতেই পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব আহমদ উজ্জল, উর্দু নযম পাঠ করেন জনাব পাবেল আহমদ। এরপর 'নামাযের গুরুত্ব ও ফযিলত'-এ সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন মৌ. মোহাম্মদ খলিলুর রহমান।

এরপর সেক্রেটারী তালিম তরবিয়ত জনাব এস এম হাবিবুল্লাহ্ পবিত্র কুরআনের আলোকে মহান আল্লাহ্ তা'লার অশেষ নেয়ামত এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সবশেষে প্রেসিডেন্ট সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শেষ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৮১ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা প্রদান

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পক্ষ থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মাননীয় সংসদ সদস্যসহ জেলার সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা প্রদান করা হয়। খাকসারের নেতৃত্বে দশ সদস্যের একটি টিম সকাল ১১টা হতে রাত ৯টা পর্যন্ত শুভেচ্ছা বিনিময় করে।

শুভেচ্ছা প্রদান কালে জামা'তের পক্ষ থেকে প্রত্যেক সদস্যকে একটি ফুলের তোরা, এক পেকেট মিষ্টি ও জামা'তের পরিচিতিমূলক লিফলেট উপহারস্বরূপ প্রদান করা হয়।

শুভেচ্ছা বিনিময় কালে অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন

দেশের বিভিন্ন স্থানে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সাথে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালিত হয়

ঢাকার মাদারটেক হালকা

গত ২৮/০৩/২০১৪ রোজ শুক্রবার মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উপলক্ষ্যে মাদারটেকে জামে মসজিদে এক বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বাদ জুমুআ ৩ টা থেকে আলোচনা আরম্ভ হয়। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাদারটেক হালকার প্রেসিডেন্ট এস, এম, আনসার উদ্দিন এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যয়ীম আলা আনসারুল্লাহ্ ঢাকা, মোহতরম নাসির উদ্দিন মিল্লাত। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব এস, এম রহমতুল্লাহ্। এরপর উর্দু নযম পরিবেশন করেন মাষ্টার ফজলে তাসীন, বাংলা নযম পরিবেশন করেন এস, এম জারিউল্লাহ্। এরপর হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) এর জীবনীর ওপর আলোচনা করেনঃ

সর্বজনাব কুদরতে রহমান ভূঞা, সরোয়ার আহমদ আলমগীর, নেয়ামত উদ্দিন মস্তান, মওলানা মাসুম আহমদ। অত:পর হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সত্যতা ও জীবনের বিশেষ বিশেষ দিক নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন সর্বজনাব এস, এম, আব্দুল আজিজ, সেক্রেটারী ফাইন্যান্স, বাংলাদেশ এবং মাজেদুর রহমান ভূঞা, সাবেক প্রেসিডেন্ট, মাদারটেক হালকা। সভার প্রধান অতিথি যয়ীম আলা নাসির উদ্দিন মিল্লাত এ দিবসের গুরুত্ব, তাৎপর্য এবং আমাদের করণীয় এবং সকলকে জামা'তের প্রত্যেকটি দিবসে বেশী বেশী উপস্থিত থেকে আরও ফায়দা হাসিল করার জন্য সকলকে অনুরোধ করেন। সবশেষে সভার সভাপতি ও প্রেসিডেন্ট মাদারটেক হালকা এস, এম, আনসার উদ্দিন দিবসের গুরুত্ব এবং হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) আমাদেরকে যেভাবে দেখতে চেয়েছেন সেভাবে আমলের সংশোধন, নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়, কুরআন তেলাওয়াতসহ রসূল (সা.) এর আকিদা নিজেদের জীবনে ধারণ ও পরিপালন করার জন্য সকলকে আহ্বান জানান। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এ অনুষ্ঠানে ১১৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

আহমদ সোহেল সাত্তার

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকা

গত ২৮/০৩/২০১৪ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। সেলিনা তবশীর চৌধুরী প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহতরমা রওশন জাহান, সদর, লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন ফারজানা শহীদ শিলা। উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন প্রধান অতিথি। হাদীস পাঠ করেন রহিমা জাকির। মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বাল্যকাল সম্পর্কে বক্তৃতা দেন আমাতুন নূর সহী। উর্দু নযম পাঠ করে শুনান নুজহাত আহমদ। মুসলমানদের হারানো ঈমান পুনরুদ্ধারে মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর ভূমিকা সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন উজমা চৌধুরী। এরপর বাংলা নযম পাঠ করেন শারমিন আরিফ। এরপর নাসিমা আহমদ রোজী, ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে মানার গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। সমাপনি বক্তৃতা দেন সভানেত্রী। নসীহত ও দোয়ার মাধ্যমে প্রধান অতিথি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করেন।

প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, ঢাকা

কটিয়াদী

গত ২৮/০৩/২০১৪ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মসজিদ কটিয়াদিতে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব সিদ্দিক আহমদ, নযম পাঠ করেন জনাব আরাফ আহমদ সাদিব এবং বক্তৃতা করেন জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমীন, জনাব সোহেল আহমদ, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বৃহত্তর সিলেট এবং মৌ. নাসের আহমদ আনসারী, মোয়াল্লেম। নযম পাঠ করেন জনাব সাগর মিয়া। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

নাসের আহমদ আনসারী

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফাজিলপুর

গত ০৪/০৪/২০১৪ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফাজিলপুরের উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়, (আলহামদুলিল্লাহ্)। উক্ত দিবসে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন স্থানীয় লাজনা প্রেসিডেন্ট মিসেস মোস্তারিন আক্তার। কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের পর ইমাম মাহ্দী (আ.) এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য করেন, আমাতুল মতিন।

ইমাম মাহ্দী (আ.)-কে মান্য করার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন জেসমিন আক্তার। ইমাম মাহ্দী (আ.) এর দয়াশীলতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন ফারহানা আক্তার। সত্যতার নিদর্শন সম্পর্কিত কিছু ঘটনা তুলে ধরেন সাজেদা আক্তার। 'রসূল প্রেমে ইমাম মাহ্দী (আ.)'-এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মিসেস আমাতুল মজিদ। সবশেষে সভানেত্রীর ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে দিবসের সমাপ্তি ঘটে।

আমাতুল মজীদ

লাজনা ইমাইল্লাহ তেবাড়িয়া

গত ০৪/০৪/২০১৪ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেবাড়িয়ার উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন নিলুফা ইয়াছমিন। দোয়া পরিচালনা করেন প্রেসিডেন্ট সাহেবা। নযম পাঠ করেন সালমা নুর। বক্তৃতা পর্বে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)এর ইসলাম প্রচার সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মাহমুদা মতিন। ঐশী প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা লাভে ২৩ মার্চের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন লাকী আহমদ। 'মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর আরবী শিক্ষা ও খোতবায়ে এলহামীয়া'-এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মুক্তা বশির। সবশেষে প্রেসিডেন্ট সাহেবার বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। উক্ত অনুষ্ঠানে ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

লাকী আহমদ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ

গত ২৮/০৩/২০১৪ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ-এর উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস সফলতার সাথে পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। স্থানীয় মজলিসের প্রেসিডেন্ট মাসুদা পারভেজ এর সভানেত্রীত্বে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কাজ শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও বাংলা তরজমা পাঠ করেন সাজেদা রশীদ। বাংলা ও উর্দু নযম আবৃত্তি করেন তাহমিনা ফয়েয, সুলতানা নাছিরা ও প্রতিভা পৃথী অহনা। অত:পর বক্তৃতা পর্বে '২৩ মার্চের তাৎপর্য'- সম্পর্কে আলোচনা করেন সুরাইয়া নাসের তুলি। ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর রসূল প্রেম বিষয়ে বক্তব্য রাখেন উম্মে কুলসুম চায়না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সত্যতার প্রমাণ এ বিষয়ে মরিয়ম বেগম কবিতা বক্তব্য রাখেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর আবির্ভাব সম্বন্ধে কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী তুলে ধরেন জুয়েল বেগম দিবা। সভানেত্রীর ভাষণ এবং ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে উক্ত দিবসের সমাপ্ত হয়। এতে লাজনা ও নাসেরাত ৫৭ জন এবং ৭ জন শিশুসহ কয়েকজন মেহমান উপস্থিত ছিলেন।

উম্মে কুলসুম চায়না

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঘাটুরা

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঘাটুরার উদ্যোগে গত ১লা এপ্রিল রোজ মঙ্গলবার স্থানীয় মসজিদে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে সভাপতিত্ব করেন মরিয়ম ছিদ্দিকা, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, ঘাটুরা। মোর্শেদা বেগম-এর কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উর্দু নযম পেশ করেন যথাক্রমে রহিমা তৌহিদ ও শারমিন শিমুল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর জীবনের ওপর বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন রহিমা নাজিম, আছিরন বেগম ও মোবাশ্বেরা সেলিম। আরবি কাসিদা পেশ করেন সায়েমা আহমদ এবং পলী হাজারি। সভাপতির নসিহতমূলক বক্তব্য এবং দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সর্বমোট ৪৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

মরিয়ম ছিদ্দিকা

লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেজগাঁও

গত ২৮ মার্চ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেজগাঁও এর উদ্যোগে স্থানীয় জামে মসজিদে মসীহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেজগাঁও এর প্রেসিডেন্ট শারমিন আক্তার। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন কামরুন্নেছা, দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি এবং নযম পাঠ করেন ঐশী। বক্তৃতা পর্বে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর জীবনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন সৈয়দা কামরুন্নেছা, শারমিন আক্তার এবং আতিয়াতুল ওয়াহিদ।

অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে নযম পাঠ করেন ভিকারুন্নেছা লুনা। সবশেষে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা ও দোয়া পরিচালনা করেন আরিফা রহমান।

ফারহানা মাহমুদ তন্বী

তাহেরাবাদ

গত ২৩ মার্চ রোজ রবিবার বাদ আসর মসজিদ প্রাঙ্গনে ভাইস প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভায় পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা করেন সর্বজনাব মোহাম্মদ মজিবর রহমান মৃধা, সিদ্দিকুর রহমান, জালাল উদ্দিন, মোয়াজ্জেম হোসেন, ফারহানা ফরহাদ, আব্দুর রাজ্জাক ও মৌ. ফরহাদ হোসেন। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে দিবসের সমাপ্তি হয়।

মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন

নারায়ণগঞ্জ

গত ২৩ই মার্চ রোজ রবিবার বাদ আসর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নারায়ণগঞ্জের উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় আমীর জনাব মোস্তফা পাটোয়ারী। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব ফালাউদ্দিন আহমদ, উর্দু নযম পেশ করেন জনাব আদিল আহমদ খন্দকার। অত:পর বক্তাগণ বিষিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। 'মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য'-এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মনিরুজ্জামান খোকন। 'হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)কে মান্য করার গুরুত্ব এবং না মানার পরিণাম'-এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব ডা: মোজফ্ফর উদ্দিন আহমদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ই যে প্রকৃত ইমাম মাহ্দী তার স্বপক্ষে প্রমাণ তুলে ধরেন জনাব এ্যাডভোকেট তাইজ উদ্দিন আহমদ। ইমাম মাহ্দী (আ.) এর রসূল-প্রেম সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জনাব মঈন উদ্দিন আহমদ। বয়আতের শর্তসমূহ ও এর তাৎপর্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মৌ. দেওয়ান মোহাম্মদ নিজামউদ্দিন। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৭৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ নাজমুল আলম

মহারাজপুর

গত ২৮/০৩/২০১৪ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মহারাজপুর-এর উদ্যোগে স্থানীয় জামে মসজিদে বাদ জুমুআ মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা বাবুল। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মিনারুল ইসলাম শিমুল এবং নযম পাঠ করেন মোছ:নাজিয়া ইসলাম। বক্তৃতা পর্বে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ও পূর্ণতা সম্পর্কে বক্তৃতা রাখেন জনাব হাফেজ মোহাম্মদ মনসুর আহমদ, মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবসের পটভূমি ও গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন। এরপর জনাব এনামুল হক সরকার, যয়ীম আনসারুল্লাহ্ ইসলাম প্রচারে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর অবদান বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া স্থানীয় কায়েদ দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন

হোসনাবাদ

গত ২৮/০৩/২০১৪ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত হোসনাবাদ-এর উদ্যোগে স্থানীয় জামা'তের সাবেক প্রেসিডেন্ট এর সভাপতিত্বে মসীহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ ফয়সাল আহমদ এবং নযম পাঠ করেন জনাব মোহাম্মদ হৃদয় আহমদ। বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব জাকারিয়া আহমদ, জনাব কামাল উদ্দিন। সভাপতির সমাপনি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। উক্ত দিবসে ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

জাকারিয়া আহমদ

চাঁদপুর চা-বাগান

গত ২৮/০৩/২০১৪ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চাঁদপুর চা বাগানের উদ্যোগে সেক্রেটারী আব্দুল কাদির চৌধুরীর সভাপতিত্বে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়।

এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মাহমুদুল হাসান পাপন। নযম পাঠ করেন জনাব ছারোয়ার হোসেন চৌধুরী।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন জনাব দেলোয়ার হোসেন চৌধুরী, জনাব আনোয়ার হোসেন চৌধুরী। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শেষ করা হয়।

আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

পটুয়াখালী

গত ২৮ মার্চ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত পটুয়াখালীর উদ্যোগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব রাজন সিকদার এবং নযম পাঠ করেন জনাব কাইয়ুম হাওলাদার। বক্তৃতা পর্বে : ২৩ মার্চের তাৎপর্য হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আগমন ও তার সত্যতার প্রমাণ, ইমাম মাহ্দী (আ.) এর দাবী এবং তাঁকে মান্য করার গুরুত্ব এবং অমান্য করার পরিণাম, এ সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করেন মওলানা নওশাদ আহমদ, মুরুব্বী সিলসিলাহ্, জনাব আফতাব মাহমুদ বাবুল। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ২৫ জন আহমদী এবং ১ জন মেহমান উপস্থিত ছিলেন।

নওশাদ আহমদ

মাহিগঞ্জ

গত ২৩ মার্চ বাদ মাগরিব আমদীয়া মুসলিম জামা'ত মাহিগঞ্জ-এর উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামা'তের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ খালেদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মৌ. মোহাম্মদ রাশিদুল ইসলাম এবং নযম পাঠ করেন মোহাম্মদ রুবেল আহমদ। মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবসের বিভিন্ন দিক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোহাম্মদ আকমল হোসেন (মনির), জনাব মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন মিয়া ও জনাব মোহাম্মদ শাহাদত হোসেন। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৬৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ রাশিদুল ইসলাম

সরিষা বাড়ী

গত ২৩ মার্চ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সরিষাবাড়ীর উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মৌ. জিল্লুর রহমান এবং নযম পেশ করেন জনাব শাহ আলী। এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী, মহান ২৩ মার্চ মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব, মসীহ মাওউদ (আ.) এর কর্মময় জীবন, ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য পেশ করেন সর্বজনাব ডা: মতিয়ার রহমান, মৌ. জিল্লুর রহমান, বেলাল উদ্দিন প্রমুখ। এরপর সুললিত কণ্ঠে বাংলা নযম 'আখেরী জামানা' পেশ করেন মৌ. শহীদুর রহমান।

সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম সমাপ্ত করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ ছাইফুল ইসলাম

পটুয়াখালীতে মুসলেহ মাওউদ দিবস

গত ২৮ ফেব্রুয়ারী বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত পটুয়াখালীর উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়। স্থানীয় জামা'তের সভাপতির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব হাসিবুর রহমান শান্ত এবং নযম পাঠ করেন, মওলানা নওশাদ আহমদ। বক্তৃতা পর্বে: ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) ৫২ বছর খেলাফতকাল আলোচনা করেন মওলানা নওশাদ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্। উক্ত অনুষ্ঠান পরিচলনা করেন জনাব শাহজালাল, তিনিও মুসলেহ্ মাওউদ দিবস সম্পর্কে আলোচনা করেন। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত সভায় স্থানীয় আহমদী ৩০ জন এবং ২ জন মেহমান ২ জন জেরে তবলীগ উপস্থিত ছিলেন।

নওশাদ আহমদ

মজলিস আনসারুল্লাহ্ মাদারটেক-এর মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন

গত ২৮/০২/২০১৪ রোজ শুক্রবার মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উপলক্ষ্যে এক বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। জুমুআর নামাযের পর বেলা ৩ টায় আলোচনা সভা আরম্ভ হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাদারটেক হালকার প্রেসিডেন্ট জনাব এস, এম, আনসার উদ্দিন এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যয়ীম আলা আনসারুল্লাহ্ ঢাকার সম্মানিত প্রতিনিধি জনাব শহীদুল ইসলাম। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব শরীফ আহমদ মস্তান। এরপর উর্দু নযম পরিবেশন করেন জনাব ইনসান আলী ফকির। এরপর মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে জনাব এস, এম, রহমতুল্লাহ, ইনসান আলী ফকির, এবং মওলানা মামুনুর রশিদ, শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ আলোচনা করেন। এরপর সভার সভাপতি ও মাদারটেক হালকার প্রেসিডেন্ট হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর ৫২ বছর খেলাফতের ৫২টি গুণের কয়েকটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। সবশেষে যয়ীম আলার প্রতিনিধি ও সভার প্রধান অতিথি দিবসের গুরুত্ব, তাৎপর্য এবং আমাদের করণীয় এবং সকলকে জামা'তের প্রত্যেকটি দিবসে উপস্থিত থেকে এর ফায়দা হাসিল করার জন্য অনুরোধ করেন। বিকাল ৫ ঘটিকায় দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে পুরুষ মহিলা ও গয়ের আহমদীসহ ১০৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

এস, এম, আনসার উদ্দিন

নারায়ণগঞ্জে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন

গত ২১ ফেব্রুয়ারী রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নারায়ণগঞ্জের উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নায়েব আমীর ডা: মুজাফ্ফর উদ্দিন আহমদ। কুরআন তেলাওয়াতে মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব শামীম আহমদ, উর্দু নযম পেশ করেন জনাব আদিল আহমদ খন্দকার এবং বাংলা নযম পেশ করেন জনাব তৌফিক আহমদ। অত:পর বক্তাগণ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। মুসলেহ্ মাওউদ দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জনাব নাজমুল আলম। মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ে জনাব ফজল আহমদ বক্তব্য রাখেন। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) খেলাফতকাল ও তাহরিক সম্পর্কে আলোচনা করেন মৌ. দেওয়ান মোহাম্মদ নিজামউদ্দিন। খোদ্দামদের উদ্দেশ্যে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর বিশেষ বাণী পাঠ করে শুনান জনাব মারুফ আহমদ খান। ঐতিহাসিক ইশতেহার ঘটনার স্থান স্বচক্ষে দেখে বর্ণনা করেন জনাব আব্দুর রব। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে। উক্ত দিবসে ১৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

ডা: মুজাফ্ফর উদ্দিন আহমদ

খুলনার নাসেরাতুল আহমদীয়ার মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন

গত ২০/০৩/২০১৪ তারিখ রোজ শুক্রবার খুলনা জামা'তে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানে সভানেত্রী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তাহেরা মাজেদ, সেক্রেটারী নাসেরাত, লাজনা ইমাইল্লাহ্, খুলনা। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন ফাতেমা দিশা। এরপর নযম পেশ করেন রাকামনি। এরপর হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর বাল্যজীবন সম্পর্কে আলোচনা করেন সেক্রেটারী নাসেরাত। এরপর ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফার অবদান সম্পর্কে আলোচনা করেন আসিয়া জামান নোভা। এরপর 'সে বৃদ্ধিলাভ করবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসিদ্ধ লাভ করবে', এ সম্পর্কে আলোচনা করেন নাজিয়া সুলতানা। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

তাহেরা মাজেদ রাফা

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঘাটুরার মুসলেহ মাওউদ দিবস পালিত

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঘাটুরার উদ্যোগে ৩ মার্চ রোজ সোমবার স্থানীয় মসজিদে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস সফলতার সাথে পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, ঘাটুর। সাথী আহমদ-এর কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। উর্দু নযম পেশ করেন যথাক্রমে জেবিন আক্তার সমি, পলী হাজারী, কাশেফা সালমা। দ্বিতীয় খলীফা (রা.) ওপর বিভিন্ন বক্তব্য প্রদান করেন– মোবাশেরা সেলিম, সায়মা আহমদ, উম্মে হানী, রেহেনা পারভীন এব রহিমা নাজীম। বাংলা নযম পেশ করেন- ইশরাত জাহান এবং শারমিন শিমুল। সভাপতি সাহেবার বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৪৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

মরিয়ম ছিদ্দিকা

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার তরবিয়তী সপ্তাহ পালন

গত ০১/০৩/২০১৪ হতে ০৭/০৩/২০১৪ পর্যন্ত লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার তরবিয়তী সপ্তাহ পালন করা হয়। গত ০১/০৩/২০১৪ তাহাজ্জুদের মাধ্যমে তরবিয়তী সপ্তাহ শুরু হয়। গত ২৯/০৩/২০১৪ তারিখ বিকাল ৪ টা থেকে ৫ টা পর্যন্ত তরবিয়তী সপ্তাহ পালনের ওপর উন্মুক্ত আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় সভানেত্রী ছিলেন আঞ্জুমানারা রাজ্জাক, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, খুলনা। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মরিয়ম সিদ্দিকা ইভা, হাদীস পাঠ করেন ফাতেমাতুজ জহুরা এবং দোয়া পরিচালনা করেন সভানেত্রী, নযম পেশ করেন তাহেরা মাজেদ রাফা। উন্মুক্ত আলোচনার বিষয়সমূহ ছিল, 'নামাযের গুরুত্ব', এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন কুরাইশা মাজেদ, 'গীবত' সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জহুরা তাজনীন, 'পর্দার গুরত্ব' সম্পর্কে সভানেত্রী বক্তব্য রাখেন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ১৭ জন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

রোকসানা মঞ্জুর

বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলের বার্ষিক ওয়াক্‌ফে নও ক্লাস ও ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ০৭-০৩-২০১৪ হতে ১১-০৩-২০১৪ পর্যন্ত খাকদান মসজিদে পাঁচদিন ব্যাপী বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলের বার্ষিক ওয়াক্‌ফে নও ক্লাস ও ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। গত ৭ মার্চ ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও জনাব হালীম হাজারি'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব তাহের আহমদ এবং নযম পাঠ করেন জনাব রাসিদুল ইসলাম। 'ওয়াকফে নও কি এবং কেন' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা নওশাদ আহমদ। আরও বক্তৃতা করেন মৌ. আব্দুর রহমান। ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও-এর উদ্বোধনী ভাষণের পর ক্লাস শুরু হয়। পাঁচদিন নিয়মিত ক্লাস পরিচালনা করেন মওলানা নওশাদ আহমদ, মৌ. আব্দুর রহমান, মৌ. মাহমুদুল হাসান মিনহাজ এবং মৌ. আল আমীন। প্রতিদিন বাদ মাগরীব পিতা-মাতাদের নিয়ে ন্যাশনাল সেক্রেটারী তালিম তরবিয়তী ক্লাস নেন। ১১ তারিখ বাদ আসর সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ওয়াকফে নও ছাত্র/ছাত্রীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। উক্ত ক্লাসে ছাত্র/ছাত্রী ১৯ জন এবং ২৬ জন পিতা-মাতা উপস্থিত ছিলেন।

ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও

৫ দিন ব্যাপী আঞ্চালিক তালিম তরবীয়তি ক্লাস অনুষ্ঠিত

৫ দিন ব্যাপী আঞ্চলিক তালিম ও তরবিয়তী ক্লাস ২০১৪ বৃহত্তর ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের ঘাটুরা জামা'তে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। প্রতিদিন প্রতিটি অধিবেশনকে সাফল্যমন্ডিত এবং আকর্ষণীয় করেছেন লাজনা ইমাইল্লাহর সদর মোহতরমা রৌশন জাহান। প্রতিটি অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। আরো ছিলেন আলিয়া সিদ্দিকা, সেক্রেটারী জিয়াফত, বাংলাদেশ, মাকসুদা ফারুক, মুফাত্তিস, ব্রহ্মণবাড়িয়া অঞ্চল, শামিমা আক্তার, প্রেসিডেন্ট ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং মরিয়ম ছিদ্দিকা, প্রেসিডেন্ট, ঘাটুরা। ০৮/০৫/২০১৪ সকাল ১০ টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। ৪ দিন ক্লাস নেয়ার পর পঞ্চম দিন সকাল হতে প্রতিযোগিতা হয়। সমাপ্তি অধিবেশনে ২০ জন লাজনাকে সার্টিফিকেট, ৫ জন লাজনা এবং ৫ জন নাসেরাতকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। উক্ত ক্লাসগুলোতে ৮টি জামা'তের প্রেসিডেন্টসহ প্রায় দেড় শতাধিক লাজনা এবং নাসেরাত বোনেরা অংশগ্রহণ করেন।

মরিয়ম ছিদ্দিকা

নারায়ণগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে যিকরে খায়ের সভা অনুষ্ঠিত

গত ২০-৪-২০১৪ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সেক্রেটারী তালীম সুফিয়া বেগমের মৃত্যুতে যিকরে খায়ের সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় সভনেত্রী ছিলেন প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, নারায়ণগঞ্জ। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন, রেহানা জসীম। মরহুমা সুফিয়া বেগম গত ২৪-৩-২০১৪ রোজ সোমবার দুপুরে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন, (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৩ বৎসর। মরহুমা নারায়ণগঞ্জের প্রবীণ আহমদী মরহুম কেরামত আলীর কনিষ্ঠ কন্যা। মৃত্যুকালে মরহুমা ৪ বোন ১ ভাই রেখে গেছেন। সভায় বক্তারা মরহুমার জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনা পর্বে অংশ নেন উম্মে কুলসুম চায়না, দিলরুবা বেগম মায়া, আবেদা চৌধুরী, হামিদা আকবর, জুয়েল বেগম দিবা, শামসুন নাহার নাসিমা, সাজেদা রশিদ, নাহিদা সিকদার, হাফেযা বেগম, খাওলাদীন উপমা। মরহুমা নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জে সেক্রেটারী তালীমের দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন।

মাসুদা পারভেজ

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, আমার আম্মা গত ১৩/০৩/২০১৪ ব্রেইন ষ্ট্রোকে ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি বীর পাইকশা জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম মৌ: আজিম উদ্দিন এম, এ, সাহেবের ছোট মেয়ে ছিলেন। তিনি স্বল্পে তুষ্ট এবং নামাযী ছিলেন। তিনি সুন্দর করে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। চাঁদপুর চাবাগান লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি মেহমান নেওয়াজ ছিলেন। জামা'ত ও মজলিসের যে কোন কাজে এগিয়ে আসতেন। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ শুনে চন্ডিছাড়া চাবাগানের হিন্দু মুসলিম সকলে এসে সমবেদনা জানান এব তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করেন। তিনি নফল রোযা নিয়মিত নামাযসহ মাঝে মধ্যে তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন এবং হুযূর (আই.) এর দোয়া ও তাহরীক ও সদকা সমূহে শরীক থাকতেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত চাঁদা বকেয়া ছিল না। তিনি এলাকার গরীব ও অসহায়দেরকে সাধ্যমত সাহায্য করতেন। মৃত্যুকালে স্বামীসহ ৫ মেয়ে, দুই ছেলে, ৬ জন নাতি, ৫ জন নাতনীসহ অনেক আত্মীয় স্বজন রেখে যান এবং এক ভাই এক বোন রেখে গেছেন। তাঁর সকল নেক কাজ ও কুরবানী সমূহ আল্লাহ্ তা'লা গ্রহণ করুন এবং গোনাহ সমূহ মাফ করুন এজন্য জামা'তের সকলের কাছে দোয়ার আবেদন করছি। পরিবারের সকলকে ধৈর্য ও সবর দান করুন, আমীন। পরিবারের পক্ষ থেকে দোয়াপ্রার্থী।

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

পাক্ষিক আহমদী-তে আপনিও লিখুন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের মুখপত্র পাক্ষিক আহমদীতে নিয়মিত বিভিন্ন বিষয়ে লেখা প্রকাশিত হচ্ছে। এতে আপনিও ধর্মীয় গবেষণামূলক প্রবন্ধ, ইসলামী দর্শন বিষয়ক নিবন্ধসহ তথ্য সমৃদ্ধ বিজ্ঞান বিষয়ক, লেখা-পড়া ও ভ্রমণ সংক্রান্ত লেখা পাঠাতে পারেন।

লেখা অবশ্যই স্পষ্ট হতে হবে এবং ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠে লিখে পাঠাতে হবে। ই-মেইলেও লেখা পাঠাতে পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা :

সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১
ই-মেইল: pakkhik_ahmadi@yahoo.com,
masumon83@yahoo.com

শুভ বিবাহ

* ০৮/১১/২০১৩ তাছলিমা খাতুন, পিতা-মাগফুর মোড়ল, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা-এর সাথে মোহাম্মদ মসিউর রহমান (মিন্টু), পিতা-মোহাম্মদ আবুল বাশার ঢালী, মিরগাং-এর বিবাহ ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১১৩৭/১৩

* ৩০/১২/২০১৩ বিপাশা আক্তার কাকন, পিতা-নাছের আহমদ, শালগাঁও, কালিসীনা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর সাথে মোহাম্মদ ওয়াসীম চৌধুরী, পিতা-রেজাউর রশিদ চৌধুরী, চিত্রী, নবীনগর-এর বিবাহ ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১১৩৮/১৩

* ০৭/০২/২০১৪ বুশরা আহমদ, পিতা-বুলবুল আহমদ, ২৮৯/১ পূর্ব নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা'র সাথে মওলানা মোহাম্মদ রাসেল সরকার, পিতা-আব্দুর রউফ সরকার, ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়ীয়া'র বিবাহ ১,২৯,০০১/- (একলক্ষ উনত্রিশ হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১১৩৯/১৪

* ০৭/০২/২০১৪ রাহিতা সিদ্দীকা লিন্ডা, পিতা-মৃত আবু বকর সিদ্দীক, তেরগাতী, মুমুরদিয়া, কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ-এর সাথে তানভীর আহমদ, পিতা-তছলীম আহমদ, কোড্ডা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া'র বিবাহ ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১১৪০/১৪

* ০৭/০২/২০১৪ আমাতুস সালাম, পিতা-এ, কে, এম, নজরুল ইসলাম, ১৪ সি, রক্তকরবী, প্লট জে-৪, ব্লক-জে, মিরপুর-৩, ঢাকা'র সাথে সোহেল আহমদ, পিতা-মরহুম শফিক আহমদ, বি ৫৩/এফ ১৯, কাজি নজরুল ইসলাম রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা'র বিবাহ ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১১৪১/১৪

* ০৭/০২/২০১৪ আমাতুল ওয়াদুদ, পিতা-সাজ্জাদুর রহমান, বাসা ৩৫৪, মিরপুর-১২, ঢাকা'র সাথে কামরুল হাসান (স্মরণ) পিতা-মরহুম আমিরুল হাসান, হালচম্বক, ফ্লাট ৫-বি. খিলগাঁও, চৌধুরী পারা ঢাকা-১২১৯ এর বিবাহ ৩,০০০০১/- (তিন লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১১৪২/১৪

* ০৭/০২/২০১৪ মোজেজা সুলতানা, পিতা-মৃত মফিজুল ইসলাম ভুইয়া, বাসুদেব, ব্রাহ্মণবাড়িয়া'র সাথে মহিন উদ্দিন পিতা-আব্দুল জলিল, নাজির পাড়, লাকসাম, কুমিল্লা'র বিবাহ ৩,৫০,০০০/- (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১১৪৩/১৪

* ০৮/০২/২০১৪ এ্যাডভোকেট হাজেরা খাতুন, পিতা মৃত- মোনতাজ আলী, সুজানগর, বোয়ালিয়া, রাজশাহী'র সাথে মওলানা মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন, পিতা মৃত- আব্দুর রশিদ, রামপুর, কাহারুল, দিনাজপুর-এর বিবাহ ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১১৪৪/১৪

* ০৮/০২/২০১৪ আমাতুন নাসির তমা, পিতা-মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, মিরপুর-১-এর সাথে শোয়াইব আহমদ, পিতা মোহাম্মদ আব্দুস সোবহান, টঙ্গি, গাজীপুর-এর বিবাহ ২,০০০০১/- (দুই লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১১৪৫/১৪

* ০৮/০২/২০১৪ হুমদা ইয়াসমিন, পিতা-মনির হোসেন, ১৭২/২ টোলারবাগ, মিরপুর-১ এর সাথে খালিদ আহমদ, পিতা-শাহীদ আহমদ, রোড ৩২, হাউস ৬৭৬, ধানমন্ডি, ঢাকা'র বিবাহ ৫,৪০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১১৪৬/১৪

* ০৮/০২/২০১৪ মাবিয়া জোহরা (একা), পিতা-মৌ. মোহাম্মদ আমীর হোসেন, টেক্স দিঘীর পাড়, মাহিগঞ্জ, রংপুর-এর সাথে মোবাশ্বের আহমদ (সোহেল), পিতা-মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন, শ্রীধরপুর, হালিমানগর, কুমিল্লা'র বিবাহ ২০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১১৪৭/১৪

* ০৮/০২/২০১৪ মারুফা আক্তার, পিতা-মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ, হোসনাবাদ, সরিষাবাড়ী, জামালপুর-এর সাথে মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, পিতা মোহাম্মদ দানেজ আলি, শ্রীবাড়ী, নরন্দি, জামালপুর এর বিবাহ ১০০,০০১/- (এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১১৪৮/১৪

* ০৮/০২/২০১৪ মোছাঃ আয়শা ছিদ্দিকা, পিতা-মোহাম্মদ মোক্তার হোসেন, কিসমত মেনানগর, ডাংগির হাট, তারা গঞ্জ, রংপুর-এর সাথে মোহাম্মদ সুজন, পিতা-মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, শালশিড়ি, ফুলতলা, পঞ্চগড়-এর বিবাহ ১,২০,৯৫১/- (এক লক্ষ বিশ হাজার নয়শত একান্ন) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১১৪৯/১৪

* ০৮/০২/২০১৪ নাবিলা চৌধুরী, পিতা-জনাব বি, এ, এ, চৌধুরী, বাড়ি ১০, প্লট ৫/এ, ব্লক ১/এ, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬-এর সাথে সৈয়দ সরফরাজ শাবাব, পিতা-সৈয়দ রিয়াজ আহমদ, ফ্লাট ৯০১, বিল্ডিং-১৩, জাপান গার্ডেন সিটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭-এর বিবাহ ৫০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১১৫০/১৪

* ০৮/০২/২০১৪ আইরিন আক্তার, পিতা আব্দুল জলিল, শ্রীধরপুর, পোঃ হালিমানগর, কুমিল্লা'র সাথে ইসমাইল হোসেন (সুজন), পিতা-আবুল কালাম, পিতা-আবুল কালাম, আনন্দপুর দক্ষিণ সদর, কুমিল্লা'র বিবাহ ২০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১১৫১/১৪

* ০৮/০২/২০১৪ সিমথী, পিতা-মোহাম্মদ তাসকিন উদ্দিন, রঘুনাথপুর, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও-এর সাথে মোহাম্মদ ফয়সাল করীম, পিতা-মোহাম্মদ রেজাউল করীম, মুসলিম নগর, ঠাকুরগাঁও-এর বিবাহ ১,৯৯০০১/- (এক লক্ষ নিরানব্বই হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১১৫২/১৪

* ০৯/০২/২০১৪ তানজিলা হাসান (নেহা), পিতা মনোয়ার হোসেন খাঁন, বড় গুড়গোলা, দিনাজপুর-এর সাথে আবুল হাসনাত, পিতা-আলহাজ্জ মোহাম্মদ আবুল হোসেন, ৫৩/এ/এ, ২য় কলোনী, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬-এর বিবাহ ৫,০০০০১/- (পাঁচ লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১১৫৩/১৪

* ২৭/১২/২০১৩ নিশু পারভীন, পিতা-মোহাম্মদ নাসির গাজি, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা'র সাথে বশীর আহমদ গাজি, পিতা-রফিকুল ইসলাম গাজি, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা'র বিবাহ ৪৯৯৯৯/- (উনপঞ্চাশ হাজার নয়শত নিরানব্বই) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১১৫৪/১৪

* ০৪/০৯/২০১৪ খুরশিদা খাতুন (খুশি), পিতা-হায়দার আলী মোল্লা, গোপিনাথপুর, পোঃ নাজিরপুর, গুরুদাসপুর, নাটোর-এর সাথে সোহাগ মিয়া, পিতা মৃত-সোবান মিয়া, তারুয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া'র বিবাহ ১০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১১৫৫/১৪

* ১৯/১০/২০১৩ হুমদা সরকার, পিতা-নজরুল ইসলাম সরকার, দাগাইদ্রাপপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ-এর সাথে মনিরুল ইসলাম সুমন, পিতা মৃত- আব্দুল মান্নান, রূপনগর, টিনসেড কলোনী, রোড ১১/৩৫৮, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা'র বিবাহ ৭৫,০০০/- (পঁচাত্তর হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১১৫৬/১৪

* ৩১/০১/২০১৪ মৌসুমী বেগম, পিতা মোহাম্মদ মহসীন আলী, কাফুরিয়া ঝলার পাড়, দস্তানবাদ, নাটোর-এর সাথে রায়হান আলী, পিতা-মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, কাফুরিয়া ঝলার পাড়, নাটোর-এর বিবাহ ৮৫,০০০/- (পঁচাশি হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১১৫৭/১৪

* ৩১/০১/২০১৪ শিল্পি বেগম, পিতা-সেলিম আহমদ, কাফুরিয়া জলার পাড়, নাটোর-এর সাথে শহিদুল ইসলাম, পিতা-মোহাম্মদ খোকা মিয়া প্রামানিক, নিউসোনাতলা'র বিবাহ ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১১৫৮/১৪

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

(এমটিএ-তে সম্প্রচারিত)

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত শুক্রবার (১৮ এপ্রিল ২০১৪) লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারমর্ম।

আজকের খুতবায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লেখা হতে বিভিন্ন নির্বাচিত অংশ তুলে ধরে হুযূর বলেন, এর মাধ্যমে তিনি (আ.) আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব, তাঁর মর্যাদা এবং তিনিই যে সকল শক্তির আধার এবং এক ও অদ্বিতীয় সত্তা, সে সম্পর্কে আলোকপাত করে বলেন, তিনিই সকল সৃষ্টির স্রষ্টা। একমাত্র তিনিই অবিনশ্বর, আর বাকী সবকিছুই নশ্বর।

এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রচনাসমগ্র হতে হুযূর যেসব মূল্যবান অংশ পাঠ করেন তার সারাংশ হল, এ পৃথিবীতে খোদাকে চেনার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে মহানবী (সা.)।

খোদা হলেন আকাশ ও পৃথিবীর নূর। তিনি চিরঞ্জীব ও জীবনদাতা, আর চিরস্থায়ী ও স্থিতিদাতা। তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই, তাঁর কেনো পুত্র নেই আর তিনিও কারো পুত্র নয়। সকল সৃষ্টি তাঁর সাহায্যের মুখাপেক্ষী হলেও তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি রহমান ও রহীম। মানুষ সৃষ্টির পূর্বেই তিনি তাদের লালন-পালনের জন্য আলো-বাতাস, পানি, সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আবার তিনি মানুষের সংকর্মের উত্তম প্রতিদানও দিয়ে থাকেন।

তিনি সকল শক্তি ও কল্যাণের উৎসধারা। যারা তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক গড়েন, তিনি তাদের অশেষ ও অফুরন্ত কল্যাণে ভুষিত করেন। তিনি অনাদি ও অনন্ত। তাঁর শক্তির কোনো শেষ নেই। মানুষের সব কিছুই সাময়িক এবং সীমাবদ্ধ, কিন্তু তিনি এর উর্ধ্বে। তাঁর ক্ষমতার কোনো শেষ নেই।

মানুষ কেবল নিজের বুদ্ধি দিয়ে তাঁর ক্ষমতার জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারে না। এজন্য চাই আধ্যাত্মিক-জ্ঞান। আজ যারা শুধুমাত্র খোদার সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে জাগতিক জ্ঞানের জোরে তাঁকে চেনার চেষ্টা করে, পরিণামে তারা ধোঁকায় পতিত হয় এবং নাস্তিক হয়ে যায়। কিন্তু যারা সৃষ্টি-রহস্য এবং স্রষ্টা সম্পর্কে জানার জন্য চিন্তা-ভাবনার পাশপাশি এক অদৃশ্য সত্তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে, তারা সঠিক জ্ঞান লাভ করে। খোদা তাদের কাছে ধরা দেন এবং তাদের ইহ ও পরকাল সুনিশ্চিত হয়।

বিভিন্ন উদ্ধৃতি পাঠের পর খুতবার শেষ দিকে হুযূর খোদার অলৌকিক লীলা, আশ্চর্য গুণরাজি এবং তাঁর পরিচয় তুলে ধরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লেখা যে অংশটি পাঠ করেন, তাহলো: "আমাদের খোদা অগণিত আশ্চর্য গুণরাজির অধিকারী, কিন্তু কেবল সেই ব্যক্তিই তা দর্শন করতে পারে, যে সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর হয়ে যায়।

যে ব্যক্তি অন্যদের পরিবর্তে তাঁর শক্তিতে দৃঢ়-বিশ্বাস রাখে না এবং তাঁর নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত সেবক নয়, তার কাছে তিনি এসব আশ্চর্য লীলা প্রদর্শন করেন না। কত হতভাগ্য সেই ব্যক্তি, যে আজও জানে না, তার এমন এক খোদা আছেন যিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। আমাদের খোদাই আমাদের বেহেশ্‌ত। আমাদের খোদাতেই আমাদের পরম আনন্দ।

কেননা, আমি তাঁকে দেখেছি এবং সকল সৌন্দর্য তাঁর মাঝে খুঁজে পেয়েছি। প্রাণের বিনিময়েও এই সম্পদ লাভ করার যোগ্য। নিজের পূর্ণ-সত্তা বিসর্জন দিয়ে হলেও এই মণি ক্রয়যোগ্য। হে বঞ্চিতরা! এই ঝর্ণার দিকে ধাবিত হও, এটি তোমাদেরকে পরিতৃপ্ত করবে। এটি জীবনের উৎস, যা তোমাদেরকে সঞ্জীবিত করবে।

আমি কী করবো এবং কী করে এই সুসংবাদ মানব হৃদয়ে গেঁথে দিবো! মানুষের শ্রুতিগোচর করার জন্য কোন্ ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বাজারে-বন্দরে ঘোষণা করে বলবো: 'ইনিই তোমাদের খোদা'। কোন্ ঔষধ দিয়ে আমি চিকিৎসা করবো, যাতে শোনার জন্য মানুষ ব্যাকুল হয়!"

হুযূর বলেন, আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.) এবং তাঁর নিষ্ঠাবান প্রেমিকের দাসত্বে আমাদের এই জীবন্ত খোদার বাণী বিশ্ববাসীর সম্মুখে তুলে ধরার তৌফিক দিন এবং আমাদেরও সেই জীবন্ত-খোদার সঙ্গে নিবিড়-সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার তৌফিক দিন।

এ পৃথিবীতে খোদাকে চেনার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে মহানবী (সা.)। খোদা হলেন আকাশ ও পৃথিবীর নূর। তিনি চিরঞ্জীব ও জীবনদাতা, আর চিরস্থায়ী ও স্থিতিদাতা। তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই, তাঁর কেনো পুত্র নেই আর তিনিও কারো পুত্র নয়। সকল সৃষ্টি তাঁর সাহায্যের মুখাপেক্ষী হলেও তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি রহমান ও রহীম। মানুষ সৃষ্টির পূর্বেই তিনি তাদের লালন-পালনের জন্য আলো-বাতাস, পানি, সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আবার তিনি মানুষের সংকর্মের উত্তম প্রতিদানও দিয়ে থাকেন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারমর্ম।

হুযূর বলেন, জামা'তের একজন নিষ্ঠাবান সেবক ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মি, আমাদের প্রিয় ভাই মওলানা মাহমুদ আহমদ সাহেব, যিনি পাকিস্তানে মাহমুদ বাঙ্গালী নামে সুপরিচিত তিনি গত ২৩শে এপ্রিল, অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে ইন্তেকাল করেছেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন।

এরপর হুযূর মরহুম মাহমুদ সাহেবের স্মৃতিচারণ করেন এবং বর্ণাঢ্য কর্মজীবনের বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরে বলেন, তিনি ১৯৪৮ সালে বাংলাদেশের চাঁদপুর জেলার চরদুঃখিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মওলানা আবুল খায়ের মোহাম্মদ মুহিবুল্লাহ এবং দাদা মওলানা আব্দুল মান্নান সাহেব ছিলেন সেই অঞ্চলের খ্যাতনামা আলেম। তাঁর পিতা ভারতের সাহারানপুরে শিক্ষাগ্রহণকালে আহমদীয়াতের সংবাদ পান এবং ১৯৪৩ সালে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তিনি অত্রাঞ্চলে প্রথম আহমদী ছিলেন, তাঁর তবলীগে নিজ পিতাসহ অনেকেই বয়আত গ্রহণ করেন।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত শুক্রবার (২৫ এপ্রিল) লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন।

মওলানা মাহমুদ সাহেবকে তাঁর পিতা ধর্মের জন্য ওয়াকফ করেন এবং ধর্মশিক্ষার উদ্দেশ্যে রাবওয়া প্রেরণ করেন ১৯৬২ সালে। তিনি ১৯৭৩ সালে জামেয়া হতে শাহেদ ডিগ্রি সম্পন্ন করে জামা'তের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

তিনি নাসের হোস্টেলের যয়ীম হিসেবে জামা'তের সেবা শুরু করেন আর জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি প্রায় দশ বছর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার আন্তর্জাতিক সদর ছিলেন। বিভিন্ন কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি জামা'তের উল্লেখযোগ্য সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। চতুর্থ খলীফার নির্বাচন এবং তাঁর হিজরতের সময়ও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। বিশ্ব সদর হিসেবে তিনি এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকার ১১টি দেশ ভ্রমন করেন।

১৯৭৯ সালের মজলিসে শূরাতে যখন সদর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তখন প্রাপ্ত ভোটের হিসেবে তাঁর অবস্থান ছিল পঞ্চম। নির্বাচনের পর হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) ফজরের নামাযের সময় তাকে বলেন, খুব বেশি করে এস্তেগফার কর, দরূদ পড়। পরের দিন হুযূর (রাহে.) তাকে সদর হিসেবে মঞ্জুরী দেন।

তার সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল সালেস (রাহে.) বলেন, আমি তাকে পঞ্চম স্থান থেকে তুলে এনে সদর নিযুক্ত করি আর এর মাধ্যমে আমি জামা'তকে শিখাতে চেয়েছি, 'খলীফা যাকে মনোনীত করেন সেই সর্বোত্তম হয়ে থাকে। নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা নিয়ে যে কাজ করবে সেই বরকত লাভ করবে। ভোট বেশি পেলেই মানুষ সফল হতে পারে না বরং খলীফার দোয়া যার সঙ্গে থাকে সেই সফল হয়।'

বিশ্ব খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর হিসেবে তিনি একটানা দশ বছরের অধিক সময় কাজ করেছেন। এরপর তিনি উকিলুল ইশায়াত সামী ও বাসরীর দায়িত্বও পালন করেছেন।

তার একটি পত্রের উত্তরে হুযূর রাবে (রাহে.) বলেছিলেন, আপনার লজ্জা পাওয়ার কোনো কারণ নেই, আপনি নিষ্ঠা ও প্রজ্ঞার সঙ্গে কাজ করেছেন। আপনি বন্দীদের মুক্ত করার ক্ষেত্রে অসাধারণ কাজ করেছেন। আপনার যোগ্যতার কারণে আপনাকে একবছর বেশি এই পদে রাখা হয়েছে। আপনি আমার মন মতো কাজ করেছেন, আশা করি আনসারুল্লাহতেও ভাল কাজ করবেন।

এরপর তাঁর মৃত্যু উপলক্ষে বিভিন্ন দিক থেকে মানুষের যেসব চিঠি-পত্র হুযূর পেয়েছেন তার উল্লেখ করে হুযূর বলেন, সত্যিকার অর্থেই তিনি ছিলেন, খলীফার একটি সাহায্যকারী হাত। শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি নিরলস পরিশ্রম করেছেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অস্ট্রেলিয়াতে আহমদীয়া জামা'তের বিভিন্ন মসজিদ ও মিশন হাউস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অস্ট্রেলিয়াতের আহমদীদের অভিবাসনের ক্ষেত্রেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। এছাড়া মানবসেবার মাধ্যমে তিনি অস্ট্রেলিয়াবাসীর মন জয় করেছেন।

মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও তিনজন কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। আল্লাহ্ মরহুমের রূহের মাগফিরাত করুন আর শোক সন্তপ্ত পরিবার ও জামা'তকে ধৈর্যের সঙ্গে উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবিলা করার তৌফিক দিন।

হুযূর (আই.) বলেন, সত্যিকার অর্থেই তিনি ছিলেন, খলীফার একটি সাহায্যকারী হাত। শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি নিরলস পরিশ্রম করেছেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অস্ট্রেলিয়াতে আহমদীয়া জামা'তের বিভিন্ন মসজিদ ও মিশন হাউস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অস্ট্রেলিয়াতের আহমদীদের অভিবাসনের ক্ষেত্রেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। এছাড়া মানবসেবার মাধ্যমে তিনি অস্ট্রেলিয়াবাসীর মন জয় করেছেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ক্রোড়ায় বাংলাদেশের শতবার্ষিকী স্মারক মসজিদ উদ্বোধন

গত ১৪ মার্চ ২০১৪, শুক্রবার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার ক্রোড়ায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর শতবার্ষিকী স্মারক-মসজিদ উদ্বোধন করা হয়। ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্ব মোবাশ্‌শের উর রহমান সাহেব জুমুআর নামাযের মাধ্যমে এর শুভ উদ্বোধন করেন।

খুতবার শেষাংশে তিনি মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্য এবং একে আবাদ রাখার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আরো বলেন, মসজিদ নির্মাণের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন। তিনি শতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী ক্রোড়া জামা'তের অতীতের গৌরব ও ত্যাগ-তিতীক্ষার উল্লেখ করে বলেন, এই জামা'তকে নিজেদের অতীত-ঐতিহ্যকে ধারণ করে সম্মুখে এগিয়ে যেতে হবে। এই নবনির্মিত মসজিদ যেন উক্ত এলাকায় আহমদীয়াত বিস্তারের ক্ষেত্রে মূখ্য-ভূমিকা পালন করতে পারে, সেদিকে সংশ্লিষ্ট সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে দোয়ার আহবান জানান।

হুযূর (আই.) নবনির্মিত এই মসজিদের নাম রেখেছেন, 'মসজিদে মাহমুদ'। দ্বিতল এই মসজিদে প্রায় ৫ শতাধিক মুসল্লী নামায পড়তে পারবে বলে জানা গেছে।

এর আগে সকালে ক্রোড়া জামা'তে একদিন ব্যাপী ৫৯তম সালানা জলসার উদ্বোধন করা হয়।

সকাল ও বিকালের দু'টি অধিবেশনে তরবিয়তী এবং তবলীগি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। স্মারক মসজিদের উদ্বোধন এবং জলসা উপলক্ষে আশপাশের বিভিন্ন জামা'ত ছাড়াও বাংলাদেশের দূর-দুরান্তের জামা'ত থেকেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রতিনিধিবর্গ যোগদান করেন।

প্রসঙ্গগত উল্লেখ্য যে, মাষ্টার হায়দার আলী সাহেবের প্রচেষ্টায় ১৯১৪/১৫ সালে ক্রোড়ায় জামা'ত প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

হল্যান্ডে সিরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, হল্যান্ড গত ১৫ মার্চ Rotteerdam শহরের একটি প্রসিদ্ধ থিয়েটারহলে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর জীবনীর ওপর ভিত্তি করে আড়াই ঘন্টা ব্যাপী এক হৃদয়গ্রাহী অনুষ্ঠানের আয়োজন করার তৌফিক পেয়েছে। এতে Rotteerdam শহরের সম্মানিত মেয়র জনাব আবু তালিব সাহেব প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর পবিত্র জীবনীর অভাবনীয় ঘটনাবলী ও রসূল (সা.)-এর অতুলনীয় শিক্ষাসমূহ দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। উপস্থিত মেহমানদের সংখ্যা ছিল ১৮০ জন। বলাবাহুল্য এই অনুষ্ঠানটি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত দ্বারা পরিচালিত হচ্চে বলে বিরোধীরা গুজব রটানোর মাধ্যমে মুসলমান মেহমানদেরকে এই অনুষ্ঠানে যোগ না দেয়ার অপচেষ্টা চালায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুগ-খলীফার দোয়ার বরকতে, আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে শত বিরোধিতা সত্তেও এই মহতি অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সফলতার সাথে সমাপ্ত হয় বরং এই ঘটনার দ্বারা পূর্বের চেয়ে জামা'তের কর্মকান্ড ও পরিচিতি জনগণের কাছে আরো বেশী স্পষ্ট হয়ে যায়। এমন আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসাসহ মেহমানগণ আগামীতে বার বার এমন অনুষ্ঠানের যোগ দেয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

এই সফলতার পিছনে যারা অবিরত খেদমত করেছেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন, আমীন।

অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন জামা'তে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপিত

ইসলাম ও আহমদীয়াতের ইতিহাসে ২৩ মার্চ ১৮৮৯ দিনটি অনেক তাৎপর্যপূর্ণ। সেদিন প্রতিশ্রুত মসীহ্ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেন। সেদিন চল্লিশ জন শিষ্য বয়আতের দশটি শর্ত মেনে তাঁর পবিত্র হাতে দীক্ষা নেন।

এর ঠিক ১২৫ বছর পর গত ২৩ মার্চ ২০১৪ তারিখে আহমদীয়া জামা'ত, অস্ট্রেলিয়া জাঁকজমকের সঙ্গে 'মসীহ্ মাওউদ' দিবস উদযাপন করে। জামা'তের কেন্দ্র সিডনি ছাড়াও অস্ট্রেলিয়ার অন্যান্য স্থানে অবস্থিত বিভিন্ন স্থানীয় জামা'তও সেদিন 'মসীহ্ মাওউদ' দিবস উদযাপন করেছে।

১৮৮৯ সালের ২৩ মার্চ দিনটি ছিল শনিবার। সেদিন ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের লুধিয়ানা শহরে হযরত সূফী আহমদ জান সাহেবের ঘরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মোবারক হাতে হাত রেখে প্রথম বয়আত করেন হাজিউল হারমাঈন হযরত মওলানা হেকীম নূরউদ্দীন (রা.)।

সিডনির বাইতুল হুদা মসজিদে এ বছরের 'মসীহ্ মাওউদ' দিবসে প্রায় ৩২৫জন আহমদী যোগদান করেন।

বক্তাগণ আহমদীয়াতের ইতিহাস বর্ণনা করেন, ইমাম মাহদীর আগমনের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন অর্জন সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। যোহরের নামাযের পর অনুষ্ঠান শুরু হয় এবং প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে চলে। এরপর ছিল চায়ের ব্যবস্থা।

সিডনির বাইরে ব্রিসবেন এবং মেলবোর্নেও 'মসীহ্ মাওউদ' দিবস উদযাপিত হয়। মেলবোর্নের বাইতুস সালাম মসজিদে অনুষ্ঠিত জলসায় ২১৮ জন আহমদী উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, সাউথ অস্ট্রেলিয়ার এডিলেইডে নবনির্মিত মাহমুদ মসজিদে প্রায় ২৬৫ জন আহমদী 'মসীহ্ মাওউদ' দিবসে অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন বক্তৃতা ও নযমের পর সেখানকার জামা'তের প্রেসিডেন্ট 'বয়আতের শর্ত' বিষয়ে ঈমান-উদ্দীপক বক্তৃতা করেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

অস্ট্রেলিয়ায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত পবিত্র কুরআন-এর প্রদর্শনী

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, মাউন্টড্রুইট, নিউ সাউথ ওয়েলস, অস্ট্রেলিয়া প্রথমবারের মতো কুরআন প্রদর্শনীর আয়োজন করলো। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, রবিবার সিডনির মাউন্টড্রুইট লাইব্রেরিতে আহমদীয়া জামা'তের প্রকাশিত বিভিন্ন বইয়ের সঙ্গে প্রায় ৫০টি ভাষায় প্রকাশিত কুরআন মজীদ প্রদর্শন করা হয়।

প্রায় ৫০ জন আহমদী এতে উপস্থিত ছিলেন। তারা তাদের অমুসলিম অতিথিদেরকে সেখানে নিয়ে এসেছিলেন। জামা'তের বইপত্র ও প্রকাশনা কাজের ভূয়ষী প্রশংসা করেন আগত মেহমানগণ। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে প্রদর্শনীর কার্যক্রম শুরু করা হয়। এরপর, আহমদীয়া জামা'তের পরিচিতিমূলক একটি প্রেজেন্টেশন দেখানো হয়।

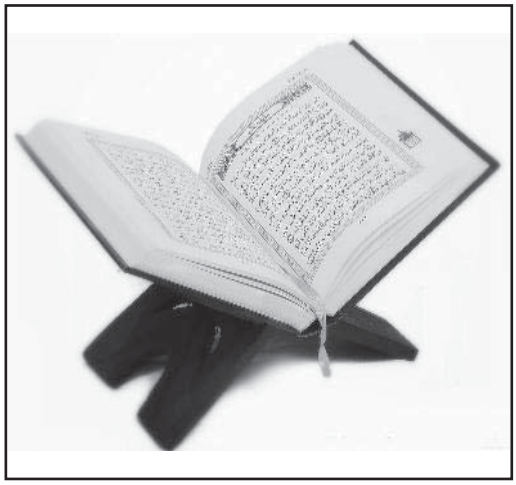

প্রবল বৃষ্টিপাত হওয়া সত্ত্বেও অনুষ্ঠানে ভালো লোক সমাগম হয়েছে। আগত অতিথিদের মধ্য থেকে কেউ কেউ আহমদীয়া জামা'তের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং এ-সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়েও আলোচনা করেন। ফিজিয়ান বংশোদ্ভূত এক নারী, মিজ মালা, এই প্রদর্শনীতে এসেছিলেন। তিনি হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং পরবর্তীকালে খ্রিস্টান হয়ে যান। এখানে এসে তিনি ইসলাম সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং বাইবেল ও হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু-সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

দক্ষিণ সুদান থেকে আগত মিস্টার দানিয়েল ও তার ছেলে এই অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। পবিত্র কুরআনের ইংরেজি অনুবাদ সম্পর্কে তিনি বিশেষ আগ্রহ দেখান। এ ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। এছাড়া, প্রদর্শনীটির ব্যাপক প্রশংসাও করেন তিনি।

একজন কম-বয়সী তুর্কি তরুণী মিজ ডেরিয়া সারি বিভিন্ন দোয়া এবং পবিত্র কুরআনের অনুবাদের ব্যাপারে আগ্রহ দেখান। তাকে সংশ্লিষ্ট বইপত্র ও ইন্টারনেট লিংক প্রদান করা হয়েছে।

এই প্রদর্শনীতে বহু নন-আহমদী পাকিস্তানী যোগদান করেছেন। তাদের মধ্য থেকে একজন বলেন, এটি একটি চমৎকার অনুষ্ঠান। এ ধরনের উদ্যোগ আরো বেশি বেশি গ্রহণ করা দরকার। কারণ, আজকাল বহু ভুল ধারণার বিস্তৃতি ঘটছে এবং আজেবাজে কথাবার্তা বলা হচ্ছে, যার ফলে সম্প্রদায়ের মাঝে দূরত্বের সৃষ্টি হচ্ছে। মেসাইয়াহ, ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু এবং নতুন যুগের আগমন সম্পর্কে আহমদীরা কী মনে করে–সে-বিষয়ে প্রায় তিন ঘণ্টা আলাপ করেন পোলিশ ভদ্রলোক মিস্টার ডারিয়াস।

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে হিউম্যানিটি ফার্স্ট বাংলাদেশ শাখার উদ্যোগে বিনামূল্যে বিশুদ্ধ খাবার পানি বিতরণ

হিউম্যানিটি ফার্স্ট আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের আন্তর্জাতিক সেবামুলক সংগঠন। সারা বিশ্বে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই সংগঠন যেভাবে সেবা প্রদান করছে তা ইতোমধ্যে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, আলহামদুলিল্লাহ। বাংলাদেশেও বিভিন্ন সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়েছে এই সংগঠন।

আন্তর্জাতিক সেবামুলক সংগঠন হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর উদ্যোগে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিনামূল্যে বিশুদ্ধ খাবার পানি বিতরণের আয়োজন করা হয়। বিশেষ করে বৈশাখের এই প্রখর রোদের দাপটকে পরাজিত করে যারা নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে রমনা বটমুল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সমবেত হয়েছেন, তাদের জন্য হিউম্যানিটি ফার্স্ট, বাংলাদেশ শাখা বিনামূল্যে বিশুদ্ধ পানি বিতরণের এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ হাতে নেয়।

এদিন প্রায় ৮০ হাজার লিটার বিশুদ্ধ পানি বিনামুল্যে বিতরণ করা হয়। দিনব্যাপী হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর এই কার্যক্রমে প্রায় দুই শতাধিক খোদ্দাম অংশ নেয়। অপর দিকে একই কার্যক্রম তেজগাঁও খোদ্দামুল আহমদীয়ার আয়োজনে ফার্মগেট এলাকার তেজতুরী বাজারে স্থানীয় একটি বৈশাখী মেলায় সবার মাঝে দিনব্যাপী বিনামুল্যে পানি বিতরণের আয়োজন করা হয়। মেলায় আগত প্রায় ৮ হাজার মানুষকে পানি পান করানো হয়। সেই সাথে সারা বিশ্বে হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর কার্যক্রমের প্রায় ৪০টি ছবি বৃহৎ আকারে প্রিন্ট করে প্রদর্শন করা হয় এবং সন্ধ্যায় বিশ্বব্যাপী হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর কার্যক্রমের প্রামান্য চিত্র প্রজেক্টরের মাধ্যমে দর্শকদের দেখানো হয়।

এছাড়া মেলা পরিদর্শনে আগত বিশেষ অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব আশাদুজ্জামান খান কামালকে হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর পক্ষ থেকে হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর লোগো সম্বলিত ক্রেষ্ট তুলে দেয়া হয়। ক্রেষ্ট তুলে দেন জনাব মাহমুদ আহমদ সুমন, স্থানীয় মিশনারী। তিনি প্রতিমন্ত্রী সাহেবের কাছে বিশ্বব্যাপী হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর সেবামূলক কার্যক্রমের বিবরণ বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। এ সময় মন্ত্রীমহোদয় হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর নিঃস্বার্থ এই সেবামূলক কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১. প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২. প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩. সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪. রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫. রাব্বানা লা তুযিগ ক্বুলূবানা বা'দা ইয্‌ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌'হাব [সূরা আলে ইমরান– ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬. আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭. আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮. সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্‌! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯. দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আই.)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষীকি জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত

(১) বয়আত গ্রহণকারী সর্বান্তঃকরণে অঙ্গীকার করিবে যে, এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্ক (খোদা তা'লার অংশীবাদিতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হউক না কেন, উহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূল (সা.) এর হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে, সাধ্যানুযায়ী তাহাজ্জুদ নামায পড়িবে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপসমূহ ক্ষমার জন্য আল্লাহ্ তা'লার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে, ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তা'রীফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে সকল লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে এবং সকল অবস্থায় তাঁহার মীমাংসা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন পরিপূর্ণরূপে শিরোধার্য করিবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার, ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্ তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে এবং খোদার দেয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ) হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিব। ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এতো বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

(ইশতেহার, তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ ইং)

ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার প্রতি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর বিশেষ উপদেশ

(১) ভবিষ্যতে উচ্চ শিক্ষা ছাড়া মানুষের জীবন-যাপন খুব কষ্টের হবে।

(২) আহমদী ছাত্রদের জন্য উচ্চ শিক্ষা লাভ একান্ত জরুরী। কারণ দুনিয়ার মানুষ উচ্চ শিক্ষিতদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। আহমদীরা যদি উচ্চ শিক্ষিত হন, মুত্তাকী (তাকওয়াশীল) হন এবং শরিয়তের বিধান মেনে চলেন, তাহলে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে চলে আসতে থাকবে। যদি কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নত ও উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন এবং এটা ধর্মের সেবার উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে এটাই তার জন্য ধর্মীয় শিক্ষার মত সম্মানজনক হবে।

(৩) আহমদী পিতামাতা নিজেরা শিক্ষিত হন বা না হন, সন্তানদের শিক্ষার প্রতি পুরোপুরি দৃষ্টি দিবেন। আহমদী ছাত্রদের উচিত দেশের শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। তারা যেন দেশের কায়েদ তথা পথ প্রদর্শক হন।

(৪) পিতামাতার উচিত তারা যেন নিজেদের গৃহের পরিবেশ এরকম বানান যেখানে ছেলেমেয়েরা আধুনিক শিক্ষার সাথে ধর্মীয় শিক্ষাও অর্জন করবে। প্রত্যেক আহমদী ছাত্র উচ্চ শিক্ষার ময়দানে সর্বদা এগিয়ে থাকবে।

(৫) উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য আহমদী ছাত্রদেরকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। সুতরাং তোমরা অযথা সময় নষ্ট করবে না। পিতামাতার জন্য এটা ফরয, তাদের ছেলে মেয়েরা ঠিক মত লেখাপড়া করছে কি না তা নেগরানি করবেন।

(৬) আহমদী ছাত্র-ছাত্রীদের চিন্তাভাবনা এবং জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অতি উন্নত এবং উচ্চ পর্যায়ের হওয়া উচিত। কঠিন পরিশ্রম ও দোয়ার অভ্যাস করা প্রয়োজন। প্রত্যেক পরীক্ষায় ৮০% এর বেশি নম্বর এবং নিজের ক্লাসে প্রথম স্থান লাভ করা উচিত। শিক্ষা বোর্ডের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম দশ জনের মধ্যে থাকা আবশ্যক।

(৭) শিক্ষা জীবনে ছাত্রীরা পর্দা এবং পোশাক সম্পর্কে কুরআন শরীফের নির্দেশনাবলী কঠোরভাবে মেনে চলবে। যখন আহমদী মেয়েদের বিয়ের বয়স হয়ে যায়, তখন তাদের বিয়ে দিয়ে দেয়া প্রয়োজন। তারপরও পড়াশোনা চালাতে পারবে।

(৮) ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিদিন ক্লাসে যা পড়ানো হয়েছে তা বাড়ি এসে ভাল করে পড়ে নিবে। দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা গৃহে ফিরে কমপক্ষে চার ঘন্টা পড়াশোনা করবে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ঘরে কমপক্ষে ছয় ঘন্টা পড়াশোনা করবে। আমেরিকাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা গড়ে প্রতিদিন চৌদ্দ ঘন্টা পড়াশোনা করে। সিলেবাসের বাইরের বইও পড়ে। ইউরোপে গড়ে তের ঘন্টা এবং রাশিয়াতে গড়ে প্রতিদিন বার ঘন্টা পড়াশোনা করে।

(৯) আহমদী ছাত্ররা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ পরিচিত হবে। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন, কথা-বার্তা এবং চারিত্রিক গুণাবলীর কারণে সবাই তাদেরকে ভাল জানবে। তারা ইসলামী আদর্শের উত্তম উদাহরণ হবে।

(১০) আহমদী ছাত্ররা সর্বদা আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকবে। চিরকৃতজ্ঞ বান্দা হবে। তারা কুরআন মজীদ থেকে জ্ঞান অর্জন করবে। স্মরণ রাখতে হবে যে, জীবনের আসল উদ্দেশ্য ইবাদতকারী বান্দা হওয়া। প্রতিদিন নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে। যারা নামাযী হবে আল্লাহ্ তাদের নিরাপত্তা প্রদান করবে। আল্লাহ্‌র এই প্রতিশ্রুতি থেকে উপকৃত হওয়া প্রয়োজন।

(১১) আহমদী ছাত্রদের মাঝে বিশেষ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হওয়া উচিত। তারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করবে; মন্দ থেকে দূরে থাকবে। আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক রাখবে। সবাই চিনবে ও জানবে যে, তারা আহমদী, তারা নীতিবান ও আদর্শবান। একথা বলতে বাধ্য হবে যে, আহমদীরা চরিত্রবান, ইবাদতকারী এবং দেশ ও দশের সেবা করে।

(১২) আহমদী ছাত্ররা ইবাদতগুযার হবে। সাথে সাথে দেশ ও জাতির সেবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবে এবং প্রস্তুত থাকবে। এতে করে আল্লাহ্ তা'লা তাদের পড়াশোনা সহজ করে দিবেন।

(১৩) আহমদী ছাত্ররা প্রতিদিন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বই পড়বে। সাধারণ জ্ঞানের জন্য পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিন ভালভাবে পড়বে।

(১৪) পরীক্ষার হলে পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে হাত তুলে দোয়া করার পর পরীক্ষা দেয়া শুরু করবে।

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন, ৩০ এপ্রিল ২০১০)

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

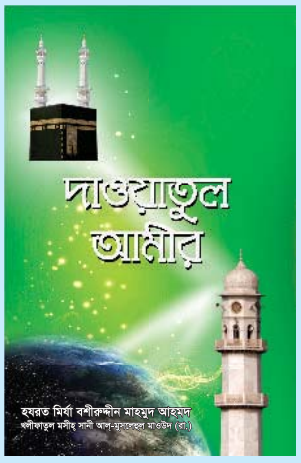

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্-মুসলেহুল মাওউদ (রা.) রচিত **'দাওয়াতুল আমীর'**-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম**।

৩১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত বইটির **মূল্য ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা)**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৬১৮-৩০০১০০

New Vol. No. 76 | 20th Issue

The Ahmadi
Fortnightly

30th April, 2014 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

সেই ১৯৮৮ সাল থেকে

ধানসিড়ি রেস্তোরা

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি খাবার
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"
মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta

CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com